The Most Circulated Bengali Newspaper in North America

শুক্রবারের পত্রিকা | উত্তর-আমেরিকায় বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত

সাপ্তাহিক আজকাল

find us online
www.ajkalusa.com
/weeklyajkal

The Weekly Ajkal | Vol.18, Issue 933 | 31 July 2026 | শুক্রবার ১৬ শ্রাবণ ১৪৩৩

CNN Poll: Americans doubt Trump is paying enough attention to the important problems
→ Page 18

Babita's birthday celebrate with special programme
→ Page 19

Mamdani sends NYC agencies hunting for savings again as multibillion-dollar gap looms
→ Page 18

World Cup 2030 in Morocco, Portugal and Spain
→ Page 19

ইমারজেন্সি ঘোষণার ষড়যন্ত্রে ছিলেন চুপ্পু!

আজকাল রিপোর্ট

সদ্য পদত্যাগি প্রেসিডেন্ট মো: সাহাবুদ্দিন চুপ্পু গোলযোগ ও দাঙ্গা হাঙ্গামার মতো উদ্ভূত পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে দেশে 'জরুরী অবস্থা' জারি করার পরিকল্পনায় সচেষ্ট ছিলেন এমন আশংকার তথ্য একটি গোয়েন্দা সংস্থার মাধ্যমে সরকারের নজরে গেলে দ্রুত তাঁর পদত্যাগের বিষয়টি সামনে আসে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র থেকে জানা গেছে। সংবিধানের ১৪১(ক) অনুচ্ছেদ মতে 'অভ্যন্তরিণ গোলযোগ, দাঙ্গা হাঙ্গামার মতো ঘটনা ঘটলে প্রধানমন্ত্রীর মতামত নিয়ে প্রেসিডেন্ট জরুরী অবস্থা জারি করার ক্ষমতা রাখেন'। পরিকল্পকদের ধারণা ছিল, 'দাঙ্গার মতো চরম পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী তখন সম্মতি দেবেন।' জানা যায়, এমন

কিছু তথ্য গোয়েন্দা সংস্থার হাতে আসার পর জাতীয় স্বার্থে নড়েচড়ে বসেন সকলে। এদিকে সাহাবুদ্দিন চুপ্পু তার একান্ত মত তুলে ধরে বড় আকারের একটি সাক্ষাৎকার গত ১৯ জুলাই, ২০২৬ 'দৈনিক ইনকিলাব'-এর অনলাইনে দ্রুত প্রকাশ করার জন্য পাঠিয়েছিলেন। যার হেডিং ছিল 'আমি হঠাৎ কেন কোনো বিতর্কের সম্মুক্ষিণ হবো?' নিজ দপ্তরের কাউকে না জানিয়ে প্রেসিডেন্ট তার সাক্ষাৎকারটি 'ইনকিলাব' পত্রিকায় তাঁর ঘনিষ্ঠ একজন রিপোর্টারের হোয়ার্টসঅ্যাপ-এ সরাসরি পাঠান। দেশবাসিকে তিনি এর মাধ্যমে কিছু বার্তা দিতে চেয়েছিলেন। তারা দ্রুত সাক্ষাৎকারটি পত্রিকার সাইটে আপলোড করে দেন। তারপরই ঘটে মূল ঘটনা। গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের ধারণা, 'জরুরী অবস্থা এরপর ২০ পৃষ্ঠায়

২৩ জনকে শিকল পড়িয়ে বাংলাদেশে ফেরত

আজকাল রিপোর্ট

অবৈধভাবে বসবাসের অভিযোগে আরও ২৩ বাংলাদেশিকে দেশে ফেরত পাঠিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। গতকাল বৃহস্পতিবার স্থানীয় সময় সকাল ১১টার দিকে একটি বিশেষ ফ্লাইটে শিকল পড়া অবস্থায় তারা ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌছায় বলে জানা গেছে। ফেরত পাঠানো ২৩ জনের মধ্যে ১৩ জন নোয়াখালীর এবং তিনজন সিলেটের বাসিন্দা। বাকিরা কক্সবাজার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, মুন্সীগঞ্জ, কুমিল্লা, লক্ষ্মীপুর, ঢাকা ও অন্যান্য জেলার বাসিন্দা। বিমানবন্দরে এরপর ২০ পৃষ্ঠায়

অবৈধ অভিবাসীদের বিমানে ভ্রমণ নয় : আইস করছে গ্রেফতার

আজকাল রিপোর্ট

যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বিমানবন্দরে ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও দেশে অবস্থান করা অভিবাসীদের গ্রেফতার শুরু করেছে আইস। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের নতুন অভিবাসন নীতির অংশ হিসেবে এই অভিযান চালানো হচ্ছে।

ডিপার্টমেন্ট অব হোমল্যান্ড সিকিউরিটির (ডিএইচএস) নথির বরাত দিয়ে এবিসি নিউজ জানিয়েছে, ইতোমধ্যে এক ডজনের বেশি দেশের অন্তত ২৭ জন বিদেশি নাগরিককে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বিমানবন্দরে ভ্রমণের সময় গ্রেফতার করা হয়েছে।

ডিএইচএস এক বিবৃতিতে জানায়, "বাইডেন প্রশাসনের সেই নীতি বাতিল করা হয়েছে, যার ফলে অবৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্রে থাকা বিদেশিরা দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে নির্বিঘ্নে বিমান ভ্রমণ করতে পারতেন। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের প্রশাসন আর তা মেনে নেবে না।" সংস্থাটি আরও জানায়, এরপর ২০ পৃষ্ঠায়

প্রধানমন্ত্রী তারেক জিয়া নিউইয়র্কে আসছেন সেপ্টেম্বরে

আজকাল রিপোর্ট

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশনে যোগ দিতে আগামী সেপ্টেম্বরে নিউইয়র্ক সফরে আসছেন বাংলাদেশের এরপর ২০ পৃষ্ঠায়

সাউথ এশিয়ান প্যারেডের প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত

আজকাল রিপোর্ট

নিউইয়র্কে প্রথম বারের মতো আগামী ৯ আগস্ট রোববার অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে সাউথ এশিয়ান ইউনিটি প্যারেড। এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সম্প্রীতির বন্ধন বাড়াতে নেয়া এ প্যারেড সফল করতে এক প্রস্তুতি সভা গত ২৯ জুলাই জ্যাকসন হাইটসের গোল্ডেন এজ হোম কেয়ারের অফিসে অনুষ্ঠিত এরপর ২০ পৃষ্ঠায়

বৈপরীত্যে মুখোমুখি '৩৬ জুলাই'

বিশেষ প্রতিনিধি

অভ্যুত্থানের দুই বছর পার হতে না হতেই বাংলাদেশ আজ এক অস্বস্তিকর বৈপরীত্যে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি '৩৬ জুলাই'। যদিও সরকারের এরপর ২২ পৃষ্ঠায়

ভারতের প্রতিবেদন : হাসিনা ফেরত পর্যালোচনায়

বিএনপি'র বিজয় ও তারেকের প্রধানমন্ত্রীত্ব ইতিবাচক

আজকাল রিপোর্ট

নির্বাচনে বিপুল ভোটে বিএনপি'র বিজয় এবং প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তারেক রহমানের দায়িত্ব গ্রহণকে ইতিবাচক হিসেবে নিয়েছে ভারত। এটিকে দুই দেশের সম্পর্ক এগিয়ে নেয়ার সুযোগ হিসেবে দেখছে দেশটি। তবে উদ্বেগ রয়েছে বাংলাদেশে চীনে ক্রম বর্ধমান উপস্থিতি নিয়ে। ভারতের পররাষ্ট্র বিষয়ক সংসদীয় কমিটি এক প্রতিবেদনে এমন মূল্যায়ন করেছে। গত বৃহস্পতিবার দেশটির লোকসভা ও রাজ্যসভায় ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের ভবিষ্যৎ শীর্ষক এই প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করা হয়।

এতে নবনির্বাচিত সরকার, সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভারতে অবস্থান, এবং এরপর ২০ পৃষ্ঠায়

ট্রাম্পের দূতের ব্যস্ততা ঢাকায়

মাসুদ করিম, *ঢাকা থেকে*

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক বিশেষ দূত সার্জিও গোরের সফর নতুন এক বার্তা নিয়ে এলো। তিনি ঢাকায় নামতেই বাংলাদেশের ওপর জারি থাকা যুক্তরাষ্ট্রের এরপর ২০ পৃষ্ঠায়

এক্সিডেন্ট কেইসেস
ও
মেডিকেল ম্যালপ্র্যাক্টিস
বিনামুল্যে পরামর্শ
এটর্নি বাসায় ও হাসপাতালে নিয়ে যাবে
Call : +1(866) 664 6529
For appointments only

Computer Support/Job?
ডাটা রিকভারি, নেটওয়ার্কিং, AI সফটওয়্যার
ট্যাক্স কোর্স ও কম্পিউটারের চাকুরী
২৫ বছরের অভিজ্ঞ প্রফেশনালদের পরামর্শ ও সহায়তা নিন।
(929) 665 2500
Tired of Driving? Get office Job

এসাইলাম সেন্টার/স্টপ ডিপোর্টেশন
আমেরিকায় গ্রীনকার্ড / বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন
রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক বৈষম্যের প্রেক্ষিতে নিপীড়ন,নাগরিক অথবা মানবধিকার লঙ্ঘণের প্রেক্ষিতে একটি এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।
কেন আমাদের কাছে আসবেন
★ আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্ত্বর যোগাযোগ করুন।
★ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসাবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দুরূহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপির সর্বাধিক কেইস আমরাই জয়লাভ করেছি।)
★ ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন।
★ আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
★ ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ডিভোর্স/ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি।
★ দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকা ATTORNEY-দের সাহায্য নিয়ে এই দেশে আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
কেন আমরা অন্যদের চেয়ে আলাদা
আমেরিকার ৫০টি স্টেটে সফলতার সাথে ইমিগ্রেশন মামলা পরিচালনা করি
লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি
আপনার আইনী সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়
৩৭-৪৮ ৭২ স্ট্রীট, ২য় তলা, জ্যাকসন হাইটস্, নিউইয়র্ক ১১৩৭২
ই-মেইল: legalnetwork.us@gmail.com
ফোন: 917-722-1405 or 718-524-9777
All of our services are provided bz third-party professionals
Visit us : www.legalnetworkusa.com

BISMILLAH
HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
১০টি কালার (কালার চিকেন) চিকেন কিনলে ২টি ফ্রি
(অথবা ৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি
এখানে বাংলাদেশের সব ধরণের মাছ পাওয়া যায় ৩টি হার্ড চিকেন $20.99
নিউইয়র্ক শরীয়াহ বোর্ড অনুমোদিত SBNY
37-15 55th St. Woodside NY-11377. Phone: 718.205.7200
We accept all major credit cards
ফ্রি ডেলিভারী

সরকারী অনুদানে বাসা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অত্যাধুনিক হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন লাগাতে চান?
GREE MECHANICAL YONKERS
সরকারী অনুদানে $8000-$10000 ডলার।
বিস্তারিত জানতে কল করুন
914-222-9477, 914-989-0089
Gree Mechanical Yonkers
1900 Central Park Ave,Yonkers NY 10710
তোফায়েল চৌধুরী

RAJIB AHMED
PRESIDENT & CEO
LICENSED REAL ESTATE EXPERT
MEGA insurance BROKERAGE
TLC UBER, LYFT, YELLOWCAB, BLACK CAR
ইন্স্যুরেন্সের জন্য নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
আমরা দিচ্ছি ফ্রি কোটেশন সুবিধা
TAXI-LIMOUSINE INSURANCE EXPERT
WE OFFER DMV/TLC SERVICES & CLAIMS
Uber lyft NYC TAXI
DIRECT: 718-730-5290 OFFICE: 212-721-0001
32-47 57TH ST, WOODSIDE, NY 11377

MORTGAGE MORTGAGE MORTGAGE
PURCHASE OR REFINANCE
Call Nasir Today
TO SEE IF YOU CAN GET PRE APPROVED
917-400-5728
Nasiruddin M Laskar
NMLS ID 1312055

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
NEW YORK SENIOR
ADULT DAYCARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার
WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT
healthfirst
Health Insurance for New Yorkers
elderplan
a participating agency of MJHS Health System
Anthem
Hamaspik
MANAGED CARE
RiverSpring Living
MetroPlus Health
SWH
Senior Whole Health
SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO
FUHAD HUSSAIN
CCO
MOHAMMAD ZAHID ALAM
CFO
• We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
A SISTER CONCERN OF
SHAH NAWAZ GROUP
সর্বোচ্চ সেবার
নিশ্চয়তা
CALL US NOW:
718-516-3425
SNG
SHAH NAWAZ GROUP
Design by: ihopeprint.com, 929-536-7903
CONTACT US:
Off: 718-516-3424
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
86-11 101 Avenue,
Ozone Park, NY 11416

নেসরিন মালিক-এর কলাম বিশ্ব এখন ট্রাম্পের যুদ্ধের ভুক্তভোগী
০৫ পৃষ্ঠায়

মাসুদ কামাল-এর কলাম জলীয় চরিত্রের রাষ্ট্রপতির প্রত্যাশিত বিদায়
১০ পৃষ্ঠায়

ইলিয়াস হোসেন-এর কলাম কেউ বাঁচে না গালি থেকে
০৭ পৃষ্ঠায়

সাপ্তাহিক আজকাল
Friday, 31 July 2026, Issue 933, www.ajkalusa.com

জাতিসংঘে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ফ্রান্সের তীব্র সমালোচনা

আজকাল রিপোর্ট

জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে ফ্রান্সের সমালোচনার জেরে সভা ত্যাগ করেন মার্কিন কূটনীতিকরা। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্পের আমলে যুক্তরাষ্ট্রের মানবাধিকার রেকর্ড নিয়ে ফ্রান্স প্রশ্ন তোলার পর এ ঘটনা ঘটে। ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ সংক্রান্ত এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে ফরাসি প্রতিনিধিদের বক্তব্য চলাকালে মার্কিন প্রতিনিধিরা সরাসরি ওয়াকআউট করেন। এ খবর দিয়েছে অনলাইন গার্ডিয়ান।

জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক প্রধান ভলকার তুর্কের পুনর্নিয়োগ বিরোধিতা নিয়ে মূল বিতর্কের সূত্রপাত হয়। ট্রাম্প প্রশাসন সম্প্রতি তুর্কের পুনর্নিয়োগের তীব্র বিরোধিতা করেছিল। এর জবাবে জাতিসংঘে নিযুক্ত ফরাসি মিশন সামাজিক মাধ্যমে মন্তব্য করে, যুক্তরাষ্ট্র একসময় মানবাধিকারের প্রতীক ছিল, কিন্তু এখন আর তা নেই। তারা আরও উল্লেখ করে, উত্তর কোরিয়া, রাশিয়া ও নিকারাগুয়ার মতো দেশগুলোর সারিতে গিয়ে যুক্তরাষ্ট্র এখন বিশ্বমঞ্চে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।

ফরাসিদের এমন মন্তব্যের কড়া জবাব দিয়েছেন জাতিসংঘে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত মাইক ওয়াল্টজ। তিনি ফ্রান্সের অবস্থানকে হতাশাজনক বলে আখ্যা দেন। অন্যদিকে নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে যুক্তরাষ্ট্রের উপ-রাষ্ট্রদূত ড্যান নেগ্রিয়া বলেন, যুক্তরাষ্ট্র এখনও বিশ্বের স্বাধীনতার প্রতীক হিসেবে কাজ করছে। ফ্রান্স তার অপমানজনক বক্তব্য প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত তাদের কোনো রাজনৈতিক ভাষণ শুনবে না বলে তিনি সাফ জানিয়ে দেন।

এরপর ২৮ পৃষ্ঠায়

প্রগ্রেসিভ ফোরামের সমসাময়িক বাংলাদেশ বিষয়ক সেমিনার

আজকাল ডেস্ক

প্রগ্রেসিভ ফোরাম ইউএসএ'র উদ্যোগে 'সাম্প্রতিক বিশ্ব ভাবনা ও সমসাময়িক বাংলাদেশ' শীর্ষক একটি সেমিনার গত ২৪ জুলাই নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের জুইস সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে মূল প্রবন্ধে পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র, সাংস্কৃতিক আধিপত্য, বৈচিত্র্য এবং সমাজে ধর্মীয় উগ্রবাদ ও মৌলবাদের ভূমিকা নিয়ে উপস্থাপন করেন ডা. শাহীন রহমান। তিনি তিনি বলেন, ধর্মীয় উগ্রবাদ ও মৌলবাদ সমাজ, রাষ্ট্র এবং বৈশ্বিক পর্যায়ে মানবিক সম্প্রীতি,

এরপর ১৪ পৃষ্ঠায়

এস্টোরিয়া ফ্রেন্ডস সোসাইটির নতুন কমিটি গঠন

আজকাল রিপোর্ট

এস্টোরিয়ার বাংলাদেশিদের সামাজিক সংগঠন এস্টোরিয়া ফ্রেন্ডস সোসাইটি ইনক'র (২০২৬-২০২৭) নতুন কমিটি গঠিত হয়েছে। গত ২৬ জুলাই এস্টোরিয়ার বৈশাখী রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত সাধারণ সভায় আজহারুল ইসহাক খোকাকে সভাপতি, আলহাজ্ব মনিরুল ইসলাম সিনিয়র সহসভাপতি এবং ফেরদৌস আলম ভুঁইয়াকে সাধারণ সম্পাদক করে ২১ সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়।

অন্য কোন প্যানেল না থাকায় প্রধান নির্বাচন

এরপর ৫৬ পৃষ্ঠায়

জাতিসংঘ বাংলাদেশের 'শান্তি ও সহাবস্থানের সংস্কৃতি' প্রস্তাব গ্রহণ

আজকাল রিপোর্ট

সংলাপ, সহনশীলতা, সংহতি ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের প্রতি বৈশ্বিক অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করে বাংলাদেশের উত্থাপিত 'শান্তি ও সহাবস্থানের সংস্কৃতি বিষয়ক ঘোষণা ও কর্মসূচির বাস্তবায়নের অগ্রগতি' শীর্ষক প্রস্তাব গ্রহণ করেছে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ। গত ২৪ জুলাই সাধারণ পরিষদের এক বৈঠকে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়।

প্রস্তাবটি উপস্থাপনকালে জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত সালাহউদ্দিন নোমান চৌধুরী বলেন, শান্তিপূর্ণ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সহনশীল সমাজ গড়ে তুলতে অব্যাহত সংলাপ, পারস্পরিক বোঝাপড়া, বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং জাতিসংঘ সনদের নীতিমালার প্রতি দৃঢ় অঙ্গীকার অপরিহার্য।

এরপর ৫৬ পৃষ্ঠায়

নিউ জার্সিতে বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটির বনভোজন অনুষ্ঠিত

আজকাল রিপোর্ট

'বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটি অব নিউ জার্সি'র বনভোজন ২৮ জুলাই বেল প্লেইন স্টেট ফরেস্টে আয়োজন করা হয়। প্রবাসে পারস্পরিক সম্প্রীতি বৃদ্ধির লক্ষ্যে আয়োজিত এই প্রাণবন্ত বনভোজন বাংলাদেশীদের মিলনমেলায় পরিণত হয়। অনুকূল আবহাওয়ায় প্রবাসী বাংলাদেশি, তাদের পরিবার-পরিজন ও কমিউনিটির বিশিষ্টজনেরা অংশ নেন এই বনভোজনে। সকালের নরম রোদ, দুপুরের উষ্ণতা আর বিকেলের স্নিগ্ধতায় দিনটি হয়ে ওঠে স্মরণীয়। শহরের কোলাহল, ব্যস্ততা আর কংক্রিটের দেয়ালের গণ্ডি পেরিয়ে প্রবাসী বাংলাদেশিরা

এরপর ৩৬ পৃষ্ঠায়

মিশিগানে ১৭ তম প্রবাসীদের প্রাণবন্ত মিলনমেলা

আজকাল রিপোর্ট

বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব মিশিগান (বাম)-এর উদ্যোগে মিশিগানে দুই দিনব্যাপী ১৭তম 'বাংলাদেশি আমেরিকান ফ্যাস্টিভ্যাল' গত ২৫ ও ২৬ জুলাই ওয়ারেন সিটি স্কয়ারে আয়োজিত হয়। এ উৎসবে মিশিগানের বিভিন্ন শহর থেকে বিপুলসংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশি এতে অংশ নেন। হাজারো বাংলাদেশির সমাগমে অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজনে প্রবাসের অন্যতম বৃহত্তম ফেস্টিবলের মধ্যে অন্যতম হিসেবেই বিবেচিত।

উৎসবে বাংলাদেশ ও উত্তর আমেরিকার জনপ্রিয় শিল্পীদের অংশগ্রহণ দর্শকদের বাড়তি আকর্ষণ যোগ করে। ছিল র‍্যাফেল ড্র, যার প্রথম পুরস্কার ছিল একটি গাড়ি। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নৃত্য, গান এবং দেশীয় আড্ডার

এরপর ৩৬ পৃষ্ঠায়

প্রেসিডেন্সিয়াল ন্যাশনাল সার্ভিস অনার অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত শাহাব উদ্দিন সাগর

আজকাল রিপোর্ট

যুক্তরাষ্ট্রে কমিউনিটি সেবায় অবদান রাখার জন্য প্রেসিডেন্সিয়াল ন্যাশনাল সার্ভিস অনার এওয়ার্ড পেয়েছেন সাপ্তাহিক নবযুগ সম্পাদক শাহাব উদ্দিন সাগর। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্সিয়াল অ্যাওয়ার্ড প্রদানের ক্ষমতাপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন হ্যান্ডস অফ হোপ কমিউনিটি আউটরিচ গত ২৫ জুলাই, রোববার, সন্ধ্যায় জমকালো এক অনুষ্ঠানে সাংবাদিক শাহাব উদ্দিন সাগরের হাতে এই এওয়ার্ড তুলে দেন সংস্থার অন্যতম প্রধান চ্যাপ্লেন কিম থমাস।

'ন্যাশনাল সার্ভিস অনার' হলো স্বেচ্ছাসেবকদের স্বীকৃতি

এরপর ২২ পৃষ্ঠায়

GEHI & ASSOCIATES
Attorneys and Counselors at Law
www.gehilaw.com
JACKSON HEIGHTS OFFICE
ফ্রি কনসালটেশন
74-09-37th Ave, Suite:205, Jackson Heights, NY-11372. TEL: 718-263-5999
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417 TEL: 718-577-0711
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432 TEL: 718-764-6911

Naresh Gehi, Esq.

ইমিগ্রেশন ব্যাংক্র্যাপসি ক্রেডিট কার্ড মেটার ডিভোর্স চাইল্ড কাস্টডি চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন সিটিজেনশিপ সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং।

- Do you want apply for a green card?
- Are you being deported?
- Are you having credit card problems?
- Are you unable to pay your debts?
- Has your bank account been sealed?
- Are you getting harrassed by creditors?

IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.

ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTHING TO THEIR CREDITORS. PRIOR RESULTS DO NOT GUARANTEE FUTURE OUTCOME.

আমরা ৭ দিন খোলা
We are open 7 days

Call: 718-263-5999

• তুলনামূলকভাবে কম ফি • সন্ধ্যা এবং সপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

আমাদের রয়েছে বাঙালি স্টাফ, আমরা বাংলায় কথা বলি।

Asif Mortuza

NY INSURANCE BROKERAGE INC

আপনি কি TLC প্লেট নিতে চান??

NY INSURANCE দিচ্ছে আপনাকে সেই সুযোগ

যারা কোভিড-১৯ কালিন সময়ে (মার্চ ৭, ২০২০ থেকে সেপ্টেম্বর ১২, ২০২২) প্লেট সারেন্ডার করেছেন কিন্তু নতুন করে প্লেট নেন নি, তাদের জন্য টিএলসি নতুন করে প্লেট দিচ্ছে।

এই সুযোগ গ্রহন করতে চাইলে NY INSURANCE-এ দ্রুত যোগাযোগ করুণ

Design & Print by: ihopeprint.com, 929-538-7903

CONTACT US:

SCAN ME

718-476-2025

71-16 35th Avenue, Jackson Heights, NY 11372

office@nyinsuranceb.com www.nyinsurancebrokerage.us

সম্পাদকীয়

মৃদু বাতাসে উড়ছে শাড়ির আঁচল

একটি সমাজ সাংস্কৃতিকভাবে কতটা উন্নত, সমৃদ্ধ ও রুচিশীল তা বোঝা যায় সেখানকার মানুষের সামগ্রিক বিচার, বিবেচনাবোধের ওপর। সেই বিবেচনাবোধ বা বিচারের মানদণ্ড যদি হয় কোনো নারীর পোশাক, তবে তা যে পিছিয়ে পড়া এবং কোনো বিচারেই তা আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি নয়, তা বলাই বাহুল্য। অতি সম্প্রতি দেশের একজন নারী শিক্ষককে নিয়ে দেশব্যাপী তীব্র আলোচনা-সমালোচনার ও প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে, তা সমাজের দুটো দিক স্পষ্টভাবে উন্মোচিত হয়েছে। একটা নারীর প্রতি সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি এবং আরেকটা এর বিপরীত। একটা নেতিবাচক, আরেকটা অবশ্যই ইতিবাচক ও আশাব্যঞ্জক।

> আমরা মনে করি, একবিংশ শতাব্দীর এ আধুনিক সময়ে রাষ্ট্রের কোনো নাগরিককে সংকীর্ণ দৃষ্টিতে দেখার অবকাশ নেই। স্মরণে রাখতে হবে, বাংলাদেশের ইতিহাসে মহান মুক্তিযুদ্ধসহ যত গণআন্দোলন সংঘটিত হয়েছে, প্রতিটির মূল চেতনা ছিল বৈষম্যহীন, স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন; প্রত্যেক নাগরিকের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা। সেই সমাজে একজন মানুষকে 'নারী'র তকমা বা 'নারী' হওয়ার অজুহাতে তার অধিকার খর্বের চেষ্টা মঙ্গলজনক নয়। সুতরাং ব্যক্তিগত পছন্দ ও স্বাধীনতা ব্যক্তিগত হিসেবে বিবেচনাই সমীচীন। অবশ্য এ দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন সহজ নয়। এ জন্য দরকার উপযুক্ত শিক্ষা ও পরিবেশ। প্রয়োজন মনের বিশুদ্ধ বিকাশ। তাহলেই বদলাবে দৃষ্টি

নারী শিক্ষকের নাম বিউটি রানী পাল। তিনি সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলার পিটাইটিকর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। শিক্ষকতায় অবদানের জন্য তিনি এর আগে শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের মর্যাদাও পেয়েছেন। তার একটি রিল ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে তুমুল আলোচনার জন্ম দেয়। ভিডিওতে দেখা যায়, মৃদু বাতাসে উড়ছে তার শাড়ির আঁচল। তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে ধীরলয়ে নাচছেন বিউটি পাল। সে নাচের ভিডিওর সঙ্গে জনপ্রিয় বাংলা গান-'শ্রাবণের মেঘগুলো জড়ো হলো আকাশে' বাজছে। ভিডিওটি ছড়িয়ে পড়ার পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অসংখ্য ব্যবহারকারী নেতিবাচক মন্তব্য করেন। শুরু হয় কুৎসিত ট্রল। জানা যায়, গত বৃহস্পতিবার ভিডিওটি ভাইরাল হলে তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি ওঠে। এমন পরিস্থিতিতে বিউটি পাল ভিডিওটি সরিয়েও নেন। তার অপরাধ কী? সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ওঠা অভিযোগগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, একজন শিক্ষিকা হয়ে তিনি কি এভাবে প্রকাশ্যে নাচগান করতে পারেন? তার এমন আচরণ কি অশালীন নয়? অবশ্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে যারা এ নারীর প্রতি তাদের বিষোদগার উগরে দিয়েছেন, সেখানে তারা কোনো প্রশ্নের অবকাশ রাখেননি। তারা আরও এক কাঠি এগিয়ে! অর্থাৎ তারা নিজেরাই রায় প্রদান করেছেন, সেগুলো অশ্রাব্য ভাষায়। তবে অপর একটি চিত্রও আছে। সেটা অত্যন্ত ইতিবাচক। সামাজিকভাবেই এই নোংরা প্রবণতা প্রতিহত হয়েছে। নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ এটিকে সাইবার বুলিং হিসেবে বিবেচনা করে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। ভুক্তভোগী নারী শিক্ষকের পাশে দাঁড়িয়েছেন অসংখ্য মানুষ। এর প্রতিবাদে তারা অনেক ইতিবাচক ভিডিও এবং রিল বানিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট দিয়েছেন। তাদের ভাষ্য, এটি হচ্ছে একজন মানুষ হিসেবে তার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, যে অধিকার ভোগ করবার পূর্ণ অধিকার তার আছে। দ্বিতীয়ত, একটি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক হিসেবে যে অশালীনতা ও অনৈতিকতার অভিযোগ আনা হয়েছে, তাও সঠিক নয়। কারণ তিনি যথেষ্ট শালীন উপায়েই ছিলেন। আরও ইতিবাচক দিক হচ্ছে, সরকারের সংশ্লিষ্টজনদের সুবিবেচনাপ্রসূত প্রতিক্রিয়া। অর্থাৎ এই নারীবিদ্বেষী মৌলবাদী প্রচারণার কাছে সরকারের পক্ষ থেকে নতি স্বীকার না করা। এই কারণে সরকার সংশ্লিষ্টদের আমরা সাধুবাদ জানাই। কেননা, অতীতে এরকম বিষয়ে সরকারের পক্ষ থেকে ভিন্ন আচরণের নজির রয়েছে অহরহ, যা অনাকাঙ্ক্ষিত।

আমরা মনে করি, একবিংশ শতাব্দীর এ আধুনিক সময়ে রাষ্ট্রের কোনো নাগরিককে সংকীর্ণ দৃষ্টিতে দেখার অবকাশ নেই। স্মরণে রাখতে হবে, বাংলাদেশের ইতিহাসে মহান মুক্তিযুদ্ধসহ যত গণআন্দোলন সংঘটিত হয়েছে, প্রতিটির মূল চেতনা ছিল বৈষম্যহীন, স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন; প্রত্যেক নাগরিকের এরপর ২৭ পৃষ্ঠায়

বিশ্ব এখন ট্রাম্পের যুদ্ধের ভুক্তভোগী

নেসরিন মালিক

গত কয়েক দিনে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান যেভাবে পাল্টাপাল্টি হামলা চালিয়েছে, তা দেখে যে কারও মনে হতে পারে ইসলামাবাদ সমঝোতা আরেকটি বুঝি অনেক আগের ঘটনা। অথচ সেটি সই হয়েছে মাত্র গত মাসে। ওই সমঝোতার মাধ্যমে যুদ্ধ শেষ করার প্রক্রিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছিল। একই সঙ্গে চূড়ান্ত চুক্তির শর্ত নিয়ে আলোচনার জন্য ৬০ দিনের সময় নির্ধারণ করা হয়েছিল। কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যেই এত হুমকি, এত বড় বড় কথা, এত হামলা এবং এত পিছু হটার ঘটনা ঘটেছে যে, মনে হয় এই যুদ্ধ যেন কয়েক দফা শুরু হয়েছে, আবার কয়েক দফা শেষও হয়েছে। পুরো যুদ্ধের বয়স এখনো মাত্র পাঁচ মাস। তবু এটি এমন এক বাস্তবতায় পরিণত হয়েছে, যা মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অংশ হয়ে গেছে। এখন সবকিছু যেন একই নাটকের পুনরাবৃত্তি। এক দৃশ্যের সঙ্গে আরেক দৃশ্যের তেমন পার্থক্য নেই। খুব মনোযোগ দিয়ে না দেখলে এই পরিবর্তন ধরা পড়ে না।

একবার বলা হয়, যুদ্ধ শেষ। পরক্ষণেই বলা হয়, যুদ্ধ সবচেয়ে ভয়াবহ পর্যায়ে পৌঁছেছে। একবার বলা হয়, ইরানিরা সাহসী জাতি। আবার বলা হয়, তারা নিকৃষ্ট, বিশেষ করে তাদের নেতারা। কখনো শোনা যায়, ইরান যুদ্ধবিরতি চায় না। আবার কিছুক্ষণ পর বলা হয়, তারাই নাকি যুদ্ধবিরতির জন্য আকুল হয়ে আছে। কখনো বলা হয়, হরমুজ প্রণালি খোলা আছে। আবার বলা হয়, সেটি বন্ধ। তারপর বলা হয়, আংশিকভাবে খোলা। এখন পরিস্থিতি কোথায় দাঁড়িয়ে আছে, সেটি সংক্ষেপে বলা যাক। যে যুদ্ধ কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই শেষ হওয়ার কথা ছিল, সেটি এখন ষষ্ঠ মাসে প্রবেশ করেছে। যুক্তরাষ্ট্র ইরানের ওপর বিমান হামলা আরও বাড়িয়েছে। তারা একে বলছে বড় ধরনের সামরিক শাস্তি। জবাবে ইরান আবারও এই অঞ্চলে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ঘাঁটিগুলোতে হামলা চালিয়েছে। হুতিরাও আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ নৌপথ অবরোধের দাবি করেছে। ফলে যুদ্ধ এখন শুধু উপসাগরে সীমাবদ্ধ নেই। এটি লোহিত সাগর পর্যন্ত ছড়িয়েছে। ডোনাল্ড ট্রাম্প এখন আর সহজে এই যুদ্ধ থেকে বের হতে পারছেন না। ইরান বুঝে গেছে, হরমুজ প্রণালির নিয়ন্ত্রণ তাদের একটি শক্তিশালী কূটনৈতিক ও সামরিক হাতিয়ার। এই সুবিধা ইরানের হাতে থাকা অবস্থায় ট্রাম্প যুদ্ধ শেষ করতে পারবেন না। আবার এই সুবিধা ছাড়া ইরানও যুদ্ধ শেষ করতে রাজি হবে না।

> ইরানের যুদ্ধ এই বাস্তবতার সবচেয়ে বিপজ্জনক প্রকাশ। কাল্পনিক সাফল্যের গল্প শোনা গেছে। শেষ ও চূড়ান্ত সামরিক আঘাতের হুমকিও এসেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেসবের জায়গায় এসেছে এক শীতল বাস্তবতা। একটি ভয়াবহ ব্যয়বহুল যুদ্ধ প্রতিদিন বিশ্বের ভূরাজনীতি বদলে দিচ্ছে। বদলে দিচ্ছে রাষ্ট্রের বাজেট। বদলে দিচ্ছে সাধারণ পরিবারের হিসাবও। আর সেটিই আবার নতুন স্বাভাবিক বাস্তবতা হয়ে উঠেছে। ট্রাম্প এখন এক অচল অবস্থায় আটকে গেছেন। শান্তির যে মূল্য দিতে হবে, তা তিনি মেনে নিতে পারছেন না। কিন্তু সেই মূল্য পরিশোধ করতে হচ্ছে পৃথিবীর অন্য সবাইকে

যুদ্ধের আগের অবস্থায় ফিরে গিয়ে ট্রাম্প সেনা প্রত্যাহার করতে পারবেন না। তাতে তার জন্য কোনো রাজনৈতিক সাফল্য থাকবে না। আবার তিনি পুরো শক্তি নিয়েও যুদ্ধে নামতে পারবেন না। স্থলবাহিনী পাঠানোর মানে হলো দীর্ঘ ও রক্তক্ষয়ী অভিযান। এতে বহু মানুষের প্রাণ যাবে। এরই মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের ১৮ জন সেনা নিহত হয়েছে। এই সংখ্যা কম দেখানোর চেষ্টা করছে পেন্টাগন। এতে যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে।

এরপর কী হবে? এখন সামনে আছে ডুবে যাওয়া বিনিয়োগের সেই পুরোনো যুক্তি। আরও অর্থ ঢালা হবে। এই যুদ্ধের মধ্যে ঠেলে দেওয়া হবে আরও মানুষকে। যুদ্ধটি এখন এক গভীর কাদায় পরিণত হয়েছে। এই যুদ্ধে এখন পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় ৪০ বিলিয়ন ডলার ব্যয় হয়েছে। পেন্টাগন আরও ৬৭ বিলিয়ন ডলার চেয়েছে। নতুন অর্থবছরের জন্য হোয়াইট হাউস কংগ্রেসের কাছে ১ দশমিক ৫ ট্রিলিয়ন ডলারের বিশাল বাজেট চেয়েছে। এই বিপুল ব্যয়ের প্রভাব যুক্তরাষ্ট্রের ভেতরেই পড়বে। দেশের সামাজিক খাতে ব্যয় কমে যাবে। চলতি বছরের শুরুতে ট্রাম্প বলেছেন, 'আমরা যুদ্ধ করছি। তাই শিশুদের ডে কেয়ার, মেডিকেইড বা মেডিকেয়ারের মতো খাতে খরচ করা সম্ভব নয়। আমাদের একটি বিষয়েই মনোযোগ দিতে হবে। সেটি হলো সামরিক নিরাপত্তা।'

কিন্তু কীসের জন্য এই সামরিক নিরাপত্তা? এই যুদ্ধ তো যুক্তরাষ্ট্র নিজেই শুরু করেছে। কেউ তাদের এমন যুদ্ধ করতে বলেনি। এটি আত্মরক্ষার যুদ্ধও নয়। এটি পরিচালনা করছে এমন একটি গোষ্ঠী, যারা দাদাগিরি আর তোষামোদেই বেশি অভ্যস্ত। ট্রাম্পের এরপর ২২ পৃষ্ঠায়

অদৃশ্য বিষের থাবায় বাংলাদেশ: তেল, চিনি, টুথপেস্টের পর আর কী?

নিয়াজ মাহমুদ

একসময় আমরা ভয় পেতাম ভেজালকে। পরে ভয় পেয়েছি ফরমালিন, মেলামাইন, বিষাক্ত রং, সিসা ও কীটনাশকের অবশিষ্টাংশকে। এখন সেই তালিকায় যুক্ত হয়েছে এমন এক দূষক, যাকে চোখে দেখা যায় না, স্বাদে বোঝা যায় না, কিন্তু প্রতিদিন আমাদের শরীরে প্রবেশ করছে মাইক্রোপ্লাস্টিক। এটি আর কল্পনা নয়; এটি গবেষণায় প্রমাণিত বাস্তবতা।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (জাবি) ও বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালসের (বিইউপি) যৌথ গবেষণায় রাজধানীর বাজার থেকে সংগ্রহ করা সয়াবিন তেলে প্রতি লিটারে গড়ে ৫৩ হাজার ৯২২টি মাইক্রোপ্লাস্টিক কণা শনাক্ত হয়েছে। বোতলজাত তেলের চেয়ে খোলা তেলে দূষণ অন্তত ১.২৪ গুণ বেশি। এর কিছুদিন আগে পরিবেশ ও সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা (ইএসডিও) বাংলাদেশের বাজারে বিক্রি হওয়া অধিকাংশ টুথপেস্টে মাইক্রোপ্লাস্টিকের উপস্থিতি শনাক্ত করেছিল। সর্বশেষ Journal of Food Composition and Analysis-এ প্রকাশিত গবেষণায় দেখা গেল, দেশের বাজারে বিক্রি হওয়া চিনির ৯৫ শতাংশ নমুনায় মাইক্রোপ্লাস্টিক রয়েছে।

একটি গবেষণা ভুল হতে পারে। দুটি গবেষণায় প্রশ্ন উঠতে পারে। কিন্তু যখন একই দেশে ভিন্ন ভিন্ন গবেষণা, ভিন্ন ভিন্ন খাদ্যপণ্যে একই ধরনের দূষণের চিত্র তুলে ধরে, তখন সেটিকে আর বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তখন সেটি একটি জনস্বাস্থ্য সতর্কবার্তা। বিশ্বও একই সতর্কবার্তা শুনছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে, মানুষ খাদ্য, পানি ও বাতাসের মাধ্যমে নিয়মিত মাইক্রোপ্লাস্টিক গ্রহণ করছে। দীর্ঘমেয়াদি স্বাস্থ্যপ্রভাব নিয়ে এখনো গবেষণা চললেও বিষয়টি জনস্বাস্থ্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ উদ্বেগ। European Food Safety Authority (EFSA) বহু বছর ধরে খাদ্যে মাইক্রোপ্লাস্টিকের ঝুঁকি মূল্যায়ন করছে। European Chemicals Agency (ECHA) প্রসাধনীসহ বিভিন্ন পণ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যবহৃত মাইক্রোপ্লাস্টিকের ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্লাস্টিক কৌশল (European Strategy for Plastics) এবং Single-Use Plastics Directive-এর লক্ষ্যও একই প্লাস্টিকের উৎস কমানো, যাতে খাদ্য ও পরিবেশে এর বিস্তার কমে।

অর্থাৎ উন্নত বিশ্ব এখন প্রশ্ন করছে না, "মাইক্রোপ্লাস্টিক আছে কি?" তারা প্রশ্ন করছে, "কীভাবে এটি কমানো যায়?" বিজ্ঞানও দ্রুত এগোচ্ছে। ২০২২ সালে নেদারল্যান্ডসের গবেষকেরা প্রথমবার মানুষের রক্তে মাইক্রোপ্লাস্টিক শনাক্ত করেন। এরপর মানব প্লাসেন্টা, ফুসফুস, হৃদপেশি, এমনকি সাম্প্রতিক গবেষণায় মানব মস্তিষ্কেও মাইক্রোপ্লাস্টিকের উপস্থিতির তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। Nature Medicine-এ প্রকাশিত সাম্প্রতিক গবেষণা দেখিয়েছে, মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গে ন্যানোপ্লাস্টিক ও মাইক্রোপ্লাস্টিক জমা হতে পারে। যদিও এগুলো থেকে এখনই নির্দিষ্ট কোনো রোগের কারণ হিসেবে মাইক্রোপ্লাস্টিককে চূড়ান্তভাবে দায়ী করা যায় না, তবু বিজ্ঞানীরা একমত এই প্রবণতাকে অবহেলা করার সুযোগ নেই।

বাংলাদেশের গবেষণাগুলোর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো দূষণের উৎস সম্পর্কে ধারণা। তেলে শনাক্ত হয়েছে এলডিপিই, এইচডিপিই, পিপি, পিইটি, পলিইউরেথেন ও নাইলন। চিনিতে পাওয়া গেছে এবিএস, পিভিসি, পিইটি, পিটিএফই, এইচডিপিইসহ আরও কয়েক ধরনের পলিমার। এগুলো খাদ্যে এসেছে সম্ভবত উৎপাদন, পরিশোধন, প্লাস্টিকের পাইপ, কনভেয়ার বেল্ট, প্যাকেজিং, পরিবহন, সংরক্ষণ এবং বাজারজাতকরণের বিভিন্ন ধাপ থেকে। খোলা তেলে দূষণের মাত্রা বেশি হওয়ায় স্পষ্ট যে, আমাদের বাজার ব্যবস্থাপনাও এই সমস্যাকে বাড়িয়ে দিচ্ছে।

এই বাস্তবতায় সবচেয়ে উদ্বেগজনক বিষয় হলো, বাংলাদেশে খাদ্যে মাইক্রোপ্লাস্টিকের কোনো জাতীয় মানদণ্ড নেই। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ (বিএফএসএ), বিএসটিআই কিংবা সংশ্লিষ্ট কোনো নিয়ন্ত্রক সংস্থা এখনো নিয়মিতভাবে খাদ্যে মাইক্রোপ্লাস্টিক পরীক্ষা করে না। দেশে খাদ্য আমদানি, উৎপাদন কিংবা বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে এ বিষয়ে বাধ্যতামূলক কোনো পরীক্ষাও নেই। অথচ ইউরোপে REACH Regulation, EU Green Deal, Circular Economy Action Plan এবং প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার একাধিক নীতিমালা ইতোমধ্যে শিল্পকারখানাকে নতুন মানদণ্ডে নিয়ে গেছে। যুক্তরাষ্ট্রে Food and Drug Administration (FDA) এবং Environmental Protection Agency (EPA) মাইক্রোপ্লাস্টিক নিয়ে গবেষণা সম্প্রসারণ করছে। কানাডা ও অস্ট্রেলিয়াও জাতীয় পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ কর্মসূচি শুরু করেছে।

বাংলাদেশ কি সেই পথ অনুসরণ করবে?

আমাদের নীতিনির্ধারকদের সামনে এখন তিনটি বড় চ্যালেঞ্জ।

প্রথমত, খাদ্যে মাইক্রোপ্লাস্টিক পর্যবেক্ষণকে নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থার অংশ করতে হবে। দ্বিতীয়ত, খাদ্যশিল্পে আন্তর্জাতিক মানের ফিল্টার, এরপর ৪৩ পৃষ্ঠায়

> নাকি গবেষণা শুধু গবেষণাগারেই সীমাবদ্ধ থাকবে? খাদ্যে মাইক্রোপ্লাস্টিক হয়তো আমাদের চোখে পড়ে না। কিন্তু এর বিরুদ্ধে নীতিগত উদাসীনতা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চোখ এড়াবে না। উন্নত দেশগুলো যখন উৎসে দূষণ কমানোর লড়াই শুরু করেছে, তখন বাংলাদেশের সামনে দুটি পথ অপেক্ষা করা অথবা এখনই পদক্ষেপ নেওয়া। ইতিহাস বলে, জনস্বাস্থ্যের প্রশ্নে দেরি করার মূল্য সবসময়ই সবচেয়ে বেশি দিতে হয় সাধারণ মানুষকেই

Editor & Publisher : Shah Nawaz
Managing Editor : Rano Nawaz
City Editor : Anik Raj
General Manager : Abubakar Siddique

সম্পাদক ও প্রকাশক : শাহ্ নেওয়াজ
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক : রানো নেওয়াজ
সিটি এডিটর : অনিক রাজ
জেনারেল ম্যানেজার : আবুবকর সিদ্দিকী

Weekly Ajkal
71-16 35th Ave, Jackson Heights,
NY 11372, USA.
Ph: 646-267-7751, Fax: 718-865-9130
web: www.ajkalnewyork.com
e-mail: ajkalnews@gmail.com

সরকারি প্রতিষ্ঠানে বিএনপির লোকদের 'আত্মঘাতী' নিয়োগ

মনজুরুল ইসলাম

১১টি সরকারি প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ পদে এবং নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের অতিরিক্ত সচিব পদে বিএনপি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ নিয়ে নানা প্রশ্ন, বিতর্ক ও সমালোচনা তৈরি হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, প্রশাসনে দলীয়করণের ঝুঁকি তৈরি করায় এ ধরনের নিয়োগ 'উদ্বেগজনক'। এ রকম সিদ্ধান্ত সরকারি দল বিএনপির জন্য 'আত্মঘাতী' হতে পারে, এমন আশঙ্কার কথাও বলেছেন তাঁরা।

সদ্য নিয়োগ পাওয়া ১১ জনই বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটি বা সহযোগী সংগঠনের বর্তমান ও সাবেক নেতা। বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন করপোরেশনের চেয়ারম্যান পদে বিএনপির বন ও পরিবেশবিষয়ক সম্পাদক রাজশাহীর সাবেক মেয়র মোসাদ্দেক হোসেন বুলবুল; বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন করপোরেশনের (বিআইডব্লিউটিসি) চেয়ারম্যান পদে দলের সহধর্মবিষয়ক সম্পাদক আবদুল বারী এবং বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টের (বিসিসিটি) ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে দলের সহ-বন ও পরিবেশবিষয়ক সম্পাদক কাজী রওনাকুল ইসলাম নিয়োগ পেয়েছেন।

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে যুবদলের সাবেক কেন্দ্রীয় সহসভাপতি জাকির হোসেন এবং বাংলাদেশ জুট করপোরেশনের চেয়ারম্যান পদে বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য মামুন হাসানকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ শ্রমিককল্যাণ ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক করা হয়েছে সালাহউদ্দিন সরকারকে। তিনি জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যকরী সভাপতি।

বাংলাদেশ ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে বিএনপির আন্তর্জাতিক-বিষয়ক সম্পাদক মোহাম্মদ রাশেদুল হককে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের নির্বাহী সচিব পদে নিয়োগ পেয়েছেন যুবদলের সাবেক কেন্দ্রীয় সহসভাপতি মো. কামরুজ্জামান।

বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশনের চেয়ারম্যান পদে বিএনপির রংপুর বিভাগীয় সহসাংগঠনিক সম্পাদক আবদুল খালেক এবং বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্যশিল্প করপোরেশনের চেয়ারম্যান পদে দলের জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য শামসুজ্জামানকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশনের (বিসিক) চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ পেয়েছেন বেনজীর আহমেদ। তিনি বিএনপির ঢাকা বিভাগীয় সহসাংগঠনিক সম্পাদক।

নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের অতিরিক্ত সচিব পদে নিয়োগ পাওয়া মো. সামসুল আলমের দলীয় কোনো পদ না থাকলেও তিনি ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পূর্বে বিএনপির সংসদীয় আসন পুনর্বিন্যাস কমিটির সদস্য ছিলেন। (সংসদীয় আসনের নতুন সীমানা ইস্যুতে বিএনপির ৫ সদস্যের কমিটি, যুগান্তর, ৩ আগস্ট ২০২৫)

বিএনপির সূত্রগুলো জানিয়েছে, বিগত সরকারের সময়ে আন্দোলন-সংগ্রামে সক্রিয় ভূমিকা রাখা এসব নেতাদের অনেকেই ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলের মনোনয়নপ্রত্যাশী ছিলেন। কেউ মনোনয়ন পাননি, কাউকে দলের সিদ্ধান্তে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়াতে হয়েছিল। এখন তাঁদের এভাবে মূল্যায়ন করা হলো। (সরকারি প্রতিষ্ঠানে দলীয় নিয়োগ দিয়ে কী বার্তা দিচ্ছে সরকার, প্রথম আলো অনলাইন, ২৭ জুলাই ২০২৬)

সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮-এর ৪৯ ধারা সরকারকে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের ক্ষমতা দিয়েছে। তাই এ নিয়োগগুলোকে বেআইনি বলার সুযোগ নেই। কিন্তু আইনের এই বিধান মূলত ব্যতিক্রমী পরিস্থিতির জন্য। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, ব্যতিক্রমই এখন নিয়মে পরিণত হয়েছে। লক্ষণীয় যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইনই শেষ কথা নয়। নৈতিকতা, সুশাসন এবং স্বার্থের সংঘাত এড়ানোর বিষয়টিও সমান গুরুত্বপূর্ণ। যদি এমন ধারণা তৈরি হয় যে রাজনৈতিক আনুগত্য রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পাওয়ার অন্যতম যোগ্যতা, তাহলে দীর্ঘ মেয়াদে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি জনগণের আস্থা নষ্ট হবে।

এ নিয়োগগুলো নিয়ে প্রশাসনে অস্বস্তি তৈরির বিষয়টি গণমাধ্যমে আলোচিত হয়েছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও বিভিন্ন ক্যাডারের কর্মকর্তারা নাম প্রকাশ না করে জানিয়েছেন, চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের সংখ্যা বাড়ায় পদোন্নতির স্বাভাবিক ধারাবাহিকতা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে বলে অনেকে মনে করছেন। (সরকারি দপ্তর-সংস্থায় সরকারদলীয় নেতাদের নিয়োগ, প্রশাসনে অস্বস্তি, সমকাল, ২৭ জুলাই ২০২৬)

এ নিয়োগগুলো সম্পর্কে জানতে চাইলে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক ইফতেখারুজ্জামান প্রথম আলোকে বলেন, 'একসঙ্গে এতগুলো সরকারি সংস্থার নেতৃত্বস্থানীয় পদে দলীয় ব্যক্তিদের নিয়োগ উদ্বেগজনক। শুরু থেকেই বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের মতো মর্যাদাবান সংস্থার শীর্ষ পদ থেকে স্থানীয় সরকারের প্রশাসক, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যসহ রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ পদে যত নিয়োগ দেওয়া হয়েছে, সব ক্ষেত্রেই দলীয় ক্ষমতার একচ্ছত্র আধিপত্যের সংস্কৃতি

এরপর ৩৮ পৃষ্ঠায়

> এ নিয়োগের রাজনৈতিক তাৎপর্য সম্পর্কে জানতে চাইলে বদিউল আলম মজুমদার বলেন, 'বাংলাদেশে নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে সংশয় বারবার নির্বাচন বর্জনের রাজনীতিকে উসকে দিয়েছে। ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪, ২০২৪-এর নির্বাচনগুলো তার প্রমাণ। বিরোধী দলে থাকা অবস্থায় বিএনপি দীর্ঘদিন নির্বাচন কমিশনে দলীয় নিয়োগকে নির্বাচন বর্জনের অন্যতম যুক্তি হিসেবে উপস্থাপন করেছে। কিন্তু নিজেরা ক্ষমতায় গিয়ে সেই পথই অনুসরণ করছে। এই সিদ্ধান্ত বিএনপির জন্য যেমন আত্মঘাতী, তেমনি বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক উত্তরণের জন্যও অশনিসংকেত। আমি আশা করব, বিএনপি তাদের ৩১ দফা ও নির্বাচনী ইশতেহারের প্রতি সম্মান দেখিয়ে অবিলম্বে এই নিয়োগ বাতিল করবে'

জুলাই গণঅভ্যুত্থান ও বৈষম্যহীন শিক্ষাব্যবস্থা

অধ্যাপক মোহাম্মদ সফি উল্যাহ

> ২০২৪ সালের জুলাই গণঅভ্যুত্থান কেবল রাজনৈতিক পরিবর্তনের ঘটনা নয়; এটি ছিল সমতা, ন্যায়বিচার ও বৈষম্যহীন বাংলাদেশের প্রত্যাশায় নতুন প্রজন্মের এক ঐতিহাসিক জাগরণ। শহীদ আবু সাঈদ, মুগ্ধ এবং অসংখ্য তরুণের আত্মত্যাগের প্রকৃত মর্যাদা রক্ষা করতে হলে আমাদের একটি ইনসাফভিত্তিক ও বৈষম্যহীন সমাজ গড়ে তুলতে হবে। আর সেই সমাজ নির্মাণের সবচেয়ে শক্তিশালী ভিত্তি হলো শিক্ষা। এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যেখানে কোনো শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ তার দারিদ্র্য, সামাজিক পরিচয় বা ভৌগোলিক অবস্থান নয়; বরং মেধা, পরিশ্রম ও সমান সুযোগের ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে। জুলাই গণঅভ্যুত্থানের চেতনার বাস্তবায়ন শিক্ষাক্ষেত্র থেকেই শুরু হতে হবে, কারণ বৈষম্যহীন শিক্ষা ছাড়া বৈষম্যহীন বাংলাদেশ নির্মাণ সম্ভব নয়

'জুলাই গণঅভ্যুত্থান ও বৈষম্যহীন শিক্ষাব্যবস্থা' কেবল একটি রাজনৈতিক ঘটনার আলোচনা নয়; এটি বাংলাদেশের রাষ্ট্র, সমাজ ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য ন্যায়, সমতা ও সমান সুযোগ প্রতিষ্ঠার মৌলিক প্রশ্নের সঙ্গে সম্পর্কিত। বাংলাদেশের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন, পাকিস্তান আমলের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান এবং ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ প্রতিটি সংগ্রামের মূল প্রেরণা ছিল বৈষম্যের অবসান এবং ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা। স্বাধীনতার পরও গণতন্ত্র, জবাবদিহিতা ও সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রশ্নে ১৯৯০ সালের গণঅভ্যুত্থান এবং পরবর্তী রাজনৈতিক সংকট প্রমাণ করেছে যে, শক্তিশালী গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ও সমঅধিকার নিশ্চিত না হলে বৈষম্য নতুন রূপে ফিরে আসে।

এই ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতার সর্বশেষ অধ্যায় ২০২৪ সালের জুলাই গণঅভ্যুত্থান, যা বৈষম্যহীন রাষ্ট্র ও সমাজ প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষাকে নতুনভাবে সামনে নিয়ে এসেছে।

তবে কেবল রাজনৈতিক পরিবর্তন সামাজিক ন্যায় নিশ্চিত করতে পারে না; এর জন্য প্রয়োজন একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও বৈষম্যহীন শিক্ষাব্যবস্থা। কারণ শিক্ষা শুধু জ্ঞানার্জনের মাধ্যম নয়, বরং মানবসম্পদ উন্নয়ন, সামাজিক ন্যায়বিচার, অর্থনৈতিক অগ্রগতি এবং সমান নাগরিক সুযোগ নিশ্চিত করার সবচেয়ে কার্যকর ভিত্তি।

তাই জুলাই গণঅভ্যুত্থানের চেতনা বাস্তবায়নের অন্যতম পূর্বশর্ত হলো এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা, যেখানে প্রতিটি শিক্ষার্থী সমান সুযোগ, সমান মর্যাদা এবং সমান সম্ভাবনা নিয়ে বিকশিত হতে পারে।

২০২৪ সালের জুলাই গণঅভ্যুত্থান বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী অধ্যায়। এটি কেবল একটি রাজনৈতিক আন্দোলন ছিল না; বরং বৈষম্য, অন্যায় এবং সুযোগের অসম বণ্টনের বিরুদ্ধে তরুণ প্রজন্মের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা একটি সর্বজনীন গণজাগরণ। সরকারি চাকরিতে কোটা ব্যবস্থার সংস্কারের দাবি থেকে আন্দোলনের সূচনা হলেও, অল্প সময়ের মধ্যেই এটি রাষ্ট্রে ন্যায়বিচার, জবাবদিহিতা, সমঅধিকার এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার বৃহত্তর আন্দোলনে রূপ নেয়।

১ জুলাই ২০২৪ "বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন"-এর কর্মসূচি শুরু হয়। ১৪ জুলাইয়ের রাজনৈতিক বক্তব্য, ১৫ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা এবং ১৬ জুলাই রংপুরে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী শহীদ আবু সাঈদের আত্মত্যাগ আন্দোলনকে নতুন গতি দেয়। পরবর্তীতে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা, হল ত্যাগের নির্দেশ, ইন্টারনেট ব্ল্যাকআউট ও কারফিউ জারির মতো কঠোর পদক্ষেপও আন্দোলনকে থামাতে পারেনি। বরং শিক্ষার্থী, শিক্ষক, পেশাজীবী, শ্রমজীবী মানুষ এবং সাধারণ নাগরিকের অংশগ্রহণে এটি একটি সর্বজনীন গণঅভ্যুত্থানে পরিণত হয়। ৩ আগস্ট একদফা দাবির ঘোষণার মাধ্যমে আন্দোলনের লক্ষ্য সুস্পষ্ট হয় এবং ৫ আগস্ট ঐতিহাসিক রাজনৈতিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এটি একটি নতুন বাস্তবতার সূচনা করে।

জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সবচেয়ে বড় তাৎপর্য হলো, এটি বাংলাদেশের তরুণ সমাজের ন্যায়, সমতা, মর্যাদা এবং মেধাভিত্তিক সুযোগের প্রত্যাশাকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছে। এই আন্দোলন প্রমাণ করেছে যে রাষ্ট্রের সম্পদ, ক্ষমতা কিংবা সুযোগ কোনো বিশেষ গোষ্ঠীর একচেটিয়া অধিকার হতে পারে না; বরং তা সকল নাগরিকের জন্য সমানভাবে নিশ্চিত করতে হবে।

এই প্রেক্ষাপটে শিক্ষার প্রশ্নটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। বৈষম্যহীন রাষ্ট্র গঠনের ভিত্তি হলো বৈষম্যহীন শিক্ষাব্যবস্থা। যদি শিক্ষাক্ষেত্রেই সুযোগ, মান এবং প্রবেশাধিকারে বৈষম্য থেকে যায়, তবে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যও অধরাই থেকে যাবে। তাই জুলাই গণঅভ্যুত্থানের চেতনার বাস্তবায়নের অন্যতম প্রধান শর্ত হলো এমন একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা, যেখানে প্রতিটি শিক্ষার্থী সমান সুযোগ ও মর্যাদা নিয়ে বিকশিত হওয়ার পরিবেশ পায়।

শিক্ষা শুধু জ্ঞান অর্জনের মাধ্যম নয়; এটি সামাজিক রূপান্তর, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং মানবসম্পদ বিকাশের প্রধান চালিকাশক্তি। যে সমাজে শিক্ষা সবার জন্য সমানভাবে উন্মুক্ত থাকে, সেখানে মেধা, দক্ষতা ও মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটে এবং বৈষম্য ক্রমশ হ্রাস পায়।

বৈষম্যহীন শিক্ষাব্যবস্থা বলতে এমন একটি ব্যবস্থা বোঝায়, যেখানে একজন শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ তার পারিবারিক পরিচয়, আর্থিক সামর্থ্য, লিঙ্গ, ধর্ম বা ভৌগোলিক অবস্থানের পরিবর্তে মেধা, পরিশ্রম ও যোগ্যতার ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে। কৃষক বা শ্রমিকের সন্তান, প্রত্যন্ত অঞ্চল কিংবা শহরের শিক্ষার্থী-সকলেই সমান মানসম্পন্ন শিক্ষা, দক্ষ শিক্ষক, আধুনিক অবকাঠামো এবং প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষার সমান সুযোগ লাভ করবে।

কিন্তু বাস্তবে বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় বিভিন্ন স্তরে সুযোগ ও মানের বৈষম্য বিদ্যমান, যা সামাজিক সমতা প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে অনেক ক্ষেত্রে নতুন শ্রেণিবিভাজন সৃষ্টি করছে। ফলে শিক্ষা সামাজিক গতিশীলতার সেতুবন্ধন হওয়ার পরিবর্তে কখনও কখনও বৈষম্যকে আরও দৃঢ় করে তুলছে। তাই বৈষম্যহীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা

এরপর ৪৫ পৃষ্ঠায়

কেউ বাঁচে না গালি থেকে

ইলিয়াস হোসেন

> তাহলে ভদ্র ভাষা আর গালাগাল কি এ দেশে গলাগলি ধরে চলবে! ভিউ বাণিজ্যের কারণে গালিবাজ অতিথির চাহিদা বাড়তেই থাকবে? না, গলি থেকে ওঠে আসা গালি হয়তো কখনো কখনো রাজপথে রাজ করবে। কিন্তু, সভ্য মানুষের মণিকোঠায় স্থায়ী আসন পাবে না। তবে, আশঙ্কার বিষয়ও আছে। ভদ্র সমাজে উচ্চারণ করা যায় না, এমন শব্দ অবিরত লেখা হচ্ছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। যে কোনো পদধারী মৃত বা জীবিত ব্যক্তিকে গালি দেওয়ার প্রবণতা বাড়ছে। সত্য-মিথ্যা যাচাই ছাড়া, শুধু রাজনৈতিক বা ব্যক্তি স্বার্থে সম্মানিত লোককে গালাগাল করা হচ্ছে। গালি দেওয়া ব্যক্তিকে সাহসী তকমা দিয়ে বীর বানানোর চেষ্টা চলছে। পারিবারিক শিক্ষা আর সত্যিকারের শিক্ষকের দীক্ষার অভাব পদে পদে বিপদ ডেকে আনছে

বৈষম্যহীন ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের অভিপ্রায়ে দেশে মহান মুক্তিযুদ্ধ থেকে শুরু করে একাধিক গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত হয়েছে। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় বহু সামাজিক আন্দোলন জনপ্রিয়তা পেয়েছে। প্রতিবারই আশায় বুক বেঁধেছে মানুষ। এই বুঝি এক স্বপ্নের দেশ ধরা দিল ধরাধামে। কিন্তু, প্রতিবারই সফল আন্দোলনের পর ফসল নিয়ে কাড়াকাড়ি দেখে এ জাতি।

বড় ঘটনার ছোট ছোট পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ায় বিভ্রান্ত হয় মানুষ। ফ্যাসিস্ট আমলে খাঁচাবন্দি হয়ে পড়েছিল বাকস্বাধীনতা। সরকারবিরোধী আন্দোলনে বাকচাতুর্যতায় অশ্লীল ইউটিউবাররাও দারুণ জনপ্রিয়তা পায়। প্রবাসী অনেক অ্যাকটিভিস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে বাজে ভাষায় আক্রমণ করেছে। দেশে থাকা নিপীড়িত-নির্যাতিত রাজনৈতিক নেতাকর্মী ও মজলুম জনগণ সেসব দেখে আমোদিত হয়েছে। আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে দেয়ালে-দেয়ালে কিছু কিছু অশ্লীল স্লোগান ও ইঙ্গিতপূর্ণ গ্রাফিতি ফ্যাসিস্টের বিরুদ্ধে ঘৃণার উদ্রেক করেছে। উত্তাল ওই সময়ে বিক্ষুব্ধ কর্মসূচিকে অনিবার্য মনে করা হতো।

আওয়ামী লীগ পতনের পর দেশ পরিচালনার দায়িত্ব নেয় ড. ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার। ধরে নেওয়া হয়, সব কিছু ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে যাবে। কিন্তু, সে সময় উগ্রবাদ আরও মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। অসভ্যতা, নোংরামি, হামলা-মামলা আশঙ্কাজনকহারে বেড়ে যায়। রাজনৈতিক বক্তব্যের নামে চলে খিস্তিখেউড়। প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে শিক্ষিত-মার্জিত হিসেবে পরিচিত অনেক ভদ্রলোকও সস্তা স্রোতে গা ভাসায়। ভদ্রপল্লিতেও চলে অবাধে বে-পাড়ার ভাষা চর্চা। শিক্ষক-সাংবাদিক-চিকিৎসক-প্রকৌশলী এবং সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ব্যক্তিত্বকে জাতির বিবেক হিসেবে শ্রদ্ধা করে সাধারণ মানুষ। কিন্তু, তাদের অনেকেই দলীয় সংকীর্ণতায় ভাগ হয়ে মত প্রকাশের নামে অশালীন গালি চর্চায় নিয়োজিত।

১৭ বছরের জঞ্জাল সরাতে দিন-রাত কাজ করছে বলে দাবি নির্বাচিত বিএনপি সরকারের। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ইতিহাস-ঐতিহ্য ও মূল্যবোধ সংরক্ষণে বদ্ধপরিকর। চলনে বলনে প্রতিদিন সে কথার প্রমাণ দিচ্ছেন। তারপরও থেমে নেই নিষ্ঠুর সমালোচনা। কোনো কোনো সময় তার পরিবারের সদস্যদেরও নোংরা ভাবে আক্রমণ করা হয় ভার্চুয়াল জগতে। বাকস্বাধীনতা পেয়ে ফ্যাসিস্টের অনেক দোসররাও এখন বাকবাকুম করছে। মিথ্যা, উদ্দেশ্যমূলক গুজব ছড়াচ্ছে নেট দুনিয়ায়। তাদের জিহ্বার ধার থেকে রেহাই পাচ্ছে না মৃত মানুষও। ধর্মীয় রাজনীতিতে সক্রিয় ব্যক্তির আপন এবং গোপন অ্যাকাউন্ট থেকেও ছড়ানো হয় অশ্লীল প্রচারণা। অসহায় সাধারণ মানুষ বারবার এদের রাশ টেনে ধরার আকুতি জানাচ্ছে। কিন্তু, কে কীভাবে তা করবে? মানবজাতির ইতিহাস তো বৈপরীত্যে ভরা। রাজনীতি বা সমাজে গালাগালের ইতিহাস নতুন কিছু নয়। গবেষক ও বিশ্লেষকরা বিভিন্ন সময় এ রকম তথ্যই তুলে এনেছেন।

মানব সভ্যতায় গালাগালের ইতিহাস মানুষের মুখের ভাষার মতোই পুরোনো। রাগ, ক্ষোভ ও অপমান প্রকাশের মৌখিক হাতিয়ার হিসেবে প্রাচীন সমাজেও এর ব্যবহার ছিল। ঝগড়ার সময় মৌখিকভাবে অন্যকে ছোট করার মাধ্যম হচ্ছে গালি। সময়ের সঙ্গে সামাজিক পরিবর্তন, সংস্কৃতি ও ভাষার হাত ধরে গালির রূপ ও অর্থ বদলে গেছে। অনেক সাধারণ বা কাজের শব্দ কালক্রমে বদলে গালিতে পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষা, ভিনদেশি শব্দের প্রভাব এবং সংস্কৃতির আদান-প্রদানে গালির শব্দভান্ডার সমৃদ্ধ হয়েছে। সমাজে ক্ষমতা, শ্রেণি ও লিঙ্গ বৈষম্যের প্রভাব গালির ধরনের ওপর পড়েছে। বন্ধু-বান্ধবের আড্ডায় হাসতে হাসতে চলতে থাকে একের পর এক রসিক গালি। রাস্তার মোড়ে রিকশাওয়ালার গলায় গালি ঝাঁঝালো শোনায়। আবার, ফেসবুকে টাইপ করা গালিও কিন্তু কম নয়।

অনেকেই ভাবেন, গালি একটা বাজে অভ্যাস। সামাজিক শালীনতার পরিপন্থি। কিন্তু ভাষাবিজ্ঞানী, মনোবিজ্ঞানী এবং সমাজতাত্ত্বিকরা বলছেন অন্য কথা। তারা বলছেন, গালি হলো মানব সমাজের একটি সাংস্কৃতিক ভাষা, যা সময়ের সঙ্গে বদলেছে। সমাজের আয়নায় প্রতিবিম্ব হয়ে উঠেছে। শুধু কি তাই? মনোবিজ্ঞানের ভাষায় রয়েছে গালির মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা। গালির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়, মানব সভ্যতার প্রাচীনতম নিদর্শনগুলোতেও। প্রাচীন গ্রিক নাটক, রোমান ব্যঙ্গচিত্র বা ভারতীয় মহাকাব্যে নানা ধরনের আপত্তিকর ও অশ্লীল ভাষা ব্যবহারের নজির রয়েছে। রোমানদের মধ্যে 'invectiva' নামে একটি কাব্যিক গালি ব্যবহৃত হতো রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের হেয় করতে। গালিকে তারা মনে করত শক্তির প্রকাশ। মহাভারতে দ্রৌপদীর চুল টানা বা কুন্তীর জন্ম নিয়ে কৌতুকও এক ধরনের গালির রূপ। বাংলা লোকসাহিত্যে যেমন বাউল, ভাটিয়ালি কিংবা পালাগানে গালির ব্যবহার হয়েছে হাস্যরস তৈরির জন্য। প্রাচীন সমাজে গালিকে ব্যবহার করা হতো সমাজের নিচু শ্রেণির মানুষকে হেয় করতে। সুতরাং, গালির ইতিহাস এক ধরনের সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাষার বিকাশ, যা বিভিন্ন সভ্যতার আত্মপ্রকাশের অংশ।

ভাষাবিজ্ঞানীরা মনে করেন, গালি ভাষার সবচেয়ে প্রাচীন এবং প্রাকৃতিক রূপগুলোর একটি। গালি মানুষের মস্তিষ্কের আবেগজনিত অংশ যেমন অ্যামিগডালা ও লিম্বিক সিস্টেম থেকে উঠে আসে। এটি কোনো বুদ্ধিবৃত্তিক ভাষা নয়। বরং, এক প্রকার 'আবেগীয় স্বতঃস্ফূর্ত ভাষা', যা মানুষ তার রাগ, ক্ষোভ, ক্রোধ এমনকি ভালোবাসা এরপর ৪৩ পৃষ্ঠায়

ভালোবাসা সবার তরে,
ঘৃণা নয়কো কারো পরে

Love for all, hatred for none

বাংলাডেস্ক যুক্তরাষ্ট্রের ভূবনে স্বাগতম

For more information contact:
Bait-uz-Zafar 188-15 McLaughlin Ave, Hollis NY 11423
(347) 530-5791

بسم الله الرحمن الرحيم

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ১৪ই জুন, ২০২৪ তারিখে যুক্তরাজ্যের (ইসলামাবাদস্থ) মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় 'বনু নযীর' এর যুদ্ধের ঘটনা বিশদভাবে উল্লেখ করেন এবং দু'জন শহীদের স্মৃতিচারণের পাশাপাশি পাকিস্তানের আহমদীদের জন্য বিশেষভাবে দোয়ার আহ্বান জানান।

তাশাহহুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) বলেন, আজ বনু নযীরের যুদ্ধের কিছু ঘটনা বর্ণনা করবো। বনু নযীর গোত্রের পরিচিতি হলো, এরা মদীনার ইহুদীদের একটি বংশ ছিল। কোনো কোনো ঐতিহাসিক লিখেছেন, বনু নযীর খয়বরের ইহুদীদের একটি গোত্র ছিল এবং তাদের বসতিকে যাহরা বলা হতো। মহানবী (সা.) যখন মদীনায় আগমন করেন তখন বনু নযীর গোত্রের নেতা ছিল হুয়াই বিন আখতাব। তার পিতৃপুরুষের ষষ্ঠ প্রজন্মে নযীর বিন নাহামের নাম পাওয়া যায়, যার নামে এই গোত্রটি বনু নযীর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাফিয়া (রা.) বনু নযীরের নেতা হুয়াই বিন আখতাবের কন্যা ছিলেন। ইতিহাসের গ্রন্থাবলীতে লেখা আছে, হুয়াই বিন আখতাবের বংশধারা হযরত মূসা (আ.)-এর ভাই হযরত হারূন (আ.)-এর সাথে গিয়ে মিলিত হয়। হুয়াই এর বংশে কতিপয় ব্যক্তি নবুওয়্যতের সম্মানে ধন্য হয়েছিলেন, যাদের কারণে সে গর্বিত ছিল। আর এই অহংকারের কারণেই সে বলতো, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের প্রতি ইহকালেও দয়ালু এবং পরকালেও আমাদের প্রতি স্নেহ ও অনুগ্রহ করবেন। তিনি আমাদেরকে পাপের কারণে কয়েকদিন শাস্তি দিবেন, অবশেষে জান্নাতই হবে আমাদের স্থায়ী নিবাস। এই বংশীয় আত্মগরিমা ও ঔদ্ধত্যের কারণেই হুয়াই মহানবী (সা.)-এর শিক্ষামালা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। অবস্থানের নিরিখে বনু নযীর গোত্রটি মসজিদে কুবা থেকে আধা মাইল দূরে উত্তর পূর্ব দিকে (অবস্থিত) ছিল। আর মদীনার মধ্যভাগে এর বসতি প্রবেশে আসতো এবং মসজিদে কুবা এর থেকে কিছুটা দূরত্বে দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত ছিল।

চতুর্থ হিজরীর রবিউল আউয়াল (মাসে) বনু নযীরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এক তথ্য অনুসারে এটি উহুদের যুদ্ধের পূর্বের ঘটনা আর ইমাম বুখারীর তথ্যও এটিই। তবে ইমাম বুখারী (রহ.) এখানে একথাও লিখেছেন যে, ইবনে ইসহাকের মতে এই যুদ্ধ উহুদ ও বি'রে মা'ঊনার পরে হয়েছিল। যদিও আল্লামা ইবনে কাসীর ছাড়াও অধিকাংশ ঐতিহাসিক এবং জীবনীকার বলেছেন, উহুদের যুদ্ধের পরেই বনু নযীরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। বনু নযীরের যুদ্ধের প্রেক্ষাপট হলো, মক্কার কুরাইশ কাফিররা বদরের যুদ্ধের পূর্বে আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলূল এবং আওস ও খাযরাজ গোত্রের অন্যান্য প্রতিমাপূজারীদের লিখেছিল, [তখন মহানবী (সা.) মদীনায় ছিলেন।] তোমরা আমাদের সঙ্গীকে আশ্রয় দিয়েছ। মদীনায় তোমাদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। আমরা শপথ করে বলছি, হয় (তোমরা) তাদের সাথে যুদ্ধ করো অথবা তাদেরকে নিজেদের শহর থেকে বহিষ্কার করো; নতুবা আমরা গোটা আরবকে ঐক্যবদ্ধ করে তোমাদের ওপর আক্রমণ করবো। তোমাদের যোদ্ধাদের সাথে যুদ্ধ করবো, তোমাদের নারী ও শিশুদের (নির্মমভাবে) হত্যা করবো। যখন ইবনে উবাই এবং অন্য প্রতিমাপূজারীরা এই পত্র পায় তখন তারা একে অপরকে বার্তা পাঠায় এবং মহানবী (সা.) ও তাঁর সাহাবীদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য দৃঢ় সংকল্প করে। এই সংবাদ পাওয়ার পর মহানবী (সা.) তাঁর সাহাবীদের একটি দলকে নিয়ে মদীনার নেতাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি (সা.) বলেন, কুরাইশরা তোমাদেরকে কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়ে পত্র লিখেছে। এই পত্র তোমাদেরকে কোনো ধোঁকায় যেন না ফেলে, পাছে তোমরা স্বয়ং ধোঁকা ও প্রতারণার শিকার হয়ে নিজেদেরই ভাই ও পুত্রদের সাথে আবার যুদ্ধ করতে না আরম্ভ করো। মহানবী (সা.)-এর একথা শোনে তারা বিষয়টি অনুধাবন করতে পারে এবং নিজেদের সংকল্প স্থগিত করে আর ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। এভাবে মক্কার কুরাইশের এই হুমকি আর শেষ পর্যন্ত কার্যকর হয়নি।

এরপর কুরাইশরা বদরের যুদ্ধের পর ইহুদীদের কাছে একটি পত্র লিখে যে, তোমাদের কাছে অস্ত্র আছে আর তোমরা দুর্গেরও মালিক। হয় তোমরা আমাদের সহযোগী হয়ে যুদ্ধ করো নতুবা আমরা তোমাদের ওপর আক্রমণ করবো এবং তোমাদের পুরুষদেরকে হত্যা করবো আর তোমাদের নারীদেরকে আমাদের দাসী বানাবো। এই পত্র যখন ইহুদীদের কাছে পৌঁছায় তখন বনু নযীর গোত্র মহানবী (সা.)-কে ধোঁকা দেয়ার জন্য সম্মত হয়, কেননা ইহুদী গোত্রগুলো তো আগে থেকেই সুযোগ খুঁজছিল যাতে মুসলমানদের আধিপত্য ও ক্ষমতায় যতদ্রুত সম্ভব অবসান করা যায়। এ পর্যায়ে তারা এমন দুরভিসন্ধি করার চিন্তা করে যাতে মহানবী (সা.)-কে নাঊযুবিল্লাহ্ হত্যা করা যায়। অতএব, তারা তাঁর সমীপে সংবাদ প্রেরণ করে যে, আপনি আপনার ত্রিশজন সাহাবীকে নিয়ে আসুন, আমাদের ত্রিশজন আলেমও আপনার সামনে উপস্থিত হবে; এমনকি আমরা এমন এক স্থানে মিলিত হবো যা আমাদের এবং আপনাদের পছন্দের হবে। আমাদের লোকেরা আপনার কথা শুনবে। তারা যদি আপনাকে সত্যায়ন করে অর্থাৎ ইহুদী আলেমরা যদি আপনার প্রতি ঈমান আনয়ন করে তাহলে আমরাও আপনার প্রতি ঈমান আনব। পরের দিন মহানবী (সা.) ত্রিশজন সাহাবীকে সাথে নিয়ে তাদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। ত্রিশজন ইহুদী আলেমও তাঁর কাছে আসে। ইহুদীরা যখন খোলা প্রান্তরে আসে তখন তারা পরস্পরকে বলে, তোমরা তাঁর ওপর কীভাবে আক্রমণ করবে? কেননা তাঁর সাথে ত্রিশজন সঙ্গী রয়েছেন। ত্রিশজন সঙ্গীর উপস্থিতিতে আক্রমণ করা তো কঠিন আর তারা এমন সঙ্গী, যারা তাঁর জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠাবোধ করবে না। তখন ইহুদীরা তাঁর কাছে পুনরায় এই সংবাদ প্রেরণ করে যে, আমরা ষাটজন পরস্পর কীভাবে প্রজ্ঞাপূর্ণ আলোচনা করবো? আপনি এক কাজ করুন, তিনজন সঙ্গীকে নিয়ে আসুন আর আমরাও আমাদের তিনজন আলেমকে নিয়ে আসবো, তারা আপনার আলোচনা শুনবে। তখন তিনি (সা.) তিনজন সাহাবীকে সাথে নিয়ে আসার প্রস্তাবটি গ্রহণ করেন। তিনজন ইহুদী আলেমও রওয়ানা হয় আর ঐ ইহুদীদের কাছে খঞ্জর বা ধারালো ছুরি ছিল। তারা মহানবী (সা.)-এর ওপর আক্রমণ করতে চাচ্ছিল। যাহোক, মহানবী (সা.) যাত্রার জন্য প্রস্তুত ছিলেন, পথিমধ্যেই বনু নযীরের একজন হিতাকাঙ্ক্ষী নারী একজন আনসারী মুসলমানকে এবং পরে মহানবী (সা.)-কে বনু নযীরের সকল চক্রান্তের কথা বলে দেয়। তাই মহানবী (সা.) ইহুদীদের কাছে না গিয়ে মদীনায় ফেরত চলে আসেন।

এই যুদ্ধের আরেকটি কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে একজন রচয়িতা লিখেছেন, বনু নযীর গোত্র সংগোপনে কুরাইশের কাছে বার্তা পাঠায় আর তাদেরকে মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে প্ররোচিত করে বরং তাদেরকে মুসলমানদের প্রতিরক্ষা-খাতের কিছু দুর্বলতার কথাও জানিয়ে দেয়। কোনো কোনো বর্ণনা অনুযায়ী উহুদের যুদ্ধের পূর্বে ইহুদীরাও মক্কার কুরাইশকে চরমভাবে উত্তেজিত করেছিল যার ফলশ্রুতিতে উহুদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল।

এ যুদ্ধের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎক্ষণিক কারণ এটিও বর্ণনা করা হয় যে, বি'রে মা'ঊনা থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় যখন হযরত আমর বিন উমাইয়্যা যামরী (রা.) বনু আমেরের দু'জনকে হত্যা করেছিলেন যাদের সাথে মুসলমানদের সন্ধিচুক্তি ছিল, তাই তাদেরকে রক্তপণ প্রদান আবশ্যক ছিল। এ উদ্দেশ্যে মহানবী (সা.) বনু নযীরের কাছে গিয়েছিলেন, কেননা মহানবী (সা.) ইহুদীদের সাথে যে সন্ধিচুক্তি করেছিলেন এর একটি ধারায় ছিল, 'আইয়া'উওয়ানুহু ফীদ্ দিয়াত' অর্থাৎ তারা রক্তপণের ব্যাপারে মুসলমানদের সাথে সহযোগিতা করবে। এই ঘটনার বিশদ বিবরণ হলো, হযরত আমর বিন উমাইয়্যা যামরী (রা.) যখন মহানবী (সা.)-এর নিকট এসে পুরো বৃত্তান্ত বর্ণনা করেন তখন তিনি (সা.) বলেন, তুমি খুবই অন্যায় কাজ করেছ। তাদের সাথে আমাদের চুক্তি এবং নিরাপত্তার শর্ত ছিল। হযরত আমর বিন উমাইয়্যা যামরী (রা.) বলেন, আমি এই সন্ধিচুক্তির বিষয়টি জানতাম না। আমি তাদেরকে মুশরিক মনে করতাম আর তাদের গোত্র আমাদের সাথে প্রতারণাও করেছে। হযরত আমর (রা.) তাদের মালপত্র এবং কাপড়-চোপড় সাথে করে নিয়ে এসেছিলেন। মহানবী (সা.) তাকে নির্দেশ দেন তাদের মালপত্র এবং কাপড়-চোপড় যেন তাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের কাছে ফেরত পাঠানো হয়। মহানবী (সা.) রক্তপণ সহ সেগুলো পাঠিয়ে দেন। মহানবী (সা.) শনিবার দিন বনু নযীর গোত্রের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন, মসজিদে কুবায় নামায পড়েন। আর দশজনের মতো মুহাজির ও আনসার সাহাবী মহানবী (সা.)-এর সাথে ছিলেন। তিনি (সা.) বনু নযীরকে তাদের বৈঠকে উপবিষ্ট দেখতে পান। তিনিও তখন সেখানে আসন গ্রহণ করেন যাতে করে মৃত দুই ব্যক্তির রক্তপণ আদায়ের ব্যাপারে তাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন, যেন তারা দু'জন নিহত ব্যক্তির রক্তপণ পরিশোধে তাঁকে সহযোগিতা করে।

এই যুদ্ধাভিযানের কারণ কি ছিল এ ব্যাপারে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এম, এ (রা.) 'র একটি তথ্য পাওয়া যায় যা থেকে বিষয়টি আরও সুস্পষ্ট হয়। তিনি (রা.) লিখেন, এই যুদ্ধের কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে প্রসিদ্ধ হাদীসবেত্তাগণ বিভিন্ন আঙ্গিক তুলে ধরেছেন আর এ কারণে এই যুদ্ধ ঠিক কখন আরম্ভ হয়েছিল সে ব্যাপারেও ভিন্নমত রয়েছে। বনু নযীরের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন যুদ্ধের সূচনা হয়েছে। সকল ঘটনাই ভিন্ন ভিন্ন সময় ও স্থান সাপেক্ষে সঠিক। কিন্তু সর্বশেষ যুদ্ধ সেটি ছিল যা বনু আমেরের দু'জন ব্যক্তির রক্তপণ আদায়ের সময় আরম্ভ হয়েছিল, বাকি আল্লাহ্ই ভালো জানেন। রক্তপণ আদায়ের ব্যাপারে মহানবী (সা.) একদল সাহাবীকে নিয়ে বনু নযীরের নিকট উপস্থিত হন এবং চুক্তি অনুসারে রক্তপণ আদায়ের বিষয়টি তাদের কাছে উত্থাপন করেন। তারা বলে, হ্যাঁ, আবুল কাসেম! আপনি খাবার খেয়ে নিন এরপর আমরা এ ব্যাপারে কথা বলছি। এভাবে বাহ্যিকভাবে ইহুদীরা খুবই হাস্যোজ্জ্বলভাবে মহানবী (সা.)-এর সাথে কথা বলে। কিন্তু ভেতরে ভেতরে তারা মহানবী (সা.)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র করতে থাকে। তখন তিনি (সা.) তাদের বাড়ির এক দেয়ালের পাশে উপবিষ্ট ছিলেন। একজন বর্ণনাকারী ইহুদীদের মহানবী (সা.)-কে হত্যার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেন, বনু নযীরের সর্দার হুয়াই বলে, "হে ইহুদীর দল! মুহাম্মদ (সা.) তাঁর কতিপয় সাথীকে নিয়ে তোমাদের কাছে উপস্থিত হয়েছে, তাদের সংখ্যা দশজনেরও কম। এই বাড়ির ছাদে উঠে বড় একটি পাথর ফেলে মুহাম্মদকে (সা.)-কে হত্যা করো, তোমরা এর চেয়ে উত্তম সুযোগ আর কখনো পাবে না। যদি তাকে মেরে ফেলতে পারো তাহলে তার সঙ্গীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যাবে। মক্কা থেকে আসা তোমাদের সাথীরা মক্কায় ফিরে যাবে এবং এখানে শুধু আওস ও খাযরাজ থাকবে, যারা তোমাদেরই মিত্র। তাই তোমরা যা করতে চাও, এখনই করো"। একথা শুনে এক দুর্ভাগা ইহুদী আমর বিন জাহাশ বলে, "আমি বাড়ির ছাদে উঠে পাথর ফেলে মুহাম্মদ (সা.)-কে (নাঊযুবিল্লাহ্) হত্যা করবো"। যখন এসব সলাপরামর্শ করা হচ্ছিল তখন বনু নযীরের এক নেতা সালাম বিন মিশকাম বলে, "হে ইহুদীর দল! তোমরা চাইলে সারাজীবন আমার বিরোধিতা কোরো, কিন্তু আজ আমার কথা মেনে নাও। আল্লাহ্‌র কসম! মুহাম্মদ (সা.)-কে তোমাদের এই ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে অবগত করা হবে। আর এটি আমাদের এবং তাদের মাঝে বিদ্যমান সন্ধিচুক্তির লঙ্ঘনও বটে।" কিন্তু ইহুদীরা তার কথায় কর্ণপাত না করে নিজেদের সিদ্ধান্তে অটল থাকে। হুযূর (আই.) বলেন, 'ইনশাআল্লাহ্ আগামীতে বর্ণনা করা হবে যে, তারা কি পরিকল্পনা করেছিল এবং কীভাবে আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-কে রক্ষা করে তাদের ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন।'

পরিশেষে হুযূর (আই.) পাকিস্তানের আহমদীদের জন্য দোয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'পাকিস্তানের আহমদীদের জন্য বিশেষ দোয়ার আহ্বান করতে চাই। সম্প্রতি তাদের ওপর পুনরায় নির্যাতন শুরু হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা শীঘ্র পাকিস্তানের আহমদীদেরকে অত্যাচারের কবল থেকে মুক্তি দিন আর সেখানেও আমাদের পরিস্থিতি অনুকূল করে দিন। কেননা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়কে কেন্দ্র করে তাদের বিরুদ্ধে মামলা-মোকদ্দমা ও নির্যাতনের চেষ্টা করা হচ্ছে।' এরপর হুযূর (আই.) পাকিস্তানের দু'জন শহীদ ও একজন মরহুমের স্মৃতিচারণ করেন এবং নামাযের পর তাদের গায়েবানা জানাযা পড়ান। শহীদদের একজন হলেন, ৬৪ বছর বয়স্ক মুকাররম গোলাম সারোয়ার সাহেব আর অপরজন হলেন ৩২ বছর বয়স্ক শহীদ মুকাররম রাহাত আহমদ বাজওয়া সাহেব। মণ্ডী বাহাউদ্দিন জেলার সাদউল্লাহপুরে গত ৮ই জুন, ২০২৪ তারিখে একজন মাদ্রাসা ছাত্র সৈয়দ আলী রেযার গুলিতে তারা উভয়ই ঘটনাস্থলে শাহাদত বরণ করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। হুযূর (আই.) তাদের সংক্ষিপ্ত স্মৃতিচারণ করার পর মুকাররম মালেক মুজাফফর খান সাহেবেরও স্মৃতিচারণ করেন এবং তাদের তিনজনের আত্মার মাগফিরাত ও শান্তি কামনা করে দোয়া করেন, 'আল্লাহ্ তা'লা তাদের সাথে প্রতি দয়া ও ক্ষমাসুলভ আচরণ করুন এবং তাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারকে ধৈর্য ধারণের তৌফিক দিন' আমীন।

[প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নেই, আমরা সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে খুতবার সারমর্ম উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, **www. mta.tv** এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট **www. ahmadiyyabangla.org** -এ।

(সূত্র: কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)

এটর্নী মঈন চৌধুরী LAW OFFICES

Toll Free: 1-866-MOIN-LAW
Cell: 917-282-9256
(To schedule appointment only)

Michael Taub, Esq.

Moin Choudhury, Esq.

এক্সিডেন্ট কেইসেস-মেডিক্যাল ম্যালপ্রেক্টিস
বিনামূল্যে পরামর্শ
প্রয়োজনে এটর্নী বাসায় বা হাসপাতালে আসবেন

- গাড়ী এক্সিডেন্ট
- কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- ট্রিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
- লেড পয়জনিং
- কাজের জায়গায় দূর্ঘটনা

IMMIGRATION
(Consultation fee applies)

ক্লায়েন্টেদের জন্য আমরা মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি

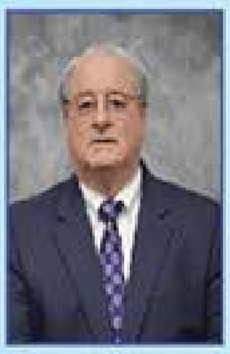
Attorney
Michigan Only.

Attorney
Michigan Only.

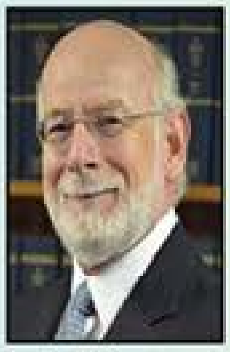
Attorney
New Jersey Only

Attorney, Buffalo
New York Only

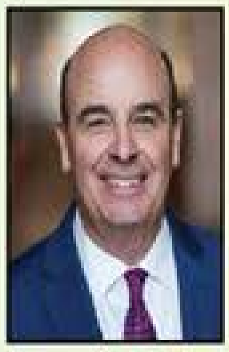
Attorney
Connecticut Only

Attorney
Pennsylvania Only

WWW.MOINLAW.COM

Prior result does not guarantee future outcome of any cases. Moin Choudhury is admitted in Michigan State only and also admitted in the Supreme Court of the United States.
Michael Taub is admitted in New York State Only and also admitted in the NY Federal District Courts.

জলীয় চরিত্রের রাষ্ট্রপতির প্রত্যাশিত বিদায়

> এ ক্ষেত্রে ভারতের উদাহরণটার দিকে তাকানো যেতে পারে। কংগ্রেস যখন ক্ষমতায় ছিল, ২০১২ সালের ২৫ জুলাই রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন প্রণব মুখার্জি। প্রণব মুখার্জি সারা জীবন কংগ্রেসের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু রাষ্ট্রপতি হওয়ার আগে রীতি অনুযায়ী তিনি দল থেকে পদত্যাগ করেন। দুই বছরের মাথায় কংগ্রেসকে সরিয়ে ক্ষমতায় আসে বিজেপি। বিজেপি কিন্তু প্রণব মুখার্জিকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেনি। প্রণব মুখার্জি ২০১৭ সালের ২৫ জুলাই পর্যন্ত, পূর্ণ মেয়াদে রাষ্ট্রপতি ছিলেন। দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা যখন দৃঢ় হয়, তখন এ ধরনের ঘটনা স্বাভাবিক হয়ে যায়। আমাদের জন্য বিষয়গুলো এখনো প্রায়ই অভাবিত মনে হয়। আমাদের হয়তো আরও অনেক বছর অপেক্ষা করতে হবে

মাসুদ কামাল

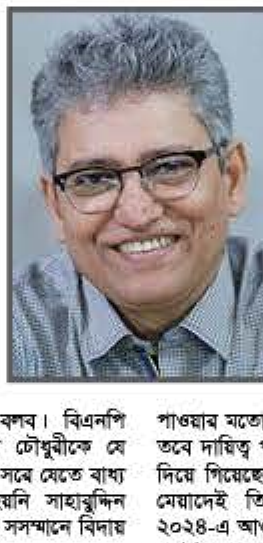

অসময়ে রাষ্ট্রপতিকে বিদায় দেওয়ার ক্ষেত্রে বিএনপির ট্র্যাক রেকর্ড বেশ সমৃদ্ধ। বিচারপতি সায়েম, অধ্যাপক বদরুদ্দোজা চৌধুরী- তাঁরা বেশ অপমানিত হয়েই বিদায় নিয়েছিলেন। আর এবার বিদায় নিলেন মো. সাহাবুদ্দিন। প্রতিযোগিতামূলকভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে, তাদের চেয়ে আওয়ামী লীগ অনেকটাই পিছিয়ে আছে। তাদের আমলে আবদুর রহমান বিশ্বাস কিংবা ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদকে মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগে পদত্যাগ করতে হয়নি। তাঁরা দুজনই যাঁর যাঁর মেয়াদ পূর্ণ করে বিদায় নিতে পেরেছিলেন। তবে এত কিছুর পরও সদ্য বিদায় নেওয়া মো. সাহাবুদ্দিনকে আমি কিছুটা ভাগ্যবানই বলব। বিএনপি তাদের প্রতিষ্ঠাতা মহাসচিব বদরুদ্দোজা চৌধুরীকে যে পরিমাণ অপমান করে রাষ্ট্রপতি পদ থেকে সরে যেতে বাধ্য করেছিল, তার কিছুই ভোগ করতে হয়নি সাহাবুদ্দিন সাহেবকে। উনি বরং আপসেই, মোটামুটি সসম্মানে বিদায় নিতে পেরেছেন।

রাষ্ট্রপতি পদে মো. সাহাবুদ্দিনের অধিষ্ঠান ছিল অভাবিত, চমকে ভরপুর। কিন্তু বিদায়টা ছিল খুবই প্রত্যাশিত। উনি যে রাষ্ট্রপতি হবেন, আমি নিশ্চিত, আগের দিনও তিনি তা কল্পনা করতে পারেননি। ছোটবেলায় গল্পে পড়েছি, খলিফা হারুন অর রশিদ নাকি 'এক দিনের বাদশাহ' নির্বাচনের জন্য বাগদাদের রাস্তায় হাতি ছেড়ে দিতেন। হাতি গিয়ে যাকে শুঁড় দিয়ে তুলে নিয়ে পিঠে বসাত, সে-ই হতো বাদশাহ, এক দিনের জন্য। এটা ছিল খলিফা হারুন অর রশিদের একধরনের খেয়াল, খেলা। পুঞ্জীভূত ক্ষমতার শিখরে বসে শেখ হাসিনাও বোধ করি তেমনই কোনো খেয়াল চরিতার্থ করতে এই ভদ্রলোককে রাষ্ট্রপতি বানিয়েছিলেন। সে বিচারে এটা ছিল তাঁর জন্য অনেকটা লটারিতে কোটি টাকা পাওয়ার মতো অভাবিত।

তবে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তিনি যে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গিয়েছেন, সেটাও বিরল। তিনি তাঁর এই আংশিক মেয়াদেই তিন-তিনটা সরকারকে শপথ পড়িয়েছেন। ২০২৪-এ আওয়ামী লীগ সরকারকে, ২০২৪ সালেই আবার ড. ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারকে, আর সবশেষে ২০২৬-এ এসে বিএনপি সরকারকে। এমন অভিজ্ঞতা অন্য কোনো রাষ্ট্রপতির নেই। আবার এই তিনটি সরকার চরিত্রের দিক দিয়েও দারুণ ভিন্ন ভিন্ন। ইউনূসের সরকারটি এসেছিল একটা গণ-আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে। তাদেরকে সাংবিধানিক রূপ দিতে রাষ্ট্রপতিকে অনেক দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে। সেসব করতে গিয়ে বেশ কিছু বিতর্ক, এমনকি সন্দেহও তৈরি হয়েছে। যেমন ধরা যাক, সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদের আলোকে সুপ্রিম কোর্টের কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়ার বিষয়টি। বলা হয়েছে, সুপ্রিম কোর্টের ফুল বেঞ্চ নাকি তাঁকে পরামর্শ দিয়েছেন নতুন অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের জন্য। সন্দেহটা এ কারণে যে যখন এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে বলে জানানো হয়েছে, ঠিক সেই সময় দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এতটাই ঘোলাটে ছিল যে এতজন বিচারপতি একত্র হওয়ার মতো বাস্তবতা ছিল না। তারচেয়েও বড় কথা, পরবর্তী সময়ে সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে যখন তাদের কাছে আটক থাকা ভিআইপিদের তালিকা প্রকাশ করা হয়, সেখানে দেখা যায় ঠিক ওই সময়ে প্রধান বিচারপতি সেনা আশ্রয়ে সেনানিবাসে অবস্থান করছিলেন। তাহলে ফুল বেঞ্চ বসল কীভাবে, পরামর্শ এলইবা কী করে? এসব সন্দেহের দায় কিন্তু আলটিমেটলি গিয়ে রাষ্ট্রপতির ওপরই পড়বে। ঠিক যেমনটি পড়েছে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পদত্যাগপত্র তিনি আদৌ পেয়েছেন কি পাননি-সে বিষয়টি। তাঁর দুর্ভাগ্য হচ্ছে-যে অন্তর্বর্তী সরকারের জন্য এত এত বিতর্ককে তিনি আলিঙ্গন করেছেন, সেই সরকারই কিন্তু তাঁকে কখনোই আপন বলে বিবেচনা করেনি। সেই সরকারের পুরো দেড়টি বছর তাঁর কেটেছে এই বিরোধ আর বিতৃষ্ণার মধ্যেই।

অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টারা শপথ নিয়েছেন মো. সাহাবুদ্দিনের কাছে। আবার সবচেয়ে বেশি দুর্ব্যবহারও করেছেন তাঁরই সঙ্গে। সংবিধানকে সমুন্নত রাখার শপথ নিয়ে, পরমুহূর্ত থেকে একের পর এক সংবিধান লঙ্ঘন করেছেন। তাঁরা কোনো কিছুকেই পাত্তা দেননি, গণ-আন্দোলনের অজুহাতে সবকিছুর বৈধতা দাবি করেছেন। ওই সময় সরকারের প্রশ্রয়ে ছাত্ররা রাষ্ট্রপতির পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলন পর্যন্ত করেছে। আজকে যাঁরা এনসিপি করছেন, তাঁদেরই নেতৃত্বে হয়েছে সেই আন্দোলন। তাঁরা গিয়ে বঙ্গভবনের সামনে জড়ো হয়েছেন। নানা উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করেছেন। বিএনপি এবং সামরিক বাহিনীর দৃঢ়তার কারণেই তাঁদের সেই আন্দোলন সফল হয়নি। নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন সরকার আসার পর সেসব নিয়ে রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিন খোলামেলা কথাও বলেছেন মিডিয়ার সঙ্গে।

নির্বাচনের পর তারেক রহমানের নেতৃত্বে বিএনপি সরকার গঠন করেছে। এ সময়ে দেখা গেছে, সারা জীবন আওয়ামী লীগ করা মো. সাহাবুদ্দিন যেন রাতারাতি বিএনপির সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছেন। নতুন সংসদের প্রথম অধিবেশনে দেওয়া রাষ্ট্রপতির ভাষণে তার প্রতিফলন ভালোভাবেই দেখা গেছে। এ কথা ঠিক যে রাষ্ট্রপতি আসলে নির্দলীয় একটা পদ। যাঁরাই রাষ্ট্রপতি হন, তাঁরা আগে যে দলই করুন না কেন, রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময় রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে নেন। এটাই নিয়ম। কিন্তু সেই নিয়মটা কি আসলেই সেভাবে এরপর ২২ পৃষ্ঠায়

চুপ্পুর 'নাইস অ্যান্ড অ্যাট্রাক্টিভ' সিদ্ধান্ত

সারফুদ্দিন আহমেদ

রাষ্ট্রপতি হওয়ার পরপর চুপ্পু বলেছিলেন, 'কপালে যে আল্লাহ এত বড় জিনিস লিখে রাখছে, এটা কেমন করে বলব বলেন?' 'চাকরিটা আমি পেয়ে গেছি বেলা শুনছ?' বলে গলা ফাটানো অঞ্জন দত্তর জন্য এক রকম মায়াই হচ্ছে।

'স্টার্টিংয়েই ওরা এগারো শ দেবে, তিন মাস পরে কনফার্ম' মার্কা সাদামাটা স্যালারির চাকরি পেয়ে লোকটা আনন্দের চোটে বছরের পর বছর 'টু ফোর ফোর ওয়ান ওয়ান থ্রি নাইন' নম্বরে ফোন করে মিস বেলা বোসের কান ঝালাপালা করে ফেলছেন।

অথচ আমাদের দেশের সবচেয়ে বড় চাকরিটা, মানে রাষ্ট্রপতির রুটিনশীল, রাজকীয়, রুদ্ধশ্বাস দায়িত্ব অবলীলায় ছেড়ে দিয়েছেন জনাব মো. সাহাবুদ্দিন চুপ্পু।

কিছুদিন আগে তিনি বিদেশে দেহপরীক্ষা করতে গিয়েছিলেন। তখন তাঁর দেহে একটা অসুখ ধরা পড়ে। সেই অসুস্থতার কারণে তিনি দেশের স্বার্থে নিজের স্বার্থ ত্যাগ করে চাকরিটা ছেড়ে দিয়েছেন।

চুপ্পুর অসুখটা বাতিল বস্তাপচা খুঁজলি-পাঁচড়া, ডায়রিয়া, আমাশয়, হুপিংকাশির মতো গরিবি গন্ধমাখা গৎবাঁধা ছোটলোকি অসুখ না। এটি অভিজাত ঘরানার অসুখ। করপোরেট ক্লাসের ক্লাসি কন্ডিশন। নাম 'অটোনোমিক নিউরোপ্যাথি'। এই অসুখের কারণে তিনি ফট করে ফিট পড়েন। আবার চট করে চেতনায় ফেরেন। যে সময়ে তিনি বেহুঁশ হয়ে পড়েন, সে সময়ের কথা হুঁশ ফিরলে মনে থাকে না। অটোনোমিক নিউরোপ্যাথির মতো ব্যামো নিয়ে রাষ্ট্রপতির মতো অটোনমাস বডির দায়িত্বে থাকা কাজের কথা না। সেই কারণে চুপ্পু চুপকে চুপকে ইস্তফা দিয়েছেন।

সুলিখিত ইস্তফাপত্রে চুপ্পু বলেছেন, 'আমার হৃদযন্ত্রে বাইপাস সার্জারি হয়েছে। ইদানিং স্বাস্থ্য পরীক্ষায় অটোনোমিক নিউরোপ্যাথি নামক রোগ শনাক্ত হয়েছে। এই রোগের কারণে আমি মাঝে মাঝে ক্ষণিক অচেতন হয়ে যাই। রোগসমূহের প্রাদুর্ভাবে শারীরিক ও মানসিক অসামর্থ্যতার কারণে রাষ্ট্রপতির মতো গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক পদের দায়িত্ব পালন করা আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। আমার দীর্ঘমেয়াদে চিকিৎসা প্রয়োজন।' মূলত সে কারণে তাঁর এই 'নাইস অ্যান্ড অ্যাট্রাক্টিভ' ডিসিশন।

রাষ্ট্রপতির চাকরিটা পেতে চুপ্পুকে আবেদন করতে হয়নি, কোনো লবিং করতে হয়নি, কারও সঙ্গে কোনো ধরনের প্রতিযোগিতায়ও যেতে হয়নি। নিজের নিয়োগপ্রাপ্তির ইতিবৃত্ত বর্ণনা করতে গিয়ে চুপ্পু একাধিকবার এ বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। সেসব বক্তব্য ইউটিউবে দেখা যাচ্ছে। রাষ্ট্রপতি হওয়ার পরপর চুপ্পু বলেছিলেন, 'কপালে যে আল্লাহ এত বড় জিনিস লিখে রাখছে, এটা কেমন করে বলব বলেন? আমার আব্বা আম্মাও জীবিতকালীন কখনো দোয়া করেননি যে আমার ছেলে রাষ্ট্রপতি হবে। কারণ তাঁরাও কল্পনা করতে পারেননি, তাঁদের ছেলে রাষ্ট্রপতি হবে।' চুপ্পুর বাবা-মা এবং তাঁর নিজের পক্ষে যে সাফল্য কল্পনায় আনাও সম্ভব ছিল না, সেই সাফল্য তাঁর বাবা মা দেখে যেতে পারেননি। চুপ্পুর এই 'বাজান দেইক্ক্যা গ্যালা না মুই অইলামডা কী' দশার মতো অসম্ভবকে সম্ভব করেছিলেন ক্ষমতাচ্যুত হয়ে ভারতে আশ্রয় নেওয়া সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি ভালো করে জানতেন, গোলমাল থেকে 'গোল'টা বাদ দিয়ে নিজের বশ মানা 'মাল'টা নিতে হয়।

এই মর্মান্তিক আক্ষেপ এই অধমের লেখা গল্পের ছিরু মোল্লা চরিত্রটির কথা মনে করিয়ে দেয়।

গল্পে ঘটনাক্রমে ইউপি ইলেকশনে দাঁড় করানো হয় হতদরিদ্র ছিরু মোল্লাকে। ভোট শেষে দেখা যায় ছিরু বিপুল ভোটে জিতেছে। জনতা ছিরুকে কাঁধে তুলে বিজয় মিছিল করতে থাকে। পথের পাশেই বাপের কবর দেখে জনতার কাঁধে চেপে থাকা ছিরু বলে ওঠে, 'নামাও! বাপজানের কবরের কাছে মোরে এট্টু নামাও!' নামানো হলো। ছিরু কবরের ওপর শুয়ে বিকট চিৎকার করে বলতে লাগল, 'ওরে বাজান দেইক্ক্যা গ্যালা না মুই অইলামডা কী?'

গত তিনমাস মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে সালাম করতে গেলে উনি আমার সালাম নিতেন না। আমি দেখতাম যে, উনার চরণের ধুলা আমি পাই না। আমার মিশ্র প্রতিক্রিয়া হচ্ছিল।

চুপ্পুর এই 'বাজান দেইক্ক্যা গ্যালা না মুই অইলামডা কী' দশার মতো অসম্ভবকে সম্ভব করেছিলেন ক্ষমতাচ্যুত হয়ে ভারতে আশ্রয় নেওয়া সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি ভালো করে জানতেন, গোলমাল থেকে 'গোল'টা বাদ দিয়ে নিজের বশ মানা 'মাল'টা নিতে হয়।

অ্যাবসোলিউট অনুগত মাল চেনার জন্য শেখ হাসিনাকে আবুল মাল আবদুল মুহিতের মতো বিচক্ষণ লোকেরও পরামর্শ নিতে হয়নি। কারও সাথে আলাপ না করেই তিনি চুপ্পুকে রাষ্ট্রপতি বানানোর কথা ভেবেছিলেন। চুপ্পু পরে তা খোলাখুলি বলেছিলেন।

চুপ্পু বলেছিলেন, 'গত তিনমাস মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে সালাম করতে গেলে উনি আমার সালাম নিতেন না। আমি দেখতাম যে, উনার চরণের ধুলা আমি পাই না। আমার মিশ্র প্রতিক্রিয়া হচ্ছিল। আমি সালাম করতে গেলেই উনি "না, থাক থাক" বলে পা সরিয়ে নিতেন। কিন্তু সে সময়ই রাষ্ট্রপতি হিসেবে উনার মনের মধ্যে আমার নাম প্রোথিত হয়ে গিয়েছিল এবং সে জন্যই যে উনি আমার সালাম নেওয়াটা বিব্রতকর মনে করতেন, এটা তো পরে বুঝলাম। আগে তো বুঝতাম, উনি আমার ওপর বিরক্ত।'

রাজনীতিতে আলসারের মতো বাসা বাঁধা কদমবুসি কালচার যে ফায়দাবিহীন কায়দা নয়: এরপর ১৫ পৃষ্ঠায়

> কেমনে কেমনে জানি পরিস্থিতি ম্যানেজ করে ফেললেন। কিছুদিন আগে চিকিৎসার জন্য লন্ডনে থাকার সময় চুপ্পু দিল্লিপ্রবাসী শেখ হাসিনার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেছেন বলে পত্রিকায় খবর বের হয়। এরপরই চুপ্পু তাঁর শোয়া থেকে দাঁড়ানো অবস্থায় যাওয়ার সময়কালীন মাথায় চক্কর মারা রোগটি সামনে এনে পদত্যাগ করেন। অনেকে প্রশ্ন করছেন, চুপ্পুর বিগত দিনের ঝাড় ওঠানো কাজকর্মের জন্য তাঁর বিচার কী করা যাবে? চুপ্পুর দাবি, সংবিধানের ৫১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী তাঁর বিচার করা যাবে না। এটি হলো রাষ্ট্রপতি পদে দায়িত্ব পালনের সময় করা সব কাজের দায়মুক্তি। কিন্তু যদ্দুর জানি, দুবাইয়ে টাকা পাচার, মালয়েশিয়ায় 'সেকেন্ড হোম'-এই সব অভিযোগের দায়মুক্তি ৫১ অনুচ্ছেদ দেবে না। ফলে চুপ্পুর এই পদত্যাগ সত্যিই 'নাইস', নিঃসন্দেহে 'অ্যাট্রাক্টিভ', কিন্তু নিঃশব্দে নিঃশেষ নয়

দেশে যাওয়ার পথে কম খরচে ওমরাহ করে যেতে পারেন

স্পেশাল ওমরাহ প্যাকেজ $১৫৫০

- ওমরাহ প্যাকেজ
- ওমরাহ ভিসা
- মোয়াল্লেম
- হোটেল ও ট্রান্সপোর্ট

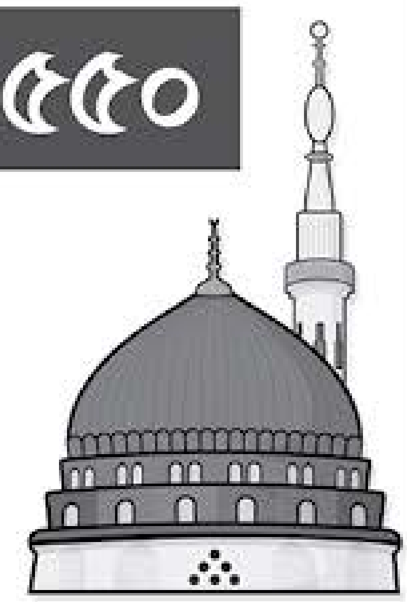

বিশ্বের সকল দেশের ভিসা প্রসেসিং করা হয়

Mohammad B Hossain (Belal)
President & CEO

সবচেয়ে কমদামের গ্যারান্টি আমরাই দিচ্ছি

৭৪৯
JFK-Dhaka-JFK Return

আমরা IATA অনুমোদিত
আমরা ARC অনুমোদিত

DELTA AIR LINES
Biman BANGLADESH AIRLINES
AmericanAirlines
ETIHAD AIRWAYS
QATAR AIRWAYS
Emirates
KUWAIT AIRWAYS

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট

BANGLA TRAVELS JACKSON HEIGHTS, NEW YORK

BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK

আমরা বিভিন্ন এয়ার লাইন্সের স্টক হোল্ডার

বাংলাদেশ থেকে আসার টিকেট সবচেয়ে কম দামে আমাদের কাছেই পাবেন।

আবু তাহের খান — ট্রাভেল কনসালটেন্ট
কাঞ্চন — ট্রাভেল কনসালটেন্ট
জামান রঞ্জু — ট্রাভেল কনসালটেন্ট
কে.এম. শহিদ — ট্রাভেল কনসালটেন্ট
মাহির — ট্রাভেল কনসালটেন্ট
জাহাঙ্গীর — ট্রাভেল কনসালটেন্ট
নিলয় — ট্রাভেল কনসালটেন্ট

NEW YORK OFFICE
73-05 37th Road,
Jackson Heights
NY 11372

ATLANTA OFFICE
4229 1st Ave, Suite B,
Tucker, GA 30084
Tel: 404-704-7753

DHAKA OFFICE
Floor #03, House #09
Road # 17, Block-E,
Banani, Dhaka-1213
+88 01711256872

Phone: 917-396-4140, 917-592-7828

দেশীয় পুঁজি বিদেশমুখী: দেশীয় বিনিয়োগের ভবিষ্যৎ কী

ড. মাহবুব উল্লাহ্

বাংলাদেশের মোট রপ্তানি আয়ের বেশির ভাগ আসে তৈরি পোশাক খাত থেকে। এই খাতে ৪০ লাখ লোকের কর্মসংস্থান হয় বলে খাতটি হয়ে উঠেছে কর্মসংস্থানের একটি বড় উৎস। এ খাতের বেশির ভাগ শ্রমিক নারী। এদিক থেকে খাতটি নারীর ক্ষমতায়নেও ভূমিকা রাখছে। এ খাতের মাধ্যমে বাংলাদেশ বিশ্ববাজারে একটি পরিচিতি অর্জন করেছে।

এ খাতটির জন্ম হয়েছিল শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ও আমলা মুক্তিযোদ্ধা নুরুল কাদের খানের হাত ধরে। সেই হিসাবে খাতটির বয়স দাঁড়িয়েছে ৫০ বছরের মতো। অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের পুরোধা পুরুষ জার্মান অর্থনীতিবিদ ফ্রিড্রিক লিস্টের শিল্প সম্পর্কে একটি বহুল আলোচিত মত হলো, ঘঁৎংব ঃযব নধনু, ঢ়ৎড়ঃবপঃ ঃযব পযরষফ, ঋৎবব ঃযব ধফঁষঃ. এটাই হলো বিখ্যাত শিশু শিল্পের যুক্তি। বাংলাদেশের পোশাকশিল্প খাত গত ৫০ বছরেও কেন নাবালকত্ব পেরিয়ে সাবালক হতে পারল না? কেন এ শিল্পকে বছরের পর বছর ধরে নানারকমের প্রণোদনা দিতে হচ্ছে। সরকারও পোশাকশিল্প মালিকদের দাবির কাছে বারবার মাথা নোয়াচ্ছে। পোশাকশিল্প মালিকরা যখন প্রণোদনার দাবি তুলে নানারকম যুক্তি প্রদান করেন, তখন মনে হয় তাদের যুক্তি অকাট্য। যে শিল্প ৫০ বছর পরও প্রণোদনা না পেলে বিশাল ক্ষতির সম্মুখীন হবে বলে দাবি করা হয়, সেই শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে জনগণের ট্যাক্সের টাকায় কেন প্রণোদনা দিতে হবে?

পৃথিবীর যেসব দেশে শিল্পায়ন হয়েছে, সেসব দেশে একটি খাতকে কেন্দ্র করেই শিল্পায়নের সূচনা হয়েছে। কিন্তু যতই দিন গড়িয়েছে একটি শিল্পকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠা শিল্পায়ন অচিরেই বহুমুখী হয়েছে। শিল্পায়নের ইতিহাসে এঃবীঃরষব ভরৎংঃ বলে একটি কথা আছে। বস্ত্রশিল্পকে কেন্দ্র করে শিল্প খাতের বিকাশ শুরু হয়েছিল ওইসব দেশে। কালক্রমে বস্ত্রশিল্প থেকে আরও নতুন নতুন শিল্প খাতের উদ্ভব ঘটেছে। সমুদ্রগামী বাষ্পীয় পোত থেকে শুরু করে রেলের লোকোমোটিভ তৈরি এ শিল্প খাতকে বহুমুখী করেছে। শিল্প খাতের যাত্রা লাইট ইন্ডাস্ট্রি দিয়ে সূচিত হয়ে হেভি ইন্ডাস্ট্রি ও হেভি কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি হয়েছে। ইস্পাত খাত হয়ে দাঁড়িয়েছে শিল্পায়নের অনুষঙ্গ। কিন্তু এটা কী করে সম্ভব হয়েছে তা একটি বিরাট প্রশ্ন। শুরুর দিকে শিল্পকারখানার মুনাফা উত্তরোত্তর বিনিয়োগ হয়ে শিল্প খাতের প্রসার ঘটিয়েছে। বাংলাদেশে পোশাকশিল্পের বয়স ৫০ হলেও এ খাতের প্রসার সম্ভব হলো না কেন, সেটি একটি বিরাট প্রশ্ন। এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের শিল্প খাতকে সঠিকভাবে বহুমুখী ধারায় বিকশিত একটি শিল্প খাত বলা যায় না। হ্যাঁ, দেশে কিছু কিছু ওষুধশিল্প, চামড়াশিল্প, প্লাস্টিকশিল্প, সিরামিকশিল্পসহ বেশকিছু ছোট আকারের শিল্প গড়ে উঠেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, পরে উল্লিখিত শিল্পগুলোর আকার অত্যন্ত ছোট। সে কারণে বাংলাদেশের শিল্প খাতকে সত্যিকার অর্থে বহুমুখী বলা যায় না। চামড়াশিল্পের কথাই ভাবুন। এ শিল্পের কাঁচামাল হিসাবে পশুর চামড়ার জোগান বিশাল। অবস্থা এতটাই সংকটজনক হয়ে উঠেছে যে, ঈদুল আজহার সময় কুরবানি করা পশুর চামড়া পানির দরে বিক্রি হয়। তারপরও চামড়াশিল্পের কাঙ্ক্ষিত বিকাশ হতে পারছে না এবং দেশীয় চামড়া দিয়ে তৈরি জিনিসপত্র বিদেশের বাজারে ঠাঁই পাচ্ছে না। এর একটা বড় কারণ, চামড়া প্রক্রিয়াকরণ করা হয় পরিবেশের প্রতি অবান্ধবভাবে। উন্নত বিশ্বের বাজারে চামড়াজাত পণ্য পরিবেশসম্মতভাবে উৎপাদিত না হলে বিদেশি ক্রেতারা এসব পণ্য কিনতে চায় না। ক্ষেত্রবিশেষে কিনলেও ভালো দাম পাওয়া যায় না। সরকার পরিবেশসম্মতভাবে চামড়া প্রক্রিয়াকরণ শিল্প রাজধানীর হাজারীবাগ থেকে সাভারে স্থানান্তর করলেও সেন্ট্রাল পলিউশান ট্রিটমেন্ট দীর্ঘদিন পরও ভালোভাবে গড়ে না ওঠার ফলে পরিবেশদূষণ রোধ করা যাচ্ছে না। যতদূর জানি, রাষ্ট্রীয়ভাবে এই এফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টটি তৈরি করার কথা থাকলেও প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ না হওয়ার ফলে প্ল্যান্টের কাজ থমকে আছে। এ ব্যাপারে সরকারের মনোযোগ আকর্ষণ করছি।

দৈনিক বণিক বার্তা ২১ জুলাই বাংলাদেশের পোশাকশিল্প সম্পর্কে একটি বড় প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। এ প্রতিবেদনের শিরোনাম হলো 'নতুন খাত ও দেশের বাইরের গন্তব্যে ছড়িয়ে পড়ছে বাংলাদেশের পোশাকশিল্পে গড়া পুঁজি ও সম্পদ'। যুক্তরাজ্যভিত্তিক দ্য প্লাটিনাম ক্যাপিটালের প্রতিবেদনটির বাংলা অনুবাদই এই প্রতিবেদনের ভিত্তি। বণিক বার্তার প্রতিবেদনে লেখা হয়েছে, কয়েক দশক ধরে বাংলাদেশের পোশাকশিল্পকে চার হাজার সাত শত কোটি ডলারের রপ্তানি খাতে পরিণত করা উদ্যোক্তারা কারখানার উৎপাদন ও সম্প্রসারণেই মনোযোগী ছিলেন। তারা লভ্যাংশ আবার বিনিয়োগ করেছেন উৎপাদন বাড়াতে, কারখানার সক্ষমতা বাড়িয়েছেন। প্রতি ইউনিটে সেন্টের ভগ্নাংশ মেপে বিশ্ববাজারে প্রতিযোগিতা চালিয়ে গেছেন। কিন্তু এখন সেই যুগের অবসান ঘটেছে।

ঢাকা ও চট্টগ্রামের পাশাপাশি পোশাকশিল্পে গড়ে ওঠা পুঁজি ও সম্পদ এখন ক্রমেই দুবাই, সিঙ্গাপুর ও লন্ডনের আবাসন, আর্থিক সেবা, কৃষিভিত্তিক ব্যবসা ও প্রযুক্তি খাতে ছড়িয়ে পড়ছে। বাংলাদেশের নতুন প্রজন্মের শিল্পোদ্যোক্তারা নীরবে এমন বহুমুখী বিনিয়োগ পোর্ট ফোলিও গড়ে তুলেছেন, যার ধরন গাজীপুরের কারখানাকেন্দ্রিক ব্যবসার চেয়ে উপসাগরীয় অঞ্চলের পারিবারিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেই বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ।

বাংলাদেশের মোট রপ্তানি আয়ের ৮৪ শতাংশেরও বেশি আসে তৈরি পোশাক খাত থেকে। এ এরপর ৪৩ পৃষ্ঠায়

এ পরিস্থিতিতে বাংলাদেশী পুঁজির বিদেশমুখী হওয়া ঠেকানো কঠিন হয়ে পড়েছে। বাংলাদেশি পুঁজি ঘরের বাইরে যেতেই স্বচ্ছন্দবোধ করে। প্রশ্ন হলো, দেশে যদি পরিবেশ পরিস্থিতির উন্নতি ঘটে, তাহলে কি পলায়নপর পুঁজি আবার বাংলাদেশে ফিরে আসবে? বণিক বার্তার প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাংলাদেশি পুঁজির বিদেশমুখিতার সূচনা ২০২৬ সালে। এ কথাটি কতটুকু বিশ্বাসযোগ্য? কারণ, আগের বছরগুলোয়ও রপ্তানি আয়ের অংশবিশেষ বাংলাদেশে ফিরে আসেনি। বর্তমান সরকার বিনিয়োগভিত্তিক প্রবৃদ্ধির কৌশল গ্রহণ করেছে। অবশ্য সব প্রবৃদ্ধিই বিনিয়োগচালিত। এখন যখন বণিক বার্তার প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে, নতুন খাত ও দেশের বাইরের গন্তব্যে ছড়িয়ে পড়ছে বাংলাদেশের পোশাকশিল্পে গড়া পুঁজি ও সম্পদ, তখন দেশের ভেতরে বিনিয়োগ নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়

মানুষ মানুষের ভয়ে তটস্থ

জাঁ- নেসার ওসমান

এইডা আবার কি কথা মানুষ, মানুষের ভয়ে মরছে! আরে মিয়া ভাই মানুষ একটা সামাজিক জীব, হেরা বেবাগতে মিল্লামিইশ্যা এক লগে বসবাস করের আর আপনে কন মানুষ, মানুষের ভয়ে মরছে! ধ্যাৎ এইডা হয় নাকি?

আচ্ছা ভাই এই যে গত কয়েক দিন আগে চট্টগ্রামে ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডারদের তোরা অফিসে যেয়ে চাঁদার জন্য ভাঙচুর করলি, বললি চাঁদা না দিলে ব্যবসা করতে পারবেন না। এটা কি মানুষ করেনি?

হ, মাইনশ্যেই কোরছে। তবে হেরা বদমানুষ। মানুষ কুনো দিন অন্য লোকের জিনিস জুর কইরা খাওয়াতো দূরের কথা ধইরাও দেখবো না। মনে করেন কুত্তা, হের যুদি ক্ষিদা লাগে, আর সামনে যুদি দেখে কুনো খাবার, তয়লে কিন্তু কুত্তা একবারও চিন্তা কোরবোনা এই খাবারের মালিক ক্যেডা, খাবারের দাম কত, কাউরে না জিগায়া খাওন ঠিক হোইবো কিনা, কুত্তা সিধা খাওনে মুখ দিয়া বোইবো। কিন্তু মাইনশ্যের হাজার ক্ষিদা লাগুক হেয় পরের খাওনে মুখ লাগাইবো না, কারণ হেয় মানুষ।

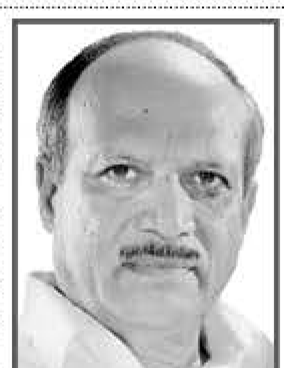

তাই তোমরা যদি মানুষই হও, তাহলে সমাজে এ্যাতো অসংগতি বিরাজ কোরছে ক্যেনো?

স্যার আপনেরা শিক্ষিত মানুষ আপনেরা বুজেন না সমাজের এই অসংগতির কথা! চিন্তা করেন বাংলাদেশের জন্মের আগে এই ভূখন্ডে আপনেরাই বসবাস করতেন, ঠিক কি না?

আরে ভাই এত পানির মতো স্বচ্ছ, বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশের অবস্থানের পূর্বে এই অঞ্চলে আমি আমার পূর্ব পুরুষ তারাই বসবাস করতেন।

তারা কি মানুষ আছিলো না?

নিশ্চয় তারা মনুষ্য পদবাচ্য প্রাণীই ছিলেন, অন্য কিছু ছিলেন না।

তায়লে, তহন কি ব্যবসায়িগো কুনো মানুষ চান্দা না দিলে ব্যবসা করতে দিবো না, চান্দা না দিলে ভাঙচুর এমুন কুনো ঘটনা ঘটছে?

আরে নারে ভাই, তখন সমাজে এইসব চাঁদাবাজি-গু-াগির্দি, নিরীহ মানুষের ওপর সবলের অত্যাচার, ক্ষণে ক্ষণে নারীদের ওপর অত্যাচার, দলবেঁধে গ্যাং অত্যাচার এসবের ধারণাই ছিল না।

এলা বুঝেন, তহনো তো আপনেরাই সমাজে বসবাস করতেন, তহন তো আপনেরাই দেশের মইধ্যে ব্যবসা কোরতেন, আপনেগোর বইন-মাইয়ারাইতো সমাজে চলাফেরা কোরতো, তাইলে তহন আপনেরা সমাজে মাইনশ্যের মতুন চলাফেরা কোরতেন অহন পারেন না ক্যেন? স্বাধীনতার পর কি আপনেগো ডিএনএ চেঞ্জ হয়া গেছেগ্যা?

না না, ডিএনএ কেনো রাতারাতি চেঞ্জ হবে! তখন সমাজে একটা সিসটেম ছিল সবাই তার প্রোটকল মেনে চলত। তখন কোনো বাড়ির গৃহকর্মী চারশ কোটি টাকার মালিক হবে! তা ভাবাই যায় না! আরে জানিস আমাদের সময় রেশনের ব্যবস্থা ছিল। তখন অনেক রেশনের দোকানদার যেসব চিনি, চাল বা আটা, পুরোটা শেষ হতো না সেটা গোপনে, খোলাবাজারে বিক্রি করে কিছু মুনাফা করত। ব্যাস যেই বিষয়টা আর গোপন থাকেনি, জানাজানি হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে ফুড ডিপার্টমেন্টের লোকেরা রেশনের দোকানদারদের গোডাউন সার্চ করতে শুরু করল। আর যেসব চালাক রেশনের দোকানদার নিজ বাড়িতে চাল চিনি মজুদ করেছিল, তারা সব রাতারাতি বাড়ির পাশের পুকুরে ফেলে দিল।

কন কী, এসব মণ কা মণ লবণ, চাউল চিনি পুস্কুরনিতে ফালায়া দিছে?

শুধু ফালায়া দিছে না, যারা হাতে নাতে ধরা পড়েছে, তাদের লাইসেন্স বাতিল, জেল ও জরিমানা। এই ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা পূর্ব সমাজের চালচিত্র।

তায়লে কন তহন কি সমাজে আপনের মতুন মানুষই তো আছিল। যারা অহন একটু বুইড়া হোইছেন।

তুই কি বলতে চাস যে, আমরা বৃদ্ধ হয়েছি বলে আমাদের বোধ বুদ্ধি লোপ পেয়েছে। তাই বর্তমান সমাজে এ্যাতো অসংগতি?

আরে না না, আপনে আমারে ভুল বুইঝেন না! আপনেরা বুইড়া হোইছেন বোইলা দেশের অবস্থা খারাপ হোইছে, হেই কথা আমি কোইনা। আমি কোইছি, আপনেরা বাংলাদেশ স্বাধীনের পর আপনেগো কামটা ঠিক মতুন করেন নাই। তাই বর্তমানে বাংলাদেশে এ্যাতো উল্টাপাল্টা কাম দেখতাছেন?

হ্যাঁ হ্যাঁ, বাঙালি এখন প্রাইভেট প্লেনের মালিক, ব্যাংকের মালিক, স্টিমার-বিদেশগামী জাহাজের মালিক। একটু উল্টাপাল্টা তো হোয়েইছে। বাংলাদেশ স্বাধীন না হলে, তোরা বাঙালিরা প্রাইভেট প্লেনের সুইপার থাকতি, আর ব্যাংকের বাথরুম পরিষ্কারের দায়িত্ব পালন করতি।

না না বাংলাদেশ স্বাধীন নাহোইলে বাঙালি কখোনোই বিশ্ব ক্রিকেটে চান্স পাইতো না, ভারতের মতুন ১৪০ কুটির পাবলিকরে মাইয়াগো সাফ গেমসে ফুটবলে হারাইতেও পারতো না। এ সবই ঠিক আছে, বাংলাদেশ স্বাধীন নাইলে আমরা পাঞ্জাবিগো গোলামি কোরতাম সবই ঠিক আছে, কিন্তু আমি কোইছি আপনেরা দেশটা স্বাধীন করার পর এমন অবস্থা কোরলেন যে, আপনে নিজেই কন মানুষ, মানুষের ভয়ে মরছে!

আমি ঠিকই তো বলছি, আজ তোরা এক বৃদ্ধলোক আল্লাহতায়ালার পবিত্র ঘরের সামনে এরপর ৪৩ পৃষ্ঠায়

এটা কি মানুষের কাজ হোয়েছে, বয়োবৃদ্ধকে হোটেল কামরায় তরুণীসহ ধরে ভিডিও কোরে ইউটিউবে প্রচার কোরলি, এটা কি মানুষের কাজ হোয়েছে, অফিসারের গন্ধ নিয়ে ব্যক্তিগত ফোনালাপ তুই ফাঁস করলি, এটা কি মানুষের কাজ হোয়েছে? মিয়া ভাই এই রূপ লিস্টি দিলে সারা রাত শেষ হয়া যাইবো, আমি কোই কি দেশ স্বাধীনের পর, আপনেরা যারা তখন দেশ পরিচালনার দায়িত্ব পাইছিলেন তারা ঠিক মতুন নিজেগো দায়িত্ব পালন করেন নাই, তাই দেশে আজ এ্যাতো অসংগতি। আপনেরা ট্যাকা ট্যাকা কোইরা ট্যাকার পেছনে দৌড়াইলেন, তার ফলস্বরূপ আইজ বাঙালি জাতিটার বারোটা বাজাইলেন। আর অহন কন মানুষ, মানুষের ভয়ে মরছে! তুই যতই বৃদ্ধদের দোষ দে আমি কিছু বলব না, কিন্তু তোরা যে জেন-জি, তোরাও তো টাকার পেছেনে সারমেয়র মতো ছুটছিস! তাহলে? তাহলে?

بسم الله الرحمن الرحيم

জুড়ী সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতি অব ইউএসএ,ইন্‌ক
JURI SOCIAL & CULTURAL SOCIETY OF USA, INC.

বার্ষিক বনভোজন ২০২৬

আসসালামু আলাইকুম ও আদাব।

যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত জুড়ী উপজেলার সকল প্রবাসী ভাই-বোন ও তাঁদের পরিবারকে জানাই আন্তরিক আমন্ত্রণ।

আসুন, পরিবার-পরিজন ও বন্ধুদের নিয়ে জুড়ী সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতি অব ইউএসএ আয়োজিত বার্ষিক বনভোজন ২০২৬-এ অংশগ্রহণ করি। আনন্দ, সম্প্রীতি ও ভালোবাসায় ভরা একটি দিন একসাথে উপভোগ করি এবং প্রবাসে আমাদের পারস্পরিক বন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করি।

2nd August 2026
Sunday @10AM-7PM
Venue:
Astoria Park
Astoria, New York

অনুষ্ঠানসূচী

- ক্রীড়া প্রতিযোগিতা
- মধ্যাহ্নভোজ
- আনন্দ আড্ডা
- পুরস্কার বিতরণী
- র‍্যাফেল ড্র

পিকনিক সংক্রান্ত অনুদান ও যেকোনো তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন:

Jahangir Alam Saiful
Zelle: 646-886-1175

Mohammed Nazrul Islam
Zelle: 631-746-5258

★ র‍্যাফেল ড্র এর আকর্ষণীয় পুরস্কারসমূহ ★

01 Gold Chain (10g)
02 iPhone 17
03 Apple Watch
04 70" Smart LED TV
05 Laptop
06 Apple IPdad
07 Apple iPad
08 Apple AirPods Pro 3
09 Apple AirPods
10 55" Smart LED TV
11 Adult Bicycle
12 Vacuum Cleaner
13 Microwave Oven

আয়োজন ও দাওয়াতক্রমে

জুড়ী সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতি অব ইউএসএ,ইন্‌ক এর কমিটির পক্ষে
বনভোজন ২০২৬ আয়োজক কমিটি

প্রগ্রেসিভ ফোরামের সমসাময়িক বাংলাদেশ বিষয়ক সেমিনার

৩ পৃষ্ঠার পর

মর্যাদা, ন্যায়বিচার ও শান্তি বিনষ্ট করে। পুঁজিবাদ নিজস্ব স্বার্থ ও টিকে থাকার প্রয়োজনে এসব সমস্যার কার্যকর সমাধানে আন্তরিকভাবে এগিয়ে আসে না; বরং অনেক ক্ষেত্রে এসব সংঘাত ও বিভাজন থেকে সুবিধা নেওয়ার চেষ্টা করে।

তিনি বলেন, বর্তমানে বিশ্বে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন, গণতান্ত্রিক উত্তরণ, মানবিক সমাজ নির্মাণের প্রচেষ্টা এবং শ্রমিকদের অধিকার আদায়ের সংগ্রাম অনেক ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়েছে। সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী ব্যবস্থা অতীতের ধারাবাহিকতা বহন করলেও বর্তমান সময়ে তা নতুন এক স্তরে উন্নীত হয়েছে। পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থাকে নিরাপদ রাখতে নানা ধরনের ধ্যান-ধারণা, মতাদর্শ, তত্ত্ব ও জ্ঞানের উৎপাদন এবং বিস্তার ঘটানো হচ্ছে। এভাবেই গড়ে উঠছে বিশ্বতত্ত্ব কারখানা (জিটিআই)', যার অন্যতম কেন্দ্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ এবং সেখানকার একাডেমিক পরিমণ্ডল। এসব তত্ত্বের অনেকগুলোই সংগ্রামের মাঠে নয়, বরং বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক পরিবেশে বিকশিত হয়েছে।

ড. রহমান আরও বলেন, ইতিহাসের বহু গুরুত্বপূর্ণ অর্জন সম্ভব হয়েছে সংগঠিত গণআন্দোলনের মাধ্যমে, যেখানে ব্যক্তি স্বার্থের পরিবর্তে সমাজ, জাতি ও জনগণের বৃহত্তর স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। সমসাময়িক পুঁজিবাদী সমাজে মানুষ ক্রমশ ব্যক্তিগত সাফল্য ও আত্মোন্নয়নের দিকে বেশি মনোযোগী হয়ে উঠছে। পুঁজিবাদ ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে উৎসাহিত ও পুরস্কৃত করে, যার ফলে মানুষের মনোযোগ ব্যক্তিগত অর্জনের দিকে কেন্দ্রীভূত হয় এবং বৃহত্তর সামাজিক, জাতীয় ও বৈশ্বিক সংগ্রামে অংশগ্রহণের আগ্রহ কমে যায়। ব্যক্তিকেন্দ্রিক এই প্রবণতা সম্মিলিত আন্দোলন ও সমাজভিত্তিক উদ্যোগকে দুর্বল করে দিতে পারে।

সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন প্রগ্রেসিভ ফোরাম ইউএসএ'র সভাপতি হাকিকুল হক। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেন বাচ্চু। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি ও সাবেক ছাত্রনেতা আনোয়ারুল হক। সেমিনারের শেষ দিকে প্রাণবন্ত প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশগ্রহণকারীরা বিশ্বরাজনীতি, বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি এবং সমসাময়িক সামাজিক ও রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় জনসচেতনতা, গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ এবং সম্মিলিত সামাজিক দায়বদ্ধতার গুরুত্ব নিয়ে মতবিনিময় করেন। উপস্থিত বক্তা ও অংশগ্রহণকারীরা মত প্রকাশ করেন যে, সমতা, মানবিক মূল্যবোধ, গণতন্ত্র এবং সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সমাজের সকল স্তরের মানুষের সক্রিয় ও সম্মিলিত অংশগ্রহণ অপরিহার্য।

আটলান্টিক সিটিতে বিএএসজের ক্রিকেট টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত

আজকাল রিপোর্ট

নিউ জার্সির আটলান্টিক সিটিতে বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব আটলান্টিক কাউন্টির উদ্যোগে ক্রিকেট টুর্নামেন্ট ২৬ জুলাই সিটির ৫০২ উত্তর এনাপলিস এভিনিউস্থ মাঠে আয়োজিত হয়েছে। দিনব্যাপী ক্রিকেট টুর্নামেন্টটি ছিল কমিউনিটির যুব সমাজের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি, ঐক্য ও সৌহার্দ্যের সেতু বন্ধন। টুর্নামেন্টে নিউ ইয়র্ক, নিউ জার্সি ও পেনসিলভেনিয়ার ১২টি ক্রিকেট দল অংশগ্রহণ করে। দিনের শুরুতে ক্রিকেট সংগঠক সাব্বির হোসেন ভূঁইয়া বিএএসি নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে ক্রিকেট টুর্নামেন্ট উদ্বোধন করেন এবং অংশগ্রহণকারী দলের খেলোয়াড়দের সাথে পরিচিত হন। ক্রিকেট টুর্নামেন্টে কর্তারজ টাইগার ক্রিকেট দল পাক কাশ্মীর ক্রিকেট দলকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয়। টুর্নামেন্টে সেরা ব্যাটসম্যান হিসেবে ইমতিয়াজ ও সেরা বোলার হিসেবে সালমান নির্বাচিত হয়েছেন। টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন ফারহান। বিএএসির কর্মকর্তারা বিজয়ী ও বিজিত দলের খেলোয়াড়দের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। ক্রিকেটের উন্মাদনা উপভোগ করতে বিভিন্ন কমিউনিটির লোকজন এবং ক্রিকেটপ্রেমীরা উপস্থিত ছিলেন। সংগঠনের ক্রীড়া সম্পাদক রাজিন চৌধুরী টুর্নামেন্টটি আয়োজনে মুখ্য ভূমিকা রাখেন। তাকে সহযোগিতা করেন তপু, আহমেদ, মনসুর প্রমুখ।

বিএএসি সভাপতি শহীদ খান, সাধারণ সম্পাদক সোহেল আহমেদ টুর্নামেন্ট সফল করায় সবাইকে ধন্যবাদ জানান।

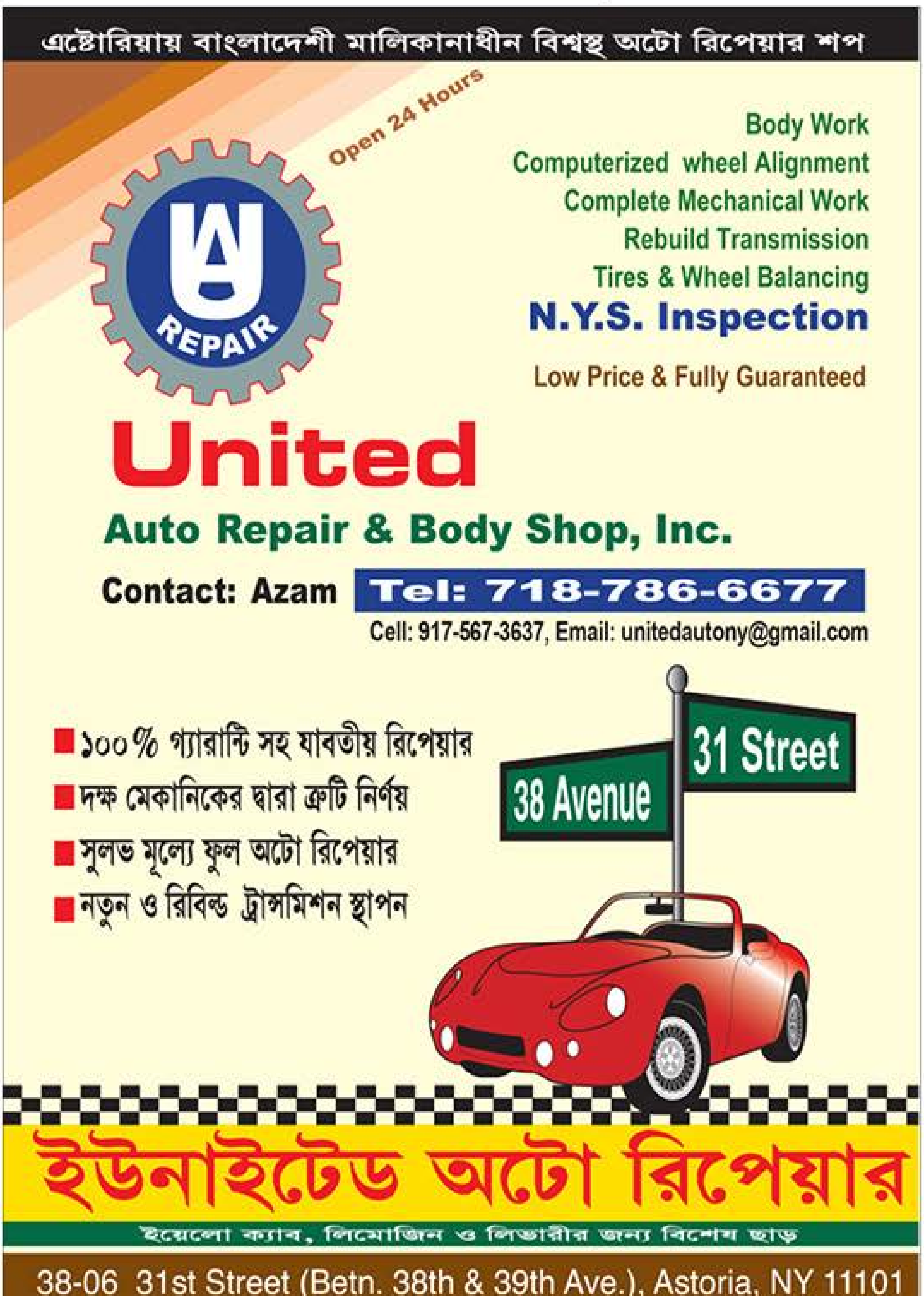

চুপ্পুর 'নাইস অ্যান্ড অ্যাট্রাক্টিভ' সিদ্ধান্ত

১০ পৃষ্ঠার পর

কলমবুলি যে ক্যারিয়ার বানানোর কঠিন কৌশল; তা চুপ্পু জানতেন। বিচারক থাকা অবস্থা থেকে শুরু করে দুর্নীতি দমন কমিশনের পরিচালক, এস আলম গ্রুপের কোম্পানির পরিচালক ও এস আলম গ্রুপের দখল করা ইসলামী ব্যাংকের ভাইস চেয়ারম্যান থাকা অবস্থায় তিনি পর্দার আড়ালে থেকে ঝড় তুলতেন। কিন্তু মুখে বলতেন না। তবে রাষ্ট্রপতি হওয়ার পর তিনি নিজের মুখে ঝড় তোলার ঘোষণা দিয়েছিলেন।

রাষ্ট্রপতি হওয়ার পর চুপ্পু পাবনায় এক জনসমাবেশে যান। সেখানে শামিয়ানা টাঙানো হয়েছিল। তিনি ভাষণ দেওয়া শুরু করার পর ঝড় উঠল।

শামিয়ানা উড়ে যাওয়ার অবস্থা দেখে দ্রুত রাষ্ট্রপতিকে ভাষণ শেষ করার জন্য অনুরোধ করতে একজন এসএসএফ সদস্য এলেন। চুপ্পু তাঁকে বললেন, 'কী হয়েছে? কী সমস্যা?' এসএসএফ সদস্য বললেন, 'ঝড় উঠেছে।' চুপ্পু ধমক দিয়ে বললেন, 'ঝড় উঠেছে উঠুক! তো কী হয়েছে? আমিই তো ঝড় উঠাচ্ছি এখানে।' আসলেই বিচার বিভাগ, প্রশাসন, দুদক, ব্যাংকিং খাত-কোথায় তিনি ঝড় ওঠাননি?

বিচারক থাকাকালে তাঁর নামের চেয়ে বদনাম রটেছিল বেশি। পরে দুদকের কমিশনার হওয়ার পর সেই বদনাম আরও বেড়েছিল। ওই সময় এস আলমের কবজা করা দুটি ব্যাংকের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন তিনি। বাজারে এই কথা চালু আছে যে, তাঁর রাষ্ট্রপতি হওয়ার পেছনে এস আলমের তদবির-তকবির কাজ করেছে। সেই জোরেই তিনি ঝড় তুলেছেন।

রাষ্ট্রপতি পদ থেকে মো. সাহাবুদ্দিনকে অপসারণের দাবিতে বঙ্গভবনের সামনে এমন বিক্ষোভ হয়েছিল ২০২৪ সালে। ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট মধ্যরাতে আওয়ামী সরকার লন্ডভন্ড হলো। সবাই হাই হয়ে গেলেন। বঙ্গভবন নামক 'সোনার খাঁচায়' বসে চুপ্পু জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন, শেখ হাসিনা তাঁর কাছে পদত্যাগপত্র দিয়েছেন এবং তিনি তা গ্রহণ করেছেন।

কিন্তু কয়েক মাস পরই বললেন, হাসিনার পদত্যাগের কথা তিনি শুনেছেন, কিন্তু পদত্যাগপত্র তাঁর কাছে নেই। তাঁর একেক সময় একেক কথার ঝড় দেখে অনেকে তাঁর পদত্যাগ চাইলেও তিনি চাকরি ছাড়লেন না। কেমনে কেমনে জানি পরিস্থিতি ম্যানেজ করে ফেললেন। কিছুদিন আগে চিকিৎসার জন্য লন্ডনে থাকার সময় চুপ্পু দিল্লিপ্রবাসী শেখ হাসিনার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেছেন বলে পত্রিকায় খবর বের হয়। এরপরই চুপ্পু তাঁর শোয়া থেকে দাঁড়ানো অবস্থায় যাওয়ার সময়কালীন মাথায় চক্কর মারা রোগটি সামনে এনে পদত্যাগ করেন। অনেকে প্রশ্ন করছেন, চুপ্পুর বিগত দিনের ঝড় তোলা কাজকর্মের জন্য তাঁর বিচার কী করা যাবে? চুপ্পুর দাবি, সংবিধানের ৫১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী তাঁর বিচার করা যাবে না। এটি হলো রাষ্ট্রপতি পদে দায়িত্ব পালনের সময় করা সব কাজের দায়মুক্তি। কিন্তু যতদূর জানি, দুবাইয়ে টাকা পাচার, মালয়েশিয়ায় সেকেন্ড হোম-এই সব অভিযোগের দায়মুক্তি ৫১ অনুচ্ছেদ দেবে না। ফলে চুপ্পুর এই পদত্যাগ সত্যিই 'নাইস', নিঃসন্দেহে 'অ্যাট্রাক্টিভ', কিন্তু নিঃশব্দে নিরুদ্দেশ নয়।

সারফুদ্দিন আহমেদ: প্রথম আলোর সহকারী সম্পাদক।

জুলাই স্মরণ

কবিতা

জুলাইয়ের রিকশাচালক

সজল আশফাক

প্রাণপণে যায় রিকশাকে ঠেলে
লাল শার্ট পরা মহাপ্রাণ,
নিজেই তুলেছে নিথর যাত্রী
বুলেটবিদ্ধ মহীয়ান।

রক্ত ধরে আছে দুটি হাত তার
মুঠোয় বন্দি আশা,
কাঁপা চোখে আঁকে নতুন স্লোগান
দেশ জানে তার ভাষা।

ঝাঁঝরা বুকের ঘাতক বুলেট
ছুঁড়েছে আশার ঘরকে,
তবুও দমেনি বুকের সাহস,
তাড়িয়েছে ভয়-ডরকে।

রিকশাচালক মারছে প্যাডেল
নীরব শোকের রথে,
রিকশার চাকা ঘুরতে ঘুরতে
ইতিহাস লেখে পথে!
হাসপাতালের করিডোরে থামে
নাফিজ নামের কবি,
রিকশার বুকে রেখে গেল শোক,
বিপ্লবের এক ছবি।

রিকশায় কেউ বাসায় ফিরেছে,
কেউ কেউ আছে মর্গে,
শহীদেরা সব ট্রাক, রিকশায়,
ভ্যানে করে গেছে স্বর্গে!

আমি জানতাম না জুলাইটা এত দীর্ঘ হবে

শেলী জামান খান

আমি জানতাম না চব্বিশের জুলাইটা এত দীর্ঘ হবে,
আমি জানতাম না, আগস্টকেও রাহুর মত গ্রাস করবে
এই রাক্ষুসী জুলাই।
৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬ জুলাই।
আর কত? আরও কত দীর্ঘ হবে তুমি জুলাই?
আর তো পারি না!

এবার থামো, থামতে তোমাকে হবেই।
এখন আমি আর ঘুমাতে পারি না,
আমার দম বন্ধ হয়ে আসে! ঘুমাতে গেলে দেখতে পাই-
ইয়ামিনের দুমড়ানো-মুচড়ানো শরীরটা রাস্তায় পড়ে আছে।
ওর ফুসফুসটা এখনও একটু অক্সিজেনের জন্য তড়পাচ্ছে।

চোখ বুজলেই আবু সাঈদ সামনে এসে দাঁড়ায়।
দীপ্ত, রুদ্র, ফারহান, হৃদয় - শান্তরা এসে ভিড় করে।
তাদের বুক থেকে গড়িয়ে পড়া রক্তে আমার ঘর,
আঙিনা ভেসে যায়। আমি কী করে ঘুমাই, বলো?
তবে, প্রবল তৃষ্ণায় আমার গলা শুকিয়ে যখন খটখটে
হয়ে যায়, মুগ্ধ এসে বলে,
পানি লাগবে? পানি?
আমি পানির জন্য হাত বাড়াই, তার হাত থেকে পানির
বোতলগুলো ততক্ষণে গড়িয়ে পড়ছে,
ওর কপালের ফুটো থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত ঝরছে।
আমি কী করে পানি পান করবো, বলো?

আমি শুনতে পাই-
ভীত, তাড়িত তৃষা, অনবরত কড়া নেড়ে বলছে,
দরজাটা একটু খুলুন প্লিজ! দরজাটা একটু খুলুন।
আটলান্টিক সাগরের এই পাড়ে,
আমি এক দুখিনী মা, সারা রাত দরজা খুলে দাঁড়িয়ে থাকি।
আহা, আমার মেয়েটি একটু আশ্রয় যেন পায়।

তখনও জানালার সানসেডে টারজানের মত ঝুলে আছে ছেলেটি।
কী ভয়ার্ত, কী অসহায় চোখে তাকিয়ে আছে সে।
পুলিশের গুলিতে নিমিষেই ঝাঁঝরা হয়ে গেল ওর পলকা শরীর।
তখনও সে একটা প্রশ্নবোধক চিহ্নের মত ঝুলে আছে।

শুধু জুতা হারাতো বলে কত বকা খেতো এইটুকুন এক ছেলে,
তার মা আজ ছেলের জুতোজোড়া বুকে চেপে কাঁদছে,
জুতাজোড়া এখনও রয়ে গেছে। কেবল ছেলেটা নেই।
আমার বুকের ভেতর ক্রমাগত ধ্বস নামে,
আমি রক্তাক্ত হই।
ক্ষোভের আগুনে আমি পুড়ে যাই।
প্রবল ঘৃণায় আমার মুখে থুথু জমে।

তুমি এতটা অমানুষ? তুমি এতটা নিষ্ঠুর!
তুমি এমনি সাইকোপ্যাথ! তোমার জিঘাংসা এত ক্রুর!
আমরা বুঝতে পারিনি।
রক্তপিপাসু তুমি!
আরও কত রক্ত নিলে তোমার প্রতিশোধ হবে?
স্বৈরাচার তুমি। ক্ষমতার দাপটে অকালবোধন করেছো।
নরবলি দিয়েছো ভরা বর্ষায়।
পুজোর ছলে পথে নামিয়েছো রক্তজবা, পলাশ, শিমুল
আর কৃষ্ণচূড়ার দল।
তাদেরই লালে রঞ্জিত হলো বাংলার পলিমাটি আর রাজপথ।

আমি চাই-তোমার উপর অভিশাপ নামুক!
এই বাংলার আকাশ-বাতাস আর গণমানুষের অভিশাপ,
বাংলার পলিমাটির অভিশাপ,
পলাশ, শিমুল, কৃষ্ণচূড়া আর রক্তজবার অভিশাপ,
এই বাংলায় তোমার যেন আর ঠাঁই না হয়।

৩৬ জুলাইয়ের নতুন সূর্য, নতুন খবর এনেছে আজ।
দেশবাসী, তোমরা আনন্দ করো-
ক্যালেন্ডারের পাতাগুলো উল্টে দাও।
আজ ৫ আগস্ট। দেশ রাহুমুক্ত হয়েছে।
আনন্দে আমার চোখ জলে ভেসে যাচ্ছে-
এবার আমি একটু ঘুমাতে চাই!

ঋণ

মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির

যদি তোমাদের শহরের বাতিগুলো
আলো দেয় একটু বেশি-
অন্ধকারের সেখানে
নিজস্ব কোনো ঠিকানা নেই।

যদি তোমাদের শহরের পাখিরা
মিষ্টি সুরে গান গায়,
লাউয়ের মাচায় বাসা বেঁধে
ফুল, পাতা, গাছকে
সন্তানের মতো আগলে রাখে।
যদি তোমাদের কবিরা কবিতায় খুব ভালো হয়,
তারা লেখে জুলাইয়ের কথা-
রক্তে লেখা ইতিহাস,
নতুন দিনের আগমনী গাথা।

যদি তোমরা সবাই প্রতিবাদের ভাষা জানো,
পাবলো নেরুদা,
মাহমুদ দারবিশকে
অন্তরের গভীর বিশ্বাসে ধারণ করো;
যদি তোমরা মাথা নত নয়,
ঘাড় উঁচিয়ে বাঁচতে জানো-

তাহলে তোমাদের শহরেই যাব,
ছোট্ট একটি বাড়ি ভাড়া নেব।
প্রতিটি বিকেলে
তোমাদের সাথে হবে দেখা।

ধোঁয়া ওঠা চায়ের কাপে
ঝড় উঠবে, হবে বিপ্লব নিয়ে কথা;
নাজিম হিকমতের কথা হবে,
মায়া অ্যাঞ্জেলোর কবিতা নিয়ে হবে আলোচনা।

জানব, শিখব-জীবনের কী মানে,
জানব মানুষ হয়ে বেঁচে থাকার সম্মান।
ওরা যেমন শিখিয়েছে
অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর ভাষা,
আমাদেরও তেমনি
শিখতে হবে প্রতিরোধের উচ্চারণ।

তখন তোমরা যারা কাপুরুষ-
দলছুট হতে চাইবে, খুঁজবে পালানোর পথ,
কলার ধরে ধরে বলব-
"বল, আন্দোলনে যাবি না কেন শালা?
শহীদরা তো দিয়েছে অনেক-
এবার তো আমাদেরই
রক্ত দেওয়ার পালা!"

সারাংশের চিৎকার

সুমন শামসুদ্দিন

এভাবেই নিঃশেষ হচ্ছে দেশ!
উপসংহারে পড়ে থাকবে-
মাংসবিহীন শুকনো খটখটে হাড়!

হাড়গুলো হবে মজ্জাহীন,
স্পর্শ পেলেই গুড়ো হয়ে ঝরে পরবে-
অন্তর্লীন রাক্ষুসে ভূমিতে!

কোথায় নিলীন হলো স্বাদেশিকতা?
কোথায় বিলীন হলো রাজমর্যাদা?
সম্মুখে বিদীর্ণ ভূমি, খণ্ডিত অখণ্ড নিশান,
পড়ে থাকে শকুনের চোখ, শবদেহে জেগে ওঠে-
পুরনো বৃক্ষের বিষময় শেকড়ের ঝালক!

অন্তঃশত্রুর ঘরে পরদেশী মধুকর,
পাথরচোখে চেয়ে থাকে উলূকের দল!
দন্ত্য ন-এর সকরুণ বিয়োগের শোকে
অনধীনতা মুখ থুবড়ে পড়ে থাকে
অপহারক লৌহজাত সমান্তরাল পথে!

শিশুদের নাম রক্তে লেখা

এইচ বি রিতা

হাসাইন মিয়া, রাকিব, সাজু, মেহেদী, তামিম, রিয়া,
মুস্তাকিন, রাইফা, ইব্রাহিম, আবরার, শাফকাত,
আরো আছে- আহাদ, মোবারক, আরাফাত, জাবির,
সাব্বির, হায়াদ -
সতেরোটি নাম, সতেরোটা পৃথিবী,
থেমে গেছে তেরো বছরের আগেই।

তেরো বছর মানে কী?
মানে তখনো ব্যাগে বইয়ের ভাঁজে
টিফিনের গন্ধ লেগে থাকা
মানে তখনো মায়ের কোলে মাথা রেখে
টিভি দেখা সন্ধ্যাবেলা।
মানে তখনো "বড় হয়ে কী হবি" প্রশ্নটার
উত্তর ঠিকঠাক জানা হয়নি।

কিন্তু জুলাই এসে জিজ্ঞেস করল অন্য প্রশ্ন-
"কার পক্ষে আছ, বাচ্চা?"
আর গুলি জানত না বয়স গোনা,

নীল বিদ্বেষ

রওশন হাসান

পৃথিবীতে গোলাপ ফোটে লাল বর্ণের,
রক্তে গড়া মানবশরীর-
কেননা শহীদের লোহিত রক্তে কোনো ভিন্নতা নেই।

মিছিলে ও মুক্তিযুদ্ধে ছিল যারা মৃত্যুঞ্জয়ী-
কণ্ঠে তাদের আগলভাঙা স্বাধীনতার স্লোগান!
পৃথিবীর উত্থান-পতনে দুর্বার তাদের পথচলা
কখনো থামেনি।

এ ভূ-পৃষ্ঠের কন্দরে কন্দরে সমাচ্ছন্ন স্বপ্ন-
কে নেবে মানুষের বুকে জমা হতাশার ভার?
অজস্র তাজা প্রাণ দগ্ধ করে নিতে গেল,
পথে পথে প্রতিরোধ, প্রত্যক্ষ লড়াই!
ঘৃণার বারুদে কে সাজায় অসম্মান?
শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গ বৈষম্য, আক্রোশ?
আমি নীল, সবুজ, কালো, লাল-
আমি দীর্ঘাঙ্গ, তুমি খর্বাকৃতি;
কেন দ্বন্দ্ব, হাপিত্যেশ?
তুমি বোঝো বিদ্বেষ, আমি বুঝি অব্রাহামকে-

মানুষের অঙ্গার

কুলসুম আক্তার সুমী

সেদিন স্বৈরাচারের পতনের দিন,
সারাদেশ ছুটেছে গণভবনের দিকে।
পথে পথে বিঘ্ন, ওদেরও আশা ক্ষীণ-
কোনোভাবে ক্ষমতা যদি যায় টিকে!

আশুলিয়ায় নির্বিচার গুলিবর্ষণ,
পশুর চামড়ার মতো তুলল ট্রাকে;
থানার কাছে নিয়ে ট্রাকশুদ্ধ আগুন,
নৃশংসতারও সীমা কি কোথাও থাকে!

কাঠকয়লা সম মানুষের অঙ্গার,
চোখে দেখা যায় না এ বীভৎস দৃশ্য।
শত অপচেষ্টা ক্ষমতা ধরে রাখার,
এ বর্বরতা দেখে আঁতকে ওঠে বিশ্ব।

ছাত্ররা হারলে উল্টো হতো শোকশ্লোক...
জনতাই পুড়িয়েছে আইনের লোক।

এই সপ্তাহের কবিতা

যে জুলাই বদলে দিয়েছে বাংলাদেশের ইতিহাস, ভবিষ্যতের অঙ্গীকার

সেলিনা উদ্দিন

জুলাই বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ইতিহাসে এক গভীর তাৎপর্যপূর্ণ মাস। এই মাস আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় প্রতিবাদ, আত্মত্যাগ, গণআকাঙ্ক্ষা এবং পরিবর্তনের আকুল প্রত্যাশার কথা। সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহে "৩৬ জুলাই" একটি প্রতীকী অভিব্যক্তি হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে-যার মাধ্যমে বোঝানো হয় ক্যালেন্ডারের সীমা অতিক্রম করে চলা সেই উত্তাল সময়কে, যখন জনগণের কণ্ঠস্বর আর কোনো নির্দিষ্ট তারিখে আবদ্ধ ছিল না।
জুলাই স্মরণ মানে শুধু অতীতকে মনে করা নয়, এটি ভবিষ্যতের প্রতি দায়বদ্ধতারও একটি অঙ্গীকার। যে তরুণেরা, শিক্ষার্থীরা এবং সাধারণ মানুষ অধিকার, ন্যায়বিচার ও মর্যাদার দাবিতে রাজপথে নেমেছিলেন, তাঁদের সাহস ও ত্যাগ জাতির স্মৃতিতে সংরক্ষিত থাকা উচিত। একই সঙ্গে আহত, ক্ষতিগ্রস্ত এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের প্রতি রাষ্ট্র ও সমাজের দায়িত্বও স্মরণ রাখা জরুরি।
ইতিহাসের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন আমাদের একটি শিক্ষা দেয়-রাষ্ট্র ও জনগণের সম্পর্ক পারস্পরিক আস্থা, জবাবদিহি এবং আইনের শাসনের ভিত্তিতে গড়ে উঠতে হবে। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, মানবাধিকার, শান্তিপূর্ণ সমাবেশের অধিকার এবং নাগরিক নিরাপত্তা-এসবই একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মৌলিক ভিত্তি। জুলাইয়ের অভিজ্ঞতা সেই মূল্যবোধগুলোকে আরও দৃঢ়ভাবে সামনে নিয়ে এসেছে।
জুলাই স্মরণের প্রকৃত উদ্দেশ্য প্রতিহিংসা নয়, বরং সত্য অনুসন্ধান, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং জাতীয় ঐক্যকে শক্তিশালী করা। ইতিহাসকে বিকৃত না করে, সব পক্ষের অভিজ্ঞতা ও তথ্য সংরক্ষণ করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য দলিল গড়ে তোলা আমাদের সবার দায়িত্ব।
জুলাই আমাদের শেখায়-একটি জাতির শক্তি তার জনগণের মধ্যে নিহিত। তাই এই স্মরণ হোক গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, মানবিকতা, সহনশীলতা এবং একটি ন্যায়ভিত্তিক বাংলাদেশের প্রতি নতুন অঙ্গীকারের প্রতীক।

রক্তভেজা জুলাই দায়িত্বের মাস

ফরিদা ইয়াসমিন

২০২৪-এর জুলাই আমাদের কাছে গভীর আবেগে ভরা-আর সেই আবেগের পেছনে আছে বহু কারণ। চোখের সামনে ভেসে ওঠে এক দৃশ্য: মুগ্ধ পানি হাতে মানুষের ভিড়ের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। চারদিকে আন্দোলনে মুখর ছাত্র-ছাত্রী ও সাধারণ মানুষ, আর তাদের প্রতিহত করছে সরকার-নিয়ন্ত্রিত পুলিশ বাহিনী। ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন চারপাশ, গুলির শব্দ, মানুষের আর্তচিৎকার-এই বিশৃঙ্খলার মাঝেই মুগ্ধ নিরলসভাবে পানি বিলিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎই সেই তরতাজা প্রাণ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে; রক্তে ভিজে যায় তার শরীর। মুগ্ধ শহিদ হয়। মুহূর্তেই আন্দোলনরত মানুষের ওপর নেমে আসে শোকের ভার, আর সেই শোকই আন্দোলনকে আরও তীব্র করে তোলে।
তার আগেই ১৬ জুলাই আবু সাঈদ সহ ছয়জন শহিদ হল। ইয়ামিনের অত্যাচারিত দেহ পুলিশ ভ্যান থেকে রাস্তার ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিল পুলিশ। নড়ে উঠল ইয়ামিনের একটা পা। শরীরে তখনও জীবন আছে, কিন্তু কেউ তার জীবন বাঁচাতে এগিয়ে আসেনি। অবহেলায় রাস্তায় মরে পড়ে থাকল আমাদের ছেলেটা! কোনো কিশোরকে দেখলাম রিকশার পাদানিতে ঝুলে আছে শরীর, রক্ত চুইয়ে পড়ছে! স্বৈরাচারী বাহিনী এদেরকে হাসপাতালেও নিতে দেয়নি। দারুণ যন্ত্রণায় ধুঁকে ধুঁকে পথে জীবনবায়ুটা বেরিয়ে গেছে। কত মা সন্তানকে না পেয়ে পাগলের মতো খুঁজতে খুঁজতে হাসপাতালের মর্গে ছেলেকে পেয়েছে! কত শিশু ঘরের ভেতরে গুলিবিদ্ধ হয়েছে, কেউ জানে না কোথা থেকে গুলি ছুটে এলো! ঘরে ঘরে মৃত্যুর আহাজারি, তবুও থামল না আন্দোলন। আমাদের সন্তানেরা মৃত্যুপণ করে পথে নামল, স্বৈরাচারের পতন হলে তবেই ঘরে ফিরবে তারা।
অতঃপর ৫ আগস্ট, স্বৈরশাসনি পালিয়ে গেলেন। বিজয় এলো কিন্তু আনন্দ আর দুঃখের মিশ্র প্রতিক্রিয়ায় মানুষ তখনো খুঁজে ফিরতে লাগল সন্তানকে। একে একে বেরিয়ে আসতে লাগল ভয়ানক সব হত্যাযজ্ঞের কাহিনি। সরকারি হিসাবে নিহত ৮৩৬ জন, আহত ৬০০ জন, তাঁদের ভেতরে অনেকেই স্থায়ী পঙ্গুত্ব ও অন্ধত্ববরণ করেছেন। অনেকে বুলেট শরীরে নিয়ে বেঁচে আছেন। তবে, জুলাই অভ্যুত্থানে নিহতের সংখ্যা নিয়ে জাতিসংঘের ফ্যাক্ট-ফাইন্ডিং মিশনের প্রতিবেদনের ১৪০০-বলে বিভিন্ন সময় উল্লেখ করা হয়েছে।
কিন্তু সত্যটা হলো-দুই বছর হয়ে এলেও আহত-পঙ্গু মানুষেরা সবাই ভালো চিকিৎসা পায়নি। কয়েকজন বিদেশে গেছে চিকিৎসার জন্য, বাকিরা দেশে থেকে পঙ্গুত্ব বহন করে অসহায় জীবনযাপন করছে।
তাই যখনই ২৪-এর জুলাই-আগস্ট নিয়ে কিছু বলতে চাই, ভাবতে চাই কিংবা লিখতে চাই, তখন সঙ্গতভাবেই আমার মনে প্রশ্ন জাগে-জুলাই কি শুধুই শোকের মাস?

বৃষ্টি ঝরে বৃষ্টি নামে

সুফিয়ান আহমদ চৌধুরী

কালো মেঘে কালো ছায়া
আকাশটা ঢাকা,
বৃষ্টি ঝরে বৃষ্টি নামে
চারদিক ফাঁকা।

বৃষ্টি ঝরে নেয় বৃষ্টি
হাসিখুশি কাড়ে,
পাখি ভিজে ডানা ঝাড়ে
টেনশন বাড়ে।

খোকাখুকু খেলাঘরে
কত খেলা করে,
রাতদিন অবিরাম
ঝর ঝর ঝরে।

ব্যাঙ ডাকে ঘ্যাঙ ঘ্যাঙ
ব্যাঙ ছাতা হাসে,
গানে গানে কী যে ধুম
বানে বানে ভাসে।

বৃষ্টি ঝরে এইভাবে
খুশি নেই তাই,
হইচই থামে আহা!
আলো আজ নাই।

ইচ্ছে করে

বিভাস গুহ

ইচ্ছে করে পাখি হয়ে
আকাশে যাই উড়ে
মেঘের সাথে ঘুরে ঘুরে
মন করি ফুরফুরে।

পাহাড় থেকে নেমে আসা
হতাম যদি নদী
কলকল জলস্রোতে
বইতাম নিরবধি।

ইচ্ছে করে প্রজাপতি
হয়ে উড়ি ফুলে
ফুলের মধু পান করে যায়
খুশির দোলায় দুলে।

ইচ্ছে করে চাঁদের মতো
বিলায় রাতে আলো
দূর করে দিই এই জগতের
আঁধার যত কালো।

চড়ুইটার মায়া

আনজানা ডালিয়া

আমার সেই ছোট্ট চড়ুইটা
কি যে মায়াভরা চোখ,
হাতের তালুতে জড়োসড়ো হয়ে
মায়া কেড়ে নেয়।
যে মায়া ছাড়ার নয়,
যে মায়া কাটার নয়,
এ মায়া বুকের গভীরে আঁকড়ে রাখার
চড়ুইটার ইচ্ছেও নেই আমায় ছেড়ে যাবার।

নিঃশব্দ ভালোবাসা

ইকবাল খান

তোমার ছাড়া রাতগুলো সব দীর্ঘশ্বাসে কাটে,
চাঁদের আলোও বিষণ্ন আজ, কাঁদে আকাশপটে।
স্পর্শহীন এই পৃথিবীটা যেন অর্থহীন কথা,
তোমার ছোঁয়ায় জেগে উঠত হৃদয়ের নীরবতা।
হৃদয়ের প্রতি স্পন্দনে আজ শুধু তোমারই ডাক,
নিঃশব্দ এই ভালোবাসা লুকায় চোখের বাঁক।
তুমি নেই, তবু তুমিই আছো প্রতিটি নিশ্বাসে,
হারিয়েও তাই খুঁজি তোমায় নিজেরই সর্বনাশে।
স্মৃতির পাতায় তোমার ছবি আঁকা রয় নিরালা,
দিন ফুরালেও বুকের ভেতরে রয়ে যায় ভালোবাসার জ্বালা।
বৃষ্টি এলে ভিজে যাই একা জানালার ধারে,
তোমার কথা বাজে বুকে বেদনার সুরে।
প্রতীক্ষারই প্রহর গোনা এই জীবনের রীতি,
তবু বিশ্বাস, ফিরবে তুমি-এই আশাতেই গীতি।
নিঃশব্দ রয় ভালোবাসা, তবু হয় না শেষ,
তোমাতেই শুরু, তোমাতেই থাকে হৃদয়ের রেশ।

পরিবর্তন হয় না কিছু

সুজন দাশ

বাদানুবাদ হচ্ছে কত যুক্তি পাল্টা যুক্তি,
কারোর হাতে নেই নিরাপদ মিলছে কোথায় মুক্তি?
সুযোগ পেলে ঘুরছে তারাও পূর্বজদের অক্ষে,
থাকছে না কেউ সত্যিকারের দুঃস্থ জনের পক্ষে।

ন্যায় নীতিবোধ মুখে মুখে দেখছি না কেউ মানতে,
আঙুল ফুলে হয় কলা গাছ পারছি পরে জানতে।
ছুটছে সবাই মাছির মত খাবারের ওই গন্ধে,
খাবার ফেলে সব ভুলে যায় শোনায় না গান ছন্দে।

ওরা সবাই দুখের মাছি সুখ খুঁজে পায় দ্বন্দ্বে,
দেশ-নীতি-প্রেম সব বেচে খায় পালেও তারা মন্দে।
বদলে গেছে সমাজ এখন শুনছেনা কেউ ন্যায্য,
দোষ দেখালে তোমার বিপদ করবে তোমায় ত্যাজ্য।

রাবণ যেন হচ্ছে সবাই পারলে যেতে লঙ্কা,
পড়ছে খসে মুখোশ সবার কমছে না আর শঙ্কা।
আর জনতার মাথার উপর পড়ছে ঠিকই খড়্গ,
আসতে যেতে কাটছে দুদিক মিলছে না আর স্বর্গ।

মেঘ

মাহনূর রহমান

মেঘময় প্রশ্বাস, সবুজ ঘাস
নতুন দিনের ভোরে রঙিন হাওয়া,
নতুন লেখার অপেক্ষায় নিঃশব্দ ছায়া।

নীলাভ পাখির আঙিনায়
নিশ্চুপ প্রহরের মাঝে,
অপেক্ষা নতুন আশ্বাসের বুকের খাঁচায়।
শাপলা বিলের ফাঁকে, সোনালি মাছের তীরে
স্বপ্ন কেবল হারিয়ে যাওয়ার মনের ভিড়ে।

মেঘলা এই মেঘ, জীবনের আবেগ
নতুনের খোঁজে মলিন পৃথিবীতে
জমজমাট রুটিনে, তালার টানে
খাঁচায় আটকা পাখির অপেক্ষা উড়ার
মেঘের প্রতিক্ষা বৃষ্টির ফোঁটা হয়ে পড়ার
উজাড় করে মনের আবেগে মেতে উঠার।

মেঘ আমি মেঘের সাম্রাজ্যে
বৃষ্টি আমি মেঘের পরিণতিতে
বাতাস আমি মেঘের স্বপনে
উড়ালপঙ্খী হয়ে স্বপ্নপঙ্খীর মেঘে।

যে আলো এখনো নিভে যায়নি

আরিয়ান আহমেদ

সব জানালায় আলো নামে না,
কিন্তু ঘর আজও অপেক্ষায় থাকে।

একটি শিশুর হাতে
অনাহারের হিসাব,
তবু সে আকাশ আঁকে-
স্বপ্নের রং ফুরায় না।

মানুষ যখন
নিঃশব্দে মানুষের পাশে দাঁড়ায়,
সেখানেই জন্ম নেয় আলো।

তাই বিশ্বাস করি-
যতদিন একজন মানুষ
আরেকজনের জন্য
এক মুঠো আলো বাঁচিয়ে রাখবে,
ততদিন পৃথিবী
সম্পূর্ণ অন্ধকার হবে না।

CNN Poll: Americans doubt Trump is paying enough attention to the important problems

Ajkal Desk

Public sentiment around the Iran war is increasingly negative and tied to perceptions of economic and political risk, with President Trump's approval lingering around the mid-30s as July 2026 Polish coverage highlights growing voter skepticism ahead of midterm elections. The trajectory shows a widening gap between political leadership actions and public tolerance for the conflict, suggesting mounting concern about costs and strategic rationale. Early July polls indicate broad beliefs that the conflict is not worth the higher gas prices and that it has been a misstep, signaling potential electoral and policy implications. If this pattern persists, it could constrain the administration's foreign policy options and influence voter turnout and party dynamics in the upcoming elections.

Dive Deeper:

A CNN poll dated July 24, 2026 reports President Trump at 34% approval, framing the contemporary political baseline amid debate over Iran-related policy and domestic issues.

The same July 24 findings show 65% of Americans believe the Iran war is not worth the higher gas prices, and 66% view the war as a mistake, underscoring broad disapproval of the conflict's costs.

A CNN report from July 23, 2026 notes 68% think the Iran war is not worth fighting, a sentiment that has grown over Continued on page 26

The SAFE for Kids on social media

Age verification and parental control mandatory

Shah Nawaz

Gov. Kathy Hochul and state Attorney General Letitia James announced Tuesday that they have finalized the rules social media companies will be ordered to follow to protect children and teens in New York from addictive and harmful algorithms per the Stop Addictive Feeds Exploitation (SAFE) for Kids Act.

Under the new rules, which take effect on Jan. 25, 2027, social media sites will be required to verify the age of users who claim to be over 17 through methods such as government-issued ID verification, image or video verification, or email and phone number cross-checking.

Attorney General James said that New York's efforts to protect children online were ahead of the federal government's proposals for responsible social media usage.

"The SAFE for Kids Act leads the nation in keeping our children safe online and protecting youth from the devastating effects of unchecked social media," said James. "These rules set standards for age verification and parental control to ensure tech companies are doing their part to keep kids safe on their platforms."

The SAFE for Kids Act final rules would allow for exceptions with parental consent for underage users who want to access restricted features, according to state officials.

Companies like Facebook, Instagram, X (formerly Twitter), YouTube, Snapchat and TikTok have long been criticized for their potential harm to individuals and the electorate as a whole. It was almost ten years ago, in the spring of 2018, when Meta CEO Mark Zuckerberg first testified in front of Congress over misinformation and data security concerns on his flagship social media app, Facebook.

Since then, the conversation has shifted, especially when it comes to children and teens on social media. News stories of online predators Continued on page 26

Queens Borough Richards appoints Costa Constantinides to city's Panel for Educational Policy

Ajkal Desk

Queens Borough President Donovan Richards has appointed Variety Boys and Girls Club of Queens CEO Costa Constantinides to the New York City Panel for Educational Policy (PEP).

The PEP, a 24-member voting body overseeing New York City Public Schools, is comprised of community leaders across the city, including 13 mayoral appointees and five members appointed by each of the borough presidents.

The panel, which also includes five members appointed by the five Community Education Council presidents and the Schools Chancellor as a non-voting representative, reviews and votes on the Chancellor's proposed educational regulations and provides financial oversight for the city's public school system.

Richards named Constantinides as his appointment to the PEP on Monday, stating that there has been "no greater advocate" for children in Queens.

Constantinides, who served on the New York City Continued on page 26

Mamdani sends NYC agencies hunting for savings again as multibillion-dollar gap looms

Ajkal Desk

Mayor Zohran Mamdani is directing every city agency to find an additional 2.5% in savings in the current fiscal year, with the same target extending into Fiscal Year 2028 and the later years of the city's financial plan.

The renewed belt-tightening push comes less than a month after the city adopted its $125.8 billion budget. and represents a fresh round of savings beyond those already built into agency spending plans.

A City Hall official confirmed that the $1.77 billion identified through an earlier savings exercise has already been incorporated into agency budgets and that the latest targets are in addition to what agencies previously achieved.

Under that first exercise, agencies were required to identify savings equal to 1.5% of their city-funded budgets in FY26 and 2.5% in FY27. The administration did not provide a total dollar target for the latest round, identify the budget baseline against which the 2.5% will be calculated or set a deadline for agencies to submit their plans.

"Budget season may have just ended, but our work to build a government that delivers more for New Yorkers is never finished," Mamdani said in a statement. "Every dollar we save by making government work better is a dollar we can put toward services New Yorkers rely on."

Mamdani said announcing the targets early would give agencies time to review their operations and eliminate inefficiencies "without compromising service."

The administration will also launch a voluntary Workforce Savings and Efficiency Survey, inviting municipal employees to suggest ways to reduce waste, streamline procedures, and improve government operations. Submissions will be reviewed by each agency's Chief Savings Officer and could inform future savings plans.

The early start drew praise from fiscal officials and budget Continued on page 26

World Cup 2030 in Morocco, Portugal and Spain

Morocco, Portugal and Spain's to host FIFA World Cup 2030
Three centenary celebration matches to take place in Argentina, Paraguay and Uruguay
These six nations will qualify automatically for the 2030 tournament

Anik Raj

Morocco, Portugal and Spain have been appointed as hosts of the FIFA World Cup 2030™ after all 211 FIFA Member Associations convened virtually at an Extraordinary FIFA Congress in December 2024, with three centenary celebration matches to be held in Argentina, Paraguay and Uruguay (one in each country). Saudi Arabia was selected to stage the FIFA World Cup 2034™.

The appointment by acclamation of the hosts of the 2030 and 2034 editions of the FIFA World Cup™ concludes a thorough bidding process initiated in October 2023 following the unanimous proposal made by the FIFA Council and supported by all confederations, with a view to providing harmony and rotation between the confederations in relation to the hosting cycle for the tournament.

Here, FIFA answers the most frequently asked questions to bring you everything you need to know about the 2030 tournament.

The FIFA Council approved the joint candidacy of Morocco, Portugal and Spain in a single candidate bidding process. After a successful bidding process conducted by the FIFA administration, their evaluation report to the FIFA Council and a decision by the FIFA Congress, Morocco, Portugal and Spain will be the tournament hosts, with 101 matches. The Continued on page 26

10 killed in US-Saudi strikes in Iraq

Ajkal Desk

At least 10 members of an Iraqi former paramilitary alliance were killed in US-Saudi strikes on their bases in the country, two alliance sources told AFP.

The United States and Saudi Arabia said they had struck Iran-backed militants in Iraq in response to attacks on US forces and Saudi oil facilities.

"These attacks resulted in the martyrdom of a number of personnel and injuries to others, as well as material damage to several buildings and properties," said the Popular Mobilization Forces (PMF), known as the Hashed al-Shaabi in Arabic, in a statement.

A PMF official told AFP that the strikes hit positions belonging to the alliance "across several provinces, with the deadliest attack in Nineveh province, where at least 10 members were martyred," adding that the toll would likely rise.

Injuries were reported in other provinces, he added, while another official confirmed the initial toll.

Both officials spoke on condition of anonymity.

The PMF is an alliance of paramilitaries and factions created in 2014 to fight jihadists, and is now integrated into the Iraqi armed forces.

Iran-backed groups have brigades that operate within the alliance, but many of Continued on page 26

Babita's birthday celebrate with special programme

Ajkal Desk

Legendary actress Babita is set to be celebrated in a special programme, "Babita Samagra", on Maasranga Television to mark her birthday on July 30. The occasion also coincides with the channel's 15th anniversary, making it a double celebration. The programme has been conceived, written and hosted by Rumman Rashid Khan.

"Babita Samagra" chronicles the iconic actress's life and career, tracing her journey from childhood to the present day. Alongside revisiting her remarkable contributions to Bangladeshi cinema, the programme also explores lesser-known chapters of her personal life through stories shared by colleagues, friends and well-wishers.

Adding to the celebration is a star-studded line-up featuring some of the country's most prominent names from the worlds of film, music and culture. Legendary singers Runa Laila and Sabina Yasmin, actor-director Alamgir, actor Masud Parvez Sohel Rana, actresses Anwara and Jaya Ahsan, Babita's sisters and fellow actresses Suchanda and Champa, as well as actors Afzal Hossain and Shakib Continued on page 26

Katy Perry says White House 'weaponised' her song for Iran strike video

Ajkal Desk

Pop singer Katy Perry has criticised the White House's unauthorised use of her music in a TikTok video showing strikes on Iranian targets.

The White House used her hit song "Firework" as the backing track for a video showing a missile hitting a naval vessel in Iran, captioned to warn that Iran had been warned.

The clip has drawn more than 6 million views.

Perry said on X she was "deeply appalled and angry" to see the song used behind footage of military strikes, adding she had not approved, been asked about, or consented to its use.

"To see a message of self-worth and upliftment weaponised to soundtrack destruction and violence is a complete violation of everything my song stands for," she added.

"My music is for bringing people together, not celebrating warfare."

Perry joins a long list of artists who have objected to the Donald Trump administration using their music without permission.

Pop star Sabrina Carpenter made a similar demand in December after the White House used her song in a video of immigration agents making arrests, calling the clip "evil and disgusting".

Rock band Radiohead pushed back after the ICE Continued on page 26

বিএনপি'র বিজয় ও তারেকের প্রধানমন্ত্রীত্ব ইতিবাচক

১ পৃষ্ঠার পর

চীনের ক্রমবর্ধমান প্রভাবসহ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন পদক্ষেপ এবং ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৪ সালের আগস্টে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সময়ে ভারত পরিমিত ও হিসাব-নিকাশভিত্তিক অ-হস্তক্ষেপ নীতি অনুসরণ করে।

তবে গত ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে বিএনপির নিরঙ্কুশ বিজয় এবং তারেক রহমানের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের বিষয়টি ভারত ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করেছে।

নির্বাচনে জয়ের পর ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রথম বিদেশি রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে টেলিফোনে কথা বলে বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে অভিনন্দন জানান।

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তারেক রহমানের শপথ অনুষ্ঠানে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা। তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে একটি ব্যক্তিগত শুভেচ্ছা বার্তাও হস্তান্তর করেন এবং সুবিধাজনক সময়ে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে ভারত সফরের আমন্ত্রণ জানান।

সংসদীয় কমিটি ভারত সরকারের এই পদক্ষেপের প্রশংসা করে বলেছে, বাংলাদেশের নতুন গণতান্ত্রিক সরকারের সাথে সম্পর্ক আরও নিবিড় করতে এবং অমীমাংসিত বিষয়গুলো পারস্পরিক শ্রদ্ধার ভিত্তিতে সমাধান করার জন্য এটি একটি দারুণ সুযোগ। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত হয়ে ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট ভারতে আশ্রয় নেয়া সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিষয়ে ভারত সরকারের অবস্থান তুলে ধরে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শেখ হাসিনার ভারতে অবস্থান 'মানবিক বিবেচনা ও ভারতের দীর্ঘদিনের আশ্রয়দান নীতির' সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তবে তাকে ভারতের ভূখণ্ড ব্যবহার করে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার সুযোগ দেয়া হচ্ছে না।

শেখ হাসিনাকে ফিরিয়ে দেয়ার বাংলাদেশ সরকারের অনুরোধের বিষয়ে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কমিটিকে বলেছে, ভারতের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রচলিত আইন ও প্রতিষ্ঠিত আইনি প্রক্রিয়া অনুযায়ী অনুরোধটি পর্যালোচনা করছে।

সীমান্ত নিরাপত্তা বিষয়ে প্রতিবেদনে বলা হয়, এ বিষয়ে দুই দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ ও বিজিবির মধ্যে গোয়েন্দা তথ্য বিনিময় এবং যৌথ টহল জোরদার করা হয়েছে। ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারি ও আগস্টে দুই বাহিনীর মহাপরিচালক পর্যায়ের বৈঠকেও বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে আলোচিত হয়।

বাংলাদেশে চীনের ক্রমবর্ধমান 'অর্থনৈতিক, অবকাঠামোগত ও কৌশলগত' সম্পৃক্ততা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে সংসদীয় কমিটি। প্রতিবেদনে বলা হয়, মোংলা বন্দরের উন্নয়নে ২০২৫ সালের মার্চ মাসে ৩৭০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের একটি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য চীনের সঙ্গে চুক্তি করেছে বাংলাদেশ।

এছাড়া ভারতের আন্তর্জাতিক সীমান্ত থেকে মাত্র ১৫ কিলোমিটার দূরে লালমনিরহাট বিমানঘাঁটি চীনের সহায়তায় উন্নত করা হচ্ছে, যা ভারতের কৌশলগত শিলিগুড়ি করিডোরের নিরাপত্তার জন্য একটি বড় শঙ্কার কারণ। পাশাপাশি পেকুয়ায় চীনের সহায়তায় নির্মিত সাবমেরিন ঘাঁটি নিয়ে উদ্বেগের কথাও প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। এই কমিটি ভারত সরকারকে পরামর্শ দিয়েছে যেন তারা বাংলাদেশে বিদেশি শক্তির কার্যকলাপ গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে এবং ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়। নির্ভরযোগ্য উন্নয়ন অংশীদার হিসেবে ভারতের অবস্থান আরও দৃঢ় করার তাগিদও দিয়েছে কমিটি। ১৯৯৬ সালে স্বাক্ষরিত গঙ্গার পানিবণ্টন চুক্তির মেয়াদ এ বছরই শেষ হতে যাচ্ছে তা উল্লেখ করে প্রতিবেদনে এ চুক্তির নবায়নকে দুই দেশের 'অন্যতম অগ্রাধিকার' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

বলা হয়, চুক্তি নবায়নের প্রস্তুতি হিসেবে ভারতের পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় ২০২৩ সালের জুলাইয়ে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি গঠন করে। ওই কমিটিতে পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার রাজ্য সরকারের প্রতিনিধিরাও রয়েছেন।

কমিটি গঙ্গা চুক্তির অভ্যন্তরীণ পর্যালোচনার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে এবং বাংলাদেশের নতুন সরকারের সঙ্গে শিগগিরই এ বিষয়ে দ্বিপক্ষীয় আলোচনা শুরু হবে বলে আশা প্রকাশ করা হয় প্রতিবেদনে।

দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকা তিস্তা চুক্তির বিষয়ে প্রতিবেদনে বলা হয়, ভারত সরকার তাদের সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলোর (বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ) সঙ্গে আলোচনা করে এমন একটি ন্যায্য ও সমতাভিত্তিক চুক্তিতে পৌঁছাতে চায় যা সব পক্ষের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে। বাংলাদেশি নাগরিকদের জন্য ভিসা কার্যক্রমকে দুই দেশের সম্পর্কের 'অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি' হিসেবে বর্ণনা করেছে কমিটি। ২০২৪ সালের আগস্টের পর নিরাপত্তার কারণে বাংলাদেশের ভিসা কেন্দ্রগুলো থেকে ভারতীয় কর্মীদের প্রত্যাহার করে নেয়ায় ভিসা কার্যক্রমে বড় ধরনের ব্যাঘাত ঘটে বলে কমিটিকে জানিয়েছে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

প্রতিবেদনে বলা হয়, বর্তমানে বাংলাদেশের পাঁচটি ভিসা কেন্দ্র থেকে প্রতিদিন প্রায় দেড় হাজার ভিসা দেওয়া হচ্ছে, যার প্রায় ৮০ শতাংশই চিকিৎসা সংক্রান্ত। কমিটি বলেছে, দীর্ঘদিন ধরে সীমিত পরিসরে ভিসা কার্যক্রম চালু থাকায় দুই দেশের মানুষের পারস্পরিক যোগাযোগ 'ক্ষতিগ্রস্ত' হচ্ছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে ধাপে ধাপে পূর্ণাঙ্গ ভিসা কার্যক্রম পুনরায় চালুর সুপারিশ করা হয়েছে প্রতিবেদনে।

ওদিকে ভারতের লাইন অব ক্রেডিটের আওতায় বাংলাদেশে বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়েও পর্যবেক্ষণ দিয়েছে কমিটি। ২০২৫ সালের ৫ ও ৬ই মার্চ ঢাকায় অনুষ্ঠিত ২৩তম এলওসি পর্যালোচনা বৈঠকে উভয় পক্ষের সম্মতিতে প্রাক-বাস্তবায়ন পর্যায়ে থাকা ১২টি প্রকল্প বাতিল হওয়ার কথা প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে। অন্যদিকে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পগুলোর মধ্যে আটটিকে অগ্রাধিকার দিয়ে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কমিটির মতে, উন্নয়ন সহযোগিতার প্রকল্পগুলো নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করা গেলে দুই দেশের অর্থনৈতিক সহযোগিতা আরও শক্তিশালী হবে।

২০২৪ সালের আগস্টের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর বাংলাদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলার বিভিন্ন ঘটনাকে দুই দেশের সম্পর্কের একটি স্পর্শকাতর বিষয় হিসেবে বর্ণনা করেছে কমিটি।

এতে বলা হয়েছে, ২০২৫ সালের ১৮ই মে পর্যন্ত সংখ্যালঘুদের ওপর ২ হাজার ৪৪৬টি হামলার তথ্য কমিটির নজরে এসেছে। এ বিষয়ে ভারত সরকার বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে কূটনৈতিক পর্যায়ে আলোচনা করেছে।

কমিটির পর্যবেক্ষণ হল, সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা, অগ্নিসংযোগ ও হত্যার অভিযোগগুলোর নিরপেক্ষ তদন্ত এবং দায়ীদের বিচারের আওতায় আনতে বাংলাদেশ সরকারের পদক্ষেপ অব্যাহত থাকা প্রয়োজন।

প্রতিবেদনে বলা হয় স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) হিসেবে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশীয় মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির (সাফটা) আওতায় ভারতে অধিকাংশ পণ্যে শুল্কমুক্ত ও কোটামুক্ত বাজারসুবিধা ভোগ করছে। তবে ২০২৬ সালে বাংলাদেশের এলডিসি থেকে উত্তরণের পর এ সুবিধার অবসান ঘটতে পারে। এ পরিস্থিতিতে সম্ভাব্য প্রভাব মোকাবিলায় দুই দেশের মধ্যে সমন্বিত অর্থনৈতিক অংশীদারত্ব চুক্তির আলোচনা দ্রুত শেষ করার সুপারিশ করেছে কমিটি। ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের ঐতিহাসিক ভিত্তি হিসেবে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গও প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইমারজেন্সি ঘোষণার ষড়যন্ত্রে ছিলেন চুপ্পু!

১ পৃষ্ঠার পর

জারির পরিকল্পনার সাথে সরকারের ভেতরে থাকা প্রশাসনের কর্মকর্তাদের নিয়ে 'একটি নেটওয়ার্ক' গড়ে তোলা হয়ে থাকতে পারে। এদিকে সরকার নিজেকে নিরাপদ রাখতে সন্দেহের তালিকায় থাকাদের চাকরি থেকে বিদায়ের উদ্যোগ নিয়েছে বলে প্রকাশ। সংশ্লিষ্টরা মনে করেন, ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় সাহাবুদ্দিন চুপ্পুর ওই সাক্ষাৎকারটি বর্তমান সরকারের জন্য ছিল অত্যন্ত 'সেনসেটিভ'। সাক্ষাৎকারটি প্রকাশের দুই ঘণ্টার মধ্যে শীর্ষ গোয়েন্দা সংস্থার একদল সদস্য মতিঝিল আর কে মিশন রোডের ইনকিলাব ভবনের বার্তা বিভাগে গিয়ে অবস্থান নেন। তারা বার্তা সম্পাদককে দীর্ঘক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ করেন। সেই রিপোর্টারের হোয়াটসঅ্যাপ-এ সাহাবুদ্দিন চুপ্পু নিজে সাক্ষাৎকারটি পাঠিয়েছিলেন তার পরিচয় নিশ্চিত হয়ে ফোনে তার সঙ্গে কথা বলেন গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যরা। বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ওই রিপোর্টারের কাছে জানতে চাওয়া হয়। এর আগে তারা পত্রিকা অফিসে ঢুকেই সাহাবুদ্দিন চুপ্পুর সাক্ষাৎকারটি অনলাইন থেকে দ্রুত নামিয়ে ফেলতে নির্দেশনা দেন। সাহাবুদ্দিন চুপ্পুর সাক্ষাৎকারটি যতটা দ্রুত আপলোড করা হয়েছিল তারচেয়েও দ্রুত সময়ে তা নামিয়ে ফেলা হয়েছে। এই প্রতিবেদকের সঙ্গে 'ইনকিলাবে'র সংশ্লিষ্ট রিপোর্টারের যোগাযোগ হলে তিনি জানান, 'সাহাবুদ্দিন চুপ্পু তখনো ক্ষমতায় থাকায় তাঁর সাক্ষাৎকারটির গুরুত্ব ছিল অনেক। তথ্য উপাত্ত দেখে আমার মনে হয়েছে সরকারের সঙ্গে কোন সাংঘর্ষিক কিছু তাতে ছিল না। যা এখন অপ্রকাশিত থেকে গেলো। মাত্র দুই ঘণ্টায় কিছু পাঠক এটি পড়তে পেরেছিলেন। ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় এটি তাঁর সর্বশেষ সাক্ষাৎকার।'

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, সাক্ষাৎকারটির প্রকাশনা বন্ধ করার পরই সাহাবুদ্দিন চুপ্পুকে ২৩ জুলাই বৃহস্পতিবার বিকেলে পদত্যাগ করানোর উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল। দিল্লীতে ফোনালাপ আর সাক্ষাৎকারের বিষয়ে যোগসূত্র ছিল বলে মনে করছেন তারা। কিন্তু স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমেদ তখন দেশের বাইরে থাইল্যান্ডে ছিলেন। উপরোল্লিখিত ডেপুটি স্পিকারের কাছে পদত্যাগ করার কথা প্রস্তাব করার পর সিনিয়রের সুবিধের জন্য বিষয়টি 'ঝোলাতে' করতে চান না জানিয়ে স্পিকারের জন্য অপেক্ষা করার নির্দেশনা দেন। এদিকে বঙ্গভবনের দিকে নজরদারি বাড়ানো হয়। সরকারের পক্ষ থেকে স্পিকারকে দ্রুত দেশে আসতে ফোন করা হয়। ২৩ জুলাই বৃহস্পতিবার, বাংলাদেশ সময় রাত ৮টা পর্যন্ত সাহাবুদ্দিন চুপ্পুকে পদত্যাগ করতে বলা হয়নি বলে তিনি ঘনিষ্ঠ একজনকে ওইদিন রাতে ফোনে নিশ্চিত করেছিলেন। শুক্রবার সকাল ১১টায় ফখরুল ইসলাম আলমগীর সাংবাদিকদের বলেন, 'প্রেসিডেন্টের পদত্যাগ গুজবে কান দেবেন না।' কিন্তু শুক্রবার বেলা ১১টার পর থেকে দ্রুত পদত্যাগ করানোর বিষয়টি সামনে আসতে থাকে। স্পিকার বেলা সোয়া তিনটার দিকে থাইল্যান্ড থেকে দেশে ফিরলেন এমনটা নিশ্চিত হবার পর দ্রুত শুক্রবার বিকেল ৫টায় পদত্যাগের দিনক্ষণ চূড়ান্ত করা হয়। এতটা দ্রুততম সময়ে পদত্যাগের ঘটনা সাহাবুদ্দিন চুপ্পু ধারণা করেননি।

সংবিধানের ৫০(৩) অনুচ্ছেদ মতে, অনুস্থতা জনিত কারণে দায়িত্ব পালনে অপারগ হলে প্রেসিডেন্ট স্পিকার বরাবর স্বাক্ষর দিয়ে তা জানিয়ে পদত্যাগ করার বিধান। পদত্যাগপত্র গ্রহণের পর স্পিকার ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পরবর্তী ৯০ দিনের মধ্যে জাতীয় সংসদের মাধ্যমে নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করার বিধান রয়েছে।

জানা গেছে, তৎকালীন প্রেসিডেন্ট মো: সাহাবুদ্দিন চুপ্পু বিমান ২০১ ফ্লাইটে গত ৯ মে ২০২৬ ঢাকা থেকে লন্ডন যাত্রা করেছিলেন চিকিৎসার জন্য। ফিরে আসেন ১৮মে ২০২৬। এ সময় তার পরিবারের সদস্যরাও সঙ্গে যান। বিমানবন্দরে তাঁকে বিদায় জানান, আইনমন্ত্রী আসাদুজ্জামান এবং ঢাকায় যুক্তরাজ্যের হাইকমিশনার সারাহ কুক।

জানা যায়, সাহাবুদ্দিন চুপ্পু লন্ডনে থাকা অবস্থায় দিল্লীতে অবস্থানরত বাংলাদেশের পলাতক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে ফোনে কথা বলার বিষয়টি ফাঁস হয়ে যায়। তাদের দীর্ঘ ফোনালাপ বৃটিশ গোয়েন্দাদের নজরে আসার পর রাষ্ট্রনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ আলাপের সামারি তারা ঢাকার সঙ্গে শেয়ার করার পর দ্রুত পাল্টে যায় পরিবেশ। সাহাবুদ্দিন চুপ্পু টেলিফোনে দিল্লীতে যা আলাপ করেছিলেন তা নিয়ে সরকারের মধ্যে নানা শংকা তৈরি হবার পরই ভেতরে ভেতরে পদত্যাগ করাবার প্রস্তুতি চলতে থাকে বলে জানা গেছে। তবে পদত্যাগের আগেই সাহাবুদ্দিন চুপ্পু দেশ কয়েকবার ফোনালাপের বিষয় অস্বীকার করেন এবং তাঁর ভাষায় 'মিথ্যা তথ্য' পরিবেশনের জন্য দুটি দৈনিক পত্রিকাকে দায়ি করেন। কৌশলগত অংশ হিসেবে সরকারের সিদ্ধান্তটি সাহাবুদ্দিন চুপ্পুকে জানানো হয় সর্বশেষ মুহূর্তে এবং খুব সংক্ষিপ্ত সময়ে।

এদিকে মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত শেখ হাসিনা একটি আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থাকে এক সাক্ষাৎকারে বলেন, তিনি আগামী ডিসেম্বরে বাংলাদেশে আসবেন। তখন দেশে গোলযোগ, দাঙ্গা হাঙ্গামার বড় আশংকা করা হয়। উদ্ভূত পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে বিদায়ি প্রেসিডেন্ট জরুরী অবস্থা ঘোষণা করলে অনেক কিছু সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবার মতো ঘটনা ঘটত বলে মনে করা হয়। এছাড়া প্রেসিডেন্ট সংবিধানের ক্ষমতাবলে যে কোন আদালত বা ট্রাইবুনাল কর্তৃক যে কোন দণ্ডপ্রাপ্ত আসামিকে ক্ষমা করে দিতে পারেন। এজন্য তাঁর বরাবর একটা আবেদন করলেই সাংবিধানিক ক্ষমতাবলে তিনি দণ্ডপ্রাপ্ত আসামিকে ক্ষমা করে দিতে পারেন। সাবেক প্রেসিডেন্ট আবদুল হামিদ ২০১৮ সালে দেশের শীর্ষ সন্ত্রাসী মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামী জোসেফকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। এর আগে প্রেসিডেন্ট জিল্লুর রহমান ২০১০ সালের ৭ সেপ্টেম্বর মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ২০ আসামিকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন।

২৩ জনকে শিকল পড়িয়ে বাংলাদেশে ফেরত

১ পৃষ্ঠার পর

তাদের তাৎক্ষণিক সহায়তা দেয় প্রবাসী কল্যাণ ডেস্ক ও এভিয়েশন সিকিউরিটি (এভসেক) এবং পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করে ব্র্যাক মাইগ্রেশন প্রোগ্রাম। নিজ নিজ গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য তাদের পরিবহন সহায়তাও দেওয়া হয় বলে জানা যায়।

ফেরত যাওয়াদের মধ্যে ২০ জন ব্রাজিল থেকে বলিভিয়া, পেরু, ইকুয়েডর, কলম্বিয়া, পানামা, কোস্টারিকা, নিকারাগুয়া, হন্ডুরাস ও গুয়াতেমালা হয়ে মেক্সিকো সীমান্ত অতিক্রম করে অনিয়মিতভাবে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করেছিল। এছাড়া দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ব্রাজিল হয়ে একই রুট ব্যবহার করে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করেন।

যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানকালে তাদের কেউ কেউ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজ করেছেন। তবে বৈধ অভিবাসনের প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ করতে না পারায় তারা দেশটির 'আইস' কর্তৃপক্ষের নজরে পড়েন। পরে মার্কিন অভিবাসন আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে তাদের দেশে ফেরত পাঠানো হয়। দীর্ঘ ও ঝুঁকিপূর্ণ পথে যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছাতে জনপ্রতি গড়ে প্রায় ৫০ থেকে ৬৫ লাখ টাকা তাদের ব্যয় হয়েছে। উন্নত জীবনের আশায় বিপুল অর্থ ব্যয় করেও শেষ পর্যন্ত তারা অভিবাসন-সংক্রান্ত আইনি জটিলতায় পড়ে দেশে ফিরতে বাধ্য হয়েছেন। ২০২৫ সালের শুরু থেকে এ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র থেকে মোট ৩৬৯ বাংলাদেশিকে দেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে।

অবৈধ অভিবাসীদের বিমানে ভ্রমণ নয় : আইস করছে গ্রেফতার

১ পৃষ্ঠার পর

এখন থেকে যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধভাবে অবস্থানকারীরা কেবল দেশ ছেড়ে স্বেচ্ছায় চলে যাওয়ার উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করতে পারবেন। এদিকে, ট্রাম্পবিরোধী আইনি সংগঠন আমেরিকান ওভারসাইট সম্প্রতি এমন একটি নথি প্রকাশ করেছে, যেখানে দেখা যায় ২০২৫ সালের মে মাসে আইস ও ট্রান্সপোর্টেশন সিকিউরিটি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (টিএসএ)-এর মধ্যে যাত্রীদের তথ্য আদান-প্রদানের একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। যদিও কোন কোন তথ্য আইসের সঙ্গে ভাগ করা হচ্ছে, সেই অংশের বেশিরভাগই প্রকাশিত নথিতে গোপন রাখা হয়েছে। বিমানে ওঠার আগে যাত্রীদের ব্যক্তিগত তথ্য জমা দিতে হয়। ফলে সেই তথ্যের ভিত্তিতেই ভিসার মেয়াদোত্তীর্ণ ব্যক্তিদের শনাক্ত করে গ্রেপ্তারের সুযোগ পাচ্ছে আইস।

সাউথ এশিয়ান প্যারেডের প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত

১ পৃষ্ঠার পর

হয়। বাংলাদেশ সোসাইটি আয়োজিত এ প্যারেডের প্রস্তুতি সভায় আয়োজক কমিটি প্যারেড সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করতে শেষ মুহূর্তের বিভিন্ন প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা করেন। প্রস্তুতি সভায় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটির ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান ও গোল্ডেন এজ হোম কেয়ারের সিইও শাহ নেওয়াজ, প্যারেডের প্রধান সমন্বয়কারী শাহ শহিদুল হক, প্যারেডের মেম্বার সেক্রেটারি মোহাম্মদ আলম নবি, আকতার হোসেন, ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল খালেক, মাকসুদুল হক চৌধুরী, অনিক রাজ, জয় চৌধুরী, সায়ন মন্তিউর রহমান ও শফি উদ্দীন।

আয়োজকরা জানান, আগামী ৯ আগস্ট জ্যাকসন হাইটসে এই বর্ণাঢ্য এ প্যারেডে বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, ভুটানসহ দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশের প্রবাসী কমিউনিটির প্রতিনিধিরা অংশ নেবেন। অনুষ্ঠানের মূল লক্ষ্য হলো পারস্পরিক সম্প্রীতি, সাংস্কৃতিক বন্ধন এবং বহুজাতিক সমাজে দক্ষিণ এশীয় সম্প্রদায়ের ঐক্যকে আরও সুদৃঢ় করা। বিভিন্ন দেশের কমিউনিটির সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ করা হচ্ছে। আয়োজন নিয়ে তাদের পরামর্শ নেয়া হচ্ছে। তাদের দেশের মানুষজনের উপস্থিতির উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। আয়োজকরা আরও জানান, প্যারেডে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন, সামাজিক প্রতিষ্ঠান, ব্যবসায়ী, পেশাজীবী এবং কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করবেন। বর্ণিল সাজসজ্জা, নিজ নিজ দেশের ঐতিহ্যবাহী পোশাক, সংগীত ও সংস্কৃতির মাধ্যমে দক্ষিণ এশিয়ার বৈচিত্র্য তুলে ধরা হবে।

প্রধানমন্ত্রী তারেক জিয়া নিউইয়র্কে আসছেন সেপ্টেম্বরে

১ পৃষ্ঠার পর

প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে এটিই হবে তাঁর প্রথম অংশগ্রহণ ও ভাষণ।

প্রধানমন্ত্রীর সফরকে ঘিরে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনগুলোর নেতাকর্মীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছে। অন্যদিকে, তাঁর সফরের প্রতিবাদে একাধিক কর্মসূচি পালনের প্রস্তুতি নিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ।

বিএনপির এক নেতা কর্মীসভায় বলেছেন, বিমানবন্দরে আর যেন আওয়ামী লীগ ডিম ছুঁড়তে না পারে সে লক্ষ্যে কাজ করতে হবে। সেপ্টেম্বরে যে সব মন্ত্রী ও এমপি আসবেন তাদেরকে আমরা বিমানবন্দর থেকে গার্ড দিয়ে নিয়ে আসবো।

জাতিসংঘের প্রকাশিত সূচি অনুযায়ী, সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশন আগামী ৮ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে শুরু হবে। রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানদের অংশগ্রহণে উচ্চপর্যায়ের সাধারণ বিতর্ক শুরু হবে ২২ সেপ্টেম্বর এবং চলবে ২৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত; শেষ দিনের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে ২৮ সেপ্টেম্বর।

সরকারি সফরের সম্ভাব্য সূচি অনুযায়ী, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ২১ সেপ্টেম্বর সোমবার নিউইয়র্কে পৌঁছাবেন এবং ২৪ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে ভাষণ দেবেন। চার থেকে পাঁচ দিনের সফর শেষে ২৫ অথবা ২৬ সেপ্টেম্বর তাঁর নিউইয়র্ক ত্যাগ করার কথা রয়েছে।

এবারের অধিবেশন বাংলাদেশের জন্য বিশেষ তাৎপর্য বহন করছে। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। গত ২ জুন অনুষ্ঠিত গোপন ভোটে তিনি সাইপ্রাসের প্রার্থী আন্দ্রেয়াস কাকুরিসকে পরাজিত করেন। ড. খলিলুর রহমানের সভাপতিত্বেই ২০২৬-২৭ মেয়াদের সাধারণ পরিষদের কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

সফরকালে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান সাধারণ পরিষদের অধিবেশনের পাশাপাশি বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে অংশ নিতে পারেন। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের আয়োজিত রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানদের কূটনৈতিক সংবর্ধনায় তাঁর অংশগ্রহণের সম্ভাবনাও রয়েছে। নিউইয়র্কে প্রবাসী বাংলাদেশিদের একটি অনুষ্ঠানেও প্রধানমন্ত্রীর যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে।

আওয়ামী লীগ ১৯ সেপ্টেম্বর জন এফ কেনেডি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিক্ষোভ, তারেক জিয়ার হোটেলে অবস্থানের সম্ভাব্য সময়জুড়ে প্রতিবাদ এবং ২৪ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ সদর দপ্তরের সামনে সমাবেশের পরিকল্পনা রয়েছে। এতে বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের কার্যক্রমের ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার, রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের মুক্তি এবং বিভিন্ন মামলা ও গ্রেপ্তার বন্ধের দাবিও জানানো হয়েছে। তবে প্রধানমন্ত্রীর সম্ভাব্য আগমনের তারিখ ২১ সেপ্টেম্বর বলা হলেও প্রচারপত্রে ১৯ সেপ্টেম্বর বিমানবন্দর কর্মসূচির উল্লেখ রয়েছে। সফরের চূড়ান্ত সরকারি সময়সূচি প্রকাশিত হলে রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর কর্মসূচিতেও পরিবর্তন আসতে পারে।

জাতিসংঘে বাংলাদেশের সভাপতিত্ব, প্রধানমন্ত্রীর প্রথম ভাষণ এবং পাল্টাপাল্টি রাজনৈতিক কর্মসূচির কারণে এবারের সেপ্টেম্বর মাস নিউইয়র্কের বাংলাদেশি কমিউনিটির জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত ও রাজনৈতিকভাবে উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে।

ট্রাম্পের দূতের ব্যস্ততা ঢাকায়

১ পৃষ্ঠার পর

ট্রাভেল এডভাইজরি এক ধাপ নীচে নামানো হল। এটার অর্থ হলো, বাংলাদেশ এখন অনেক বেশি স্থিতিশীল। ফলে বাংলাদেশে বিনিয়োগ করার জন্যে নিরাপদ। গোরের এই সফর এটাও মনে করায় যে, নতুন সরকারের সঙ্গে ট্রাম্প প্রশাসন সানন্দে কাজ করতে আগ্রহী।

শেখ হাসিনার শাসনকালে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক মারাত্মক খারাপ হয়েছিল। তখন বাংলাদেশের এলিট ফোর্স 'র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটেলিয়ন' (র‍্যাব)-এর ওপর যুক্তরাষ্ট্র নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। এছাড়াও, পোশাক শিল্পসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে একই ধরনের নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিলো। যুক্তরাষ্ট্রের এমন সব পদক্ষেপের পরও শেখ হাসিনার সরকার তেমন কোনও সংশোধনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। ফলে পরিস্থিতি খুব নাজুক হয়ে ওঠে।

ছাত্রদের নেতৃত্বে ২০২৪ সালে বাংলাদেশে গণঅভ্যুত্থানের পর ২০২৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে তারেক রহমানের নেতৃত্বে বিএনপি সরকার গঠন করে। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক উন্নয়নের পথও সূচিত হয়। বিশেষ দূত সার্জিও গোরের এই সফর এই পদে থেকে বাংলাদেশে তার প্রথম সফর। প্রথম দিনে পররাষ্ট্র মন্ত্রী খলিলুর রহমানের সঙ্গে তার বৈঠক হয়। দ্বিতীয় দিন শুক্রবার পুরো দিন কক্সবাজারে রোহিঙ্গা শিবিরে। এবং তার পরের দিন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে বৈঠক। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের নানা দিক রয়েছে। বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান চালিকা শক্তি পোশাক শিল্প। সেই পোশাক রফতানির অন্যতম প্রধান গন্তব্য যুক্তরাষ্ট্র। দেশটিতে বাংলাদেশী অভিবাসীর সংখ্যাও নিতান্ত নগণ্য নয়। রোহিঙ্গা শরনার্থীদের মিয়ানমারে ফেরত পাঠানোর বিষয়ে অন্যতম সোচ্চার দেশ যুক্তরাষ্ট্র। এক কেন্দ্রীক বিশ্ব ব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্রের নানামুখী গুরুত্ব রয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের কাছে বাংলাদেশের গুরুত্ব শুধু দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের কারণেই নয়। বরং আঞ্চলিক, বৈশ্বিক এবং কৌশলগত কারণেও বাংলাদেশের গুরুত্ব রয়েছে। বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান দক্ষিণ এশিয়া এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সংযোগ স্থানে অবস্থিত। দক্ষিণ এশিয়ায় ভারত সবচেয়ে বড় দেশ। ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের দিকটিও বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের প্রথম সফর মালয়েশিয়া। তারপর তিনি ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম এর গ্রীষ্মকালীন বৈঠকে যোগদানের লক্ষ্যে চীনের দালিয়ান সফর করেন। সামার দাভস নামের এই সম্মেলনে তারেক রহমানের উপস্থিতি আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বেশ আলোচিত হয়েছে। এই সফরের সুযোগে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান দালিয়ান থেকে বেইজিং গিয়ে চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে বৈঠক করেন। বৈঠকে কৌশলগত, বাণিজ্যিক ও নিরাপত্তা বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয় যা একটি যৌথ ইশতেহারের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। এই প্রেক্ষিতে চীনের প্রতিদ্বন্দ্বী ভারত ও যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে চীনের ঘনিষ্ঠতার মাত্রা নিবিড় পর্যবেক্ষণে রেখেছে।

চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের স্বাভাবিক দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক নিয়ে কারও কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু এই সম্পর্ক যদি চীনের কব্জাভুক্ত করে বাংলাদেশকে তবে সেটা অনেক ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের জন্যে উদ্বেগের কারণ হতে পারে। এই ক্ষেত্রে চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের সামরিক মাখামাখি নিবিড় পর্যবেক্ষণে রয়েছে। বাংলাদেশের সমরাস্ত্রের সিংহভাগ আমদানি করা হয় চীন থেকে। বিশেষ করে চীন থেকে দুটি সাবমেরিন আমদানির পর ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের টনক নড়ে। এদিকে, প্রধানমন্ত্রীর চীন সফরের আগে ভারত না যাওয়ায় বেইজিং যেমন বাকবাকুম করছে। তেমনি ভারত খুবই আশাহত হয়েছে।

এই পরিস্থিতির মধ্যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আসন্ন ব্রিকস সম্মেলনে যোগদানের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। আগামী ১৩-১৪ সেপ্টেম্বর ব্রিকস সম্মেলনের আউটরিচ কর্মসূচিতে তারেক রহমানকে আমন্ত্রণ জানানোর পর বিষয়টি বাংলাদেশের বিবেচনাধীন রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে বিমসটেকের বর্তমান চেয়ার হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। আগামী বছর বাংলাদেশ বিমসটেক সম্মেলনের আয়োজন করবে। এমতাবস্থায় বাংলাদেশ ব্রিকসের সম্মেলনে যোগদানের সম্ভাবনা বেশি। কারণ বাংলাদেশ নিজেও ব্রিকসের সদস্য পদ পেতে আগ্রহী। সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের বৈঠকে যোগদানের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী যুক্তরাষ্ট্র সফরেও যাবেন। এখন প্রশ্ন হলো, বাংলাদেশ কি কোনও দিকে ঝুঁকে পড়ছে? এই প্রশ্নের জবাবে বলা যায়, না, বাংলাদেশ একটি ভারসাম্যপূর্ণ পররাষ্ট্রনীতিতে বিশ্বাসি। পররাষ্ট্রমন্ত্রী খলিলুর রহমান বলেছেন, বাংলাদেশের সঙ্গে ভারত ও চীনের সম্পর্ক কোনও জিরো সাম গেম নয়। অনেক একটা দেশের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করার মানে এই নয় যে, আরেকটা দেশের সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ করবো। মন্ত্রী এও বলেন যে, 'বাংলাদেশ খ্রী ও সরীনের ঝগড়ার কেন্দ্রস্থল হবে না'। বর্তমান ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তাই সার্জিও গোরের সফর খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ

B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সুযোগ

- ব্যাবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ
- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ
- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সুযোগ

স্বনামধন্য আমেরিকান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি

Member of FRANCHISE BROKER ACADEMY

FRANCHISE | L1A VISA | E2 VISA | POLITICAL ASYLUM

Captor USA, Inc.
Franchise & Business Consulting Firm
37 16 73rd street, Suite: 402, Jackson Heights, NY 11372.
Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590
Cell: (201) 456-3103, Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com

হটলাইন : +১ ৭১৮ ৪৩৩ ৯০০১
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

রেনোভেশন/রিপিয়ার/কনস্ট্রাকশন

আপনি কি বাসা-বাড়ির কাজের জন্য লোক খুঁজছেন?
আমরা আপনাকে সহযোগিতা করতে পারি।

আমরা Binghamton এ কাজ করে থাকি

আমাদের কাজসমূহ:

* গরম পানির ট্যাঙ্ক ইনস্টলেশন/ মেরামত
* যে কোন প্রকার পাম্বিলিংয়ের কাজ/বাথরুম/কিচেন/অন্যান্য
* যে কোন প্রকার টাইলসের কাজ/নতুন ইনস্টলেশন/রিপ্লেস/ রেনোভেশন
* নতুন বাথরুম ইনস্টলেশন/রিপিয়ার
* কার্পেটিং/নতুন রুম/এক্সটেনশন
* ড্রাই ওয়াল/পেইন্ট/রি-পেইন্ট
* ব্যাকইয়ার্ড/ডক/বারান্দা/ছাদ
* উড ফ্লোর/পলিশ/নতুন ইনস্টলেশন/ক্লিনিং
* অয়েল হিটিং সিস্টেম পুরনোটি রিপ্লেস এবং নতুন থার্মাল ইনস্টলেশন।

Free ইস্টিমেট করা হয়ে থাকে

যোগাযোগ:

WOVENA CONSTRUCTION INC
172-11, 93 Ave, Jamaica, NY 114333
Phone: 347-822-9052, 716-828-6677
wovenatexusa@gmail.com

প্রেসিডেন্সিয়াল ন্যাশনাল সার্ভিস অনার অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত শাহাব উদ্দিন সাগর

৩ পৃষ্ঠার পর

প্রদানের একটি কর্মসূচি, যা সাময়িকভাবে স্থগিত থাকা 'প্রেসিডেন্টস ভলান্টিয়ার সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড' (পিভিএসএ)-এর বিকল্প হিসেবে চালু করা হয়েছে। ১২ মাস সময়কালে সম্পন্ন করা যাচাইকৃত সমাজসেবামূলক কাজের ঘণ্টার ভিত্তিতে এটি ব্যক্তি ও বিভিন্ন গোষ্ঠীকে সম্মাননা প্রদান করে।

এই এওয়ার্ডটি 'প্রেসিডেন্সিয়াল ভলান্টিয়ার অ্যাওয়ার্ড' নামেও পরিচিত। কর্মসূচির বিবরণ, প্রদত্ত পুরস্কার: ব্রোঞ্জ, সিলভার ও গোল্ড এই তিনটি স্তর। পুরস্কারের মধ্যে রয়েছে সনদপত্র, পিন, প্রশংসাপত্র এবং মেডেল। যোগ্যতা: সব বয়সের ব্যক্তি এবং যেসব স্কুল বা অলাভজনক সংস্থা স্বেচ্ছাসেবকদের কাজের সময় যাচাই করতে সক্ষম, তারা সবাই এতে অংশ নিতে পারেন। শনিবার নিউইয়র্কে ব্রুকলীনের একটি চার্চের ব্যাঙ্কুয়েট হলে অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে শাহাব উদ্দিন সাগর ছাড়াও আরো ১১ জনকে ন্যাশনাল সার্ভিস অনার অ্যাওয়ার্ড তুলে দেয়া হয়। অ্যাওয়ার্ড দেয়ার পাশাপাশি হস্তান্তর করা হয় ইউএস কংগ্রেসউইম্যান ইভেট ডি. ক্লার্কের প্রশংসাপত্র, নিউইয়র্ক স্টেট সিনেটর রোক্সানি জে. পারসুডের প্রক্লেমেশন ও নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিলউইম্যান মার্সেডিস নার্সিসের সাইটেশন।

অনুষ্ঠান উপলক্ষে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়। ১২ জন অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তদের মধ্যে শাহাব উদ্দিন সাগরই একমাত্র বাংলাদেশী, যিনি কমিউনিটি সার্ভিসের জন্য সম্মানজনক এই অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন। অ্যাওয়ার্ড পাওয়ার পর বক্তব্যে সাংবাদিক শাহাব উদ্দিন সাগর বলেন, 'হ্যান্ডস অব হোপ কমিউনিটি আউটরিচ' এর ন্যাশনাল সার্ভিস অনার গোল্ড অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করতে পেরে আমি সত্যিই গর্বিত, সম্মানিত বোধ করছি। এই অসাধারণ সম্মানের জন্য আমি আন্তরিকভাবে সংগঠন, পরিকল্পনা কমিটি এবং চ্যাপ্লেন কিম থমাসকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

তিনি বলেন, এই সম্মান আমি শুধু নিজের পক্ষ থেকে গ্রহণ করছি না; আমি এটি উৎসর্গ করছি সেই সকল স্বেচ্ছাসেবক, কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ এবং সংগঠনগুলোর প্রতি, যাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মানুষের সেবায় কাজ করার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। মানুষের সেবা আমার কাছে কখনোই শুধু একটি দায়িত্ব নয় বরং এটি আমার ভালোবাসা, আমার অঙ্গীকার এবং আমার জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য।

দলীয় চরিত্রের রাষ্ট্রপতির প্রত্যাশিত বিদায়

১০ পৃষ্ঠার পর

পালিত হয়? আবদুর রহমান বিশ্বাস, জিল্লুর রহমান, আবদুল হামিদ-তাঁরা কেউই রাষ্ট্রপতি থাকাকালীন নিজ নিজ দলীয় আদর্শের ঊর্ধ্বে উঠতে পেরেছিলেন? অনেকে হয়তো বলবেন, আমাদের সংবিধানে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাইবা কতটুকু দেওয়া আছে? তাঁরা চাইলেই কি স্বাধীনভাবে নিজস্ব সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন ঘটাতে পারেন? এটা ঠিক, হয়তো পারেন না। কিন্তু তারপরও নিরপেক্ষতার চেষ্টা তো করতে পারেন। কিন্তু সেটাও অনেক সময় সম্ভব হয় না রাজনৈতিক দলগুলোর। বদরুদ্দোজা চৌধুরীর পরিণতির দিকে তাকালেই সেটা স্পষ্ট হয়ে যায়।

আমার মতে সদ্য বিদায়ী রাষ্ট্রপতি একেবারে বিদায়ের সময়ও নিজের মেরুদণ্ডহীনতার প্রকট একটা উদাহরণ রেখে গেছেন। ওনার পদত্যাগপত্রটি বিভিন্ন মিডিয়াতে দেখা গেছে। সেখানে পদত্যাগের কথা বলতে গিয়ে শুরুর দুই প্যারায় ২০২৪-এর ৫ আগস্টের পর থেকে তিনি কী কী করেছেন, তার সবিস্তার বর্ণনা দিয়েছেন। একেবারে শেষের প্যারায় নিজের অসুস্থতার কথা লিখেছেন। এই যে বর্ণনা, এখানে তিনি তাঁর কর্মকাণ্ডের কথাই কেবল বলেছেন, কুকর্মের কথা বলেননি। তিনি তো তাঁর পুরো কার্যকালের কথা বলতে পারতেন। তা করেননি। ২০২৩-এর এপ্রিল মাসের ২৪ তারিখ থেকে তিনি রাষ্ট্রপতি। সেই সময় থেকে ২০২৪-এর আগস্ট পর্যন্ত তিনি কী কী করেছেন, সেসব একেবারেই উহ্য রেখেছেন। কেন? বিএনপিকে খুশি রাখার জন্য? ২০২৪-এর আগস্টের আগে তো জানুয়ারি এসেছিল। সেই সময়ে একটা জাতীয় নির্বাচনও হয়েছিল। জনগণ সেটাকে 'আমি-আমি'র নির্বাচন বলে জানে। সেই নির্বাচনের সময় ওনার ভূমিকা কী ছিল? সে কথাও যদি পদত্যাগপত্রে লিখতেন, তাহলে তাঁর পুরো সময়কালটা হয়তো উঠে আসত। কিন্তু তিনি তা করেননি। যদি আওয়ামী লীগের সময়ের কথা লিখতে বিব্রত বোধ করতেন, তাহলে পরেরটুকুও না লিখলেই পারতেন। কেবল পদত্যাগের কারণগুলো লিখলেই তো চলত। আসলে তিনি বিএনপি, অর্থাৎ সরকারকে খুশি রাখার জন্য যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকুই লিখেছেন। সরকারকে খুশি রাখার দরকারইবা কেন পড়ল? তার ইঙ্গিতও তাঁর পদত্যাগপত্রেই আছে। তিনি অসুস্থ, দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসা দরকার। তিনি কি এবার তাহলে বিদেশে যাবেন? আমার সে রকমই মনে হয়। হয়তো খুব শিগগির যাবেন। এদিকে জামায়াত, এনসিপি চাইছে রাষ্ট্রপতিকে বিচারের আওতায় আনতে। রাষ্ট্রপতি থাকাকালীন তাঁর কাজের জন্য হয়তো তাঁকে বিচারের মুখোমুখি করা যাবে না। সংবিধানের ৫১ ধারা এ ক্ষেত্রে তাঁকে দায়মুক্তি দেবে। কিন্তু রাষ্ট্রপতি হওয়ার আগে যদি কোনো অন্যায়-অপরাধ করে থাকেন, সেসব নিয়ে নিশ্চয়ই বিচার হতে পারে। সেগুলোর ক্ষেত্রে তো আর দায়মুক্তি পাওয়ার সুযোগ নেই। কী করেছেন আর কী করেননি-সেসব তিনি নিজে নিঃসন্দেহে সবচেয়ে ভালো জানবেন। কর্মজীবনে নিজে তিনি একসময় জেলা পর্যায়ে বিচারক ছিলেন, দুদকের কমিশনারও ছিলেন। কোন অপরাধের কী শাস্তি-এসবও তিনি ভালোই জানেন। তাই চিকিৎসার জন্য গেলে কত দিন দেশের বাইরে থাকবেন-সে সিদ্ধান্তও হয়তো তিনি বুঝেশুনেই নেবেন।

একটা কথা বলে লেখাটা শেষ করি। আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে রাষ্ট্রপতির পদত্যাগকে ভালোভাবে নিইনি। আমার বিবেচনায়-রাষ্ট্রপতি দেশের সর্বোচ্চ পদ। দলীয় বিবেচনায় এ পদে নিয়োগ যেমন প্রত্যাশিত নয়, ঠিক তেমন দলীয় রাজনীতির কারণে এ পদে থাকা ব্যক্তির অপসারণও তেমনি কাম্য নয়। রাষ্ট্রপতির যেহেতু 'উলটপালট' করে দেওয়ার তেমন কোনো ক্ষমতা নেই, আলংকারিক এই পদটি নিয়ে সে কারণে অকারণে নাড়াচাড়া করাও উচিত নয়। এ ক্ষেত্রে ভারতের উদাহরণটার দিকে তাকানো যেতে পারে। কংগ্রেস যখন ক্ষমতায় ছিল, ২০১২ সালের ২৫ জুলাই রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন প্রণব মুখার্জি। প্রণব মুখার্জি সারা জীবন কংগ্রেসের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু রাষ্ট্রপতি হওয়ার আগে রীতি অনুযায়ী তিনি দল থেকে পদত্যাগ করেন। দুই বছরের মাথায় কংগ্রেসকে সরিয়ে ক্ষমতায় আসে বিজেপি। বিজেপি কিন্তু প্রণব মুখার্জিকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেনি। প্রণব মুখার্জি ২০১৭ সালের ২৫ জুলাই পর্যন্ত, পূর্ণ মেয়াদে রাষ্ট্রপতি ছিলেন। দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা যখন দৃঢ় হয়, তখন এ ধরনের ঘটনা স্বাভাবিক হয়ে যায়। আমাদের জন্য বিষয়গুলো এখনো প্রায়ই অভাবিত মনে হয়। আমাদের হয়তো আরও অনেক বছর অপেক্ষা করতে হবে।

লেখক: জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক।

বিশ্ব এখন ট্রাম্পের যুদ্ধের ভুক্তভোগী

৫ পৃষ্ঠার পর

এই যুদ্ধের জন্য সবকিছু যেন আগুনে নিক্ষেপ করা হচ্ছে। ইরানের শিশু, সাধারণ মানুষ এবং অবকাঠামো তার শিকার হচ্ছে। উপসাগরীয় দেশগুলোর অর্থনীতি ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতাও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এমনকি তাদের পানীয় জলের নিরাপত্তাও ঝুঁকির মুখে পড়ছে। কারণ ইরান এমন সব লবণাক্ত পানি বিশুদ্ধকরণ কেন্দ্রে হামলা চালাচ্ছে, যেগুলোর ওপর এসব দেশের জীবন অনেকটাই নির্ভরশীল।

এই যুদ্ধের প্রভাব বিশ্বের প্রায় প্রতিটি পরিবারের ওপরও পড়ছে। গত সপ্তাহে অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেলপ্রতি ১০০ ডলার ছাড়িয়ে গেছে। জ্বালানির দাম সব ক্ষেত্রেই বেড়েছে। যুদ্ধ শুরুর আগের তুলনায় ব্রেন্ট তেলের দাম এখন প্রায় ৪০ শতাংশ বেশি। যুক্তরাষ্ট্রে এক গ্যালন পেট্রোলের দাম এখন আগের তুলনায় ৩৭ শতাংশ বেড়েছে। ডিজেলের দাম বেড়েছে ৪০ শতাংশ। যুক্তরাজ্যেও গ্যাসের দাম আবার বেড়েছে। শুধু এই মাসেই তা প্রায় ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। তেলের দাম বাড়ার যে প্রভাব শেষ পর্যন্ত ভোক্তারা পাম্পে গিয়ে অনুভব করবেন, তা আরও দুই সপ্তাহের মধ্যে স্পষ্ট হবে। একই চিত্র বিশ্বের নানা দেশে দেখা যাচ্ছে। এতে জ্বালানি ব্যবহার কমছে। সরকারের বাজেটের ওপর চাপ বাড়ছে। এগুলো শুধু কিছু পরিসংখ্যান নয়। সবকিছু মিলিয়ে বিশ্ব এখন এক নতুন জ্বালানি বাস্তবতার মুখোমুখি। ইরান যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই বাস্তবতা আরও শক্তভাবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। এর চাপ বিশ্বের প্রায় সব অর্থনীতির ওপর পড়ছে। ধনী পুঁজিবাদী দেশগুলো বেসরকারীকরণ, অতিরিক্ত মূল্য আদায় এবং মুনাফালোভের চাপে আগে থেকেই দুর্বল। দরিদ্র দেশগুলোর সরকারও আর সাধারণ মানুষের ওপর নতুন বোঝা চাপিয়ে দেওয়ার অবস্থায় নেই। কারণ মানুষের সহ্য করার সীমা অনেকটাই শেষ হয়ে এসেছে।

জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় আয়ারল্যান্ড থেকে কেনিয়া পর্যন্ত বহু দেশে বিক্ষোভ শুরু হয়েছে। অনেক জায়গায় পরিবহন ব্যবস্থা প্রায় অচল হয়ে পড়ছে। এমন অস্থির সময়ে অর্থনীতিতে আস্থা ফিরিয়ে আনার মতো কিছু স্থিতিশীল পদক্ষেপ নেওয়ার কথা ছিল। অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার ওপর মানুষের বিশ্বাসও বাড়ানো দরকার ছিল। কিন্তু তার পরিবর্তে যা দেখা গেল, তা হলো ট্রাম্পের শুল্কনীতি শেষ হওয়ার পর নতুন একটি শুল্কব্যবস্থা চালু করা। গত সপ্তাহেই আগের শুল্কব্যবস্থার মেয়াদ শেষ হয়েছে। নতুন ব্যবস্থার যুক্তি হলো, বিভিন্ন দেশ নাকি 'জোরপূর্বক শ্রম' মোকাবিলায় যথেষ্ট কাজ করছে না। আপনার যদি মনে হয়, এটি একটি হাস্যকর অজুহাত, কিংবা ট্রাম্প প্রশাসন বিশ্বের শ্রমিকদের কর্মপরিবেশ নিয়ে সত্যিই গভীরভাবে উদ্বিগ্ন নয়, তাহলে আপনাকে বলা হবে আপনি নাকি ট্রাম্প ডিরেঞ্জমেন্ট সিনড্রোমে আক্রান্ত। তাদের মতে, আপনার চিকিৎসার প্রয়োজন। এই ধ্বংসাত্মক নীতির ফলে থাকা ক্ষতি কমানোর কোনো সহজ উপায় নেই। এমন কোনো ভর্তুকি কিংবা এমন কোনো মূল্যসীমাও নেই, যা বৈশ্বিক জ্বালানি পরিবহন ও তেল উৎপাদনের কেন্দ্রে আঘাত হানা এত বড় ধাক্কা সামাল দিতে পারে।

আমরা সবাই এখন যুক্তরাষ্ট্রের এমন এক শাসনের কাছে জিম্মি, সেই শাসন নিজের সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তিকে ব্যবহার করছে অহংকার ও অজ্ঞতার সঙ্গে। আমরা এমন একটি প্রশাসনের সঙ্গে বাঁধা পড়ে আছি, যারা দেশ পরিচালনা করে ঠিক সেইভাবে, যেভাবে তারা পৃথিবীর অন্য অংশে আচরণ করে। তাদের লক্ষ্য শুধু রাজনৈতিক পয়েন্ট অর্জন। এই খেলায় তাদের কাছে কোনো পদক্ষেপই খুব ছোট নয়। আবার কোনো পদক্ষেপই খুব বড় নয়।

স্মিথসোনিয়ানের প্রদর্শনীর বাইরে সতর্কবার্তা ঝুলিয়ে দেওয়া, যাতে বলা হয় প্রদর্শিত তথ্য 'ভুল' হতে পারে। হঠাৎ করে অপ্রতিরোধ্য ভঙ্গিতে শুল্কনীতি চালু করা, অথবা যুদ্ধ সহজ হবে এবং দেখতে দারুণ লাগবে-এই ধারণা থেকে পুরো একটি অঞ্চলকে যুদ্ধে ঠেলে দেওয়া। সব ক্ষেত্রেই ট্রাম্পের আচরণ একই রকম। তিনি কখনো অত্যন্ত হালকা মনোভাব দেখান। কখনো বেপরোয়া হয়ে ওঠেন। এক মুহূর্তে তাকে উন্মাদ মনে হয়, পরের মুহূর্তেই তাকে ভণ্ড দেখা যায়। মনে হয় পুরো পৃথিবী যেন তার খেলনা। ইচ্ছা হলে তিনি পৃথিবী নিয়ে খেলেন, তারপর ফেলে দেন, আবার তুলে নেন, নাড়াচাড়া করেন, খোঁচান। আর এসব থামার কোনো লক্ষণও দেখা যাচ্ছে না।

যুক্তরাষ্ট্রের বৈশ্বিক আধিপত্যের সঙ্গে বাঁধা পড়ে আমরা সবাই এখন হিসাব কষছি। আর্থিক ক্ষতি কত হলো। কত মানুষ মারা গেল। একজন মানুষের নির্বাচিত হওয়ার মূল্য কত দূর পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছাল। আর সেই মূল্য আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে এমন সব পেশাজীবী, রাজনীতিক ও তাঁর সমর্থক মানুষ, যারা তাকে সমর্থন করছে এবং ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখছে। এই পরিস্থিতি যত দীর্ঘ হবে, ততই এই ক্ষয়ক্ষতি আমাদের জীবনে এক ধরনের স্থায়ী শব্দে পরিণত হবে। একসময় যা কল্পনাতীত ছিল, সেটিই হয়ে স্বাভাবিক বাস্তবতা হয়ে উঠবে। বারবার তাই ঘটবে।

ইরানের যুদ্ধ এই বাস্তবতার সবচেয়ে বিপজ্জনক প্রকাশ। কাল্পনিক সাফল্যের গল্প শোনা গেছে। শেষ ও চূড়ান্ত সামরিক আঘাতের হুমকিও এসেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেসবের জায়গায় এসেছে এক শীতল বাস্তবতা। একটি অভাবে ব্যবহৃত যুদ্ধ প্রতিদিন বিশ্বের ভূরাজনীতি বদলে দিচ্ছে। বদলে দিচ্ছে রাষ্ট্রের বাজেট। বদলে দিচ্ছে সাধারণ পরিবারের হিসাবও। আর সেটিই আবার নতুন স্বাভাবিক বাস্তবতা হয়ে উঠছে। ট্রাম্প এখন এক অচল অবস্থায় আটকে গেছেন। শান্তির যে মূল্য দিতে হবে, তা তিনি মেনে নিতে পারছেন না। কিন্তু সেই মূল্য পরিশোধ করতে হচ্ছে পৃথিবীর অন্য সবাইকে।

লেখক: দ্য গার্ডিয়ানের কলামিস্ট। গার্ডিয়ানে প্রকাশিত নিবন্ধটি অনুবাদ করেছেন তহমিনা মিলি।

বৈপরীত্যে মুখোমুখি '৩৬ জুলাই'

১ পৃষ্ঠার পর

পক্ষ থেকে বার বার বলা হয়েছে জুলাই আন্দোলনে শহীদদের আত্মত্যাগের যথাযথ মূল্যায়ন করে গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার ও জনগণের প্রত্যাশা অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালিত হবে। অথচ মাঠে নারাজ সরকার বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো।

'৩৬ জুলাই' বা জুলাই অভ্যুত্থানের যে আন্দোলন একসময় কর্তৃত্ববাদের বিরুদ্ধে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন। এখন সেই আন্দোলনের কেউ কেউ জুলাইকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করছেন। বর্তমানে রীতিমতো জনগণের ভোটে নির্বাচিত সরকারকে তারা ক্ষমতা থেকে অপসারণ করে দেওয়ার হুমকিও দিচ্ছেন।

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম ও জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমানের সাম্প্রতিক বক্তব্যগুলো বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। তারা বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন নির্বাচিত বিএনপি সরকার যদি তাদের প্রস্তাবিত সংবিধান সংস্কার বাস্তবায়ন না করে, তবে আবার অভ্যুত্থান ঘটানো হবে।

তারা এমন একটি সাংবিধানিক কাঠামোর কথা বলছেন যা জুলাই অভ্যুত্থানের পক্ষের সব রাজনৈতিক দলের ঐকমত্য পেতে ব্যর্থ হয়েছে। উল্লিখিত দলগুলো ছাড়া হুমকি আর কোনো কথায় রাজনীতিতে দীর্ঘমেয়াদ নেই। গণতান্ত্রিক আলোচনার বিকল্প হিসেবে রাজপথের শক্তিকে দাঁড় করানোর এক বিপজ্জনক ইঙ্গিতও ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। এক ধরনের রাজনৈতিক নিপীড়নের জায়গায় অন্য ধরনের নিপীড়ন প্রতিষ্ঠার জন্য জুলাই অভ্যুত্থান হয়নি বলে মত দিয়েছেন অনেকেই। বিশেষ করে, কেউ কেউ নিজেকে ও তার দলকে জুলাইয়ের চেতনার একচ্ছত্র অভিভাবক হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করছেন।

এমনই প্রেক্ষাপটে জুলাই আন্দোলনে শহীদদের আত্মত্যাগের যথাযথ মূল্যায়ন করে গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার ও জনগণের প্রত্যাশা অনুযায়ী রাষ্ট্র গঠনের আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব ও স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি বলেন, শহীদদের আত্মত্যাগ কোনোভাবেই বৃথা যেতে দেওয়া যাবে না। গতকাল বৃহস্পতিবার রাজধানীর সার্কিট হাউজ রোডে ডিএফপি অডিটোরিয়ামে আয়োজিত এক প্রকাশনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

মির্জা ফখরুল বলেন, সমাজে বড় ধরনের পরিবর্তন কখনোই হঠাৎ আসে না। নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন, দীর্ঘ সংগ্রাম এবং প্রয়োজনে চূড়ান্ত আত্মত্যাগের মধ্য দিয়েই কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন অর্জিত হয়। ইতিহাসের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের পেছনেই মানুষের ত্যাগ ও সংগ্রামের ভূমিকা রয়েছে।

মূল মতে, চরিত্রের সেই ছাত্র আন্দোলনের মূল ভাবনা থেকে বড় বিচ্যুতি। জুলাই আন্দোলন গতানুগতিক সুবিধাবাদী রাজনীতিকে চ্যালেঞ্জ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। এখন কয়েকটি দলের বার্তা, প্রস্তাবিত সাংবিধানিক এজেন্ডা না মানলে দেশকে আবার নতুন করে অস্থিরতার মুখে পড়তে হবে। এটি গণতান্ত্রিক বোঝাপড়া নয়, বরং স্পষ্ট রাজনৈতিক চাপ। এনসিপি ও জামায়াতে ইসলামীর নেতাদের কথায় মিলও বেশ লক্ষণীয়।

গত ১৮ জুলাই বরিশালের সমাবেশে জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমানও হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, তাঁদের প্রত্যাশা অনুযায়ী সংবিধান সংস্কার না হলে দেশকে আরেকটি আন্দোলনের প্রস্তুতি নিতে হবে।

ভিন্ন পটভূমির রাজনৈতিক দলগুলো যখন একই আলটিমেটাম দেয়, তখন প্রশ্ন ওঠে-সাংবিধানিক বিষয়গুলো কি আলোচনার মাধ্যমে সমাধান হবে, নাকি রাজপথের শক্তিতে?

হুমকি দিয়ে কখনো সংবিধান রচিত হতে পারে না। সংবিধান গড়ে ওঠে সমঝোতা, সংসদীয় তর্কবিতর্ক এবং জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে। কোনো রাজনৈতিক দল যখন দাবি করে যে নির্বাচিত সরকারের বৈধতা তাদের শর্ত মানার ওপর নির্ভর করছে, তখন গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মূল ভিত্তিটি দুর্বল হয়ে পড়ে।

সংঘাতের এই সংস্কৃতি কেবল কথার মধ্যে আটকে নেই। এর বহিঃপ্রকাশ ঘটছে মাঠ পর্যায়ের কর্মসূচিতেও। ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী ছাত্রশিবিরের সাম্প্রতিক একটি দলের বিরুদ্ধে কর্মসূচির ঘোষণা নিয়েও আলোচনা হচ্ছে। গণতন্ত্রে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে মোকাবেলা করা হয় যুক্তি, নির্বাচন ও প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে, শিবির বানানোর মনস্তত্ত্ব দিয়ে নয়।

সংগঠকদের উদ্দেশ্য যা-ই থাকুক না কেন, এ ধরনের কর্মসূচি রাজনৈতিক সহিংসতা ও নিজের হাতে আইন তুলে নেওয়ার (ভিজিলান্টিজম) মধ্যে সূক্ষ্ম রেখাকে মুছে দেয়। বারবার নতুন অভ্যুত্থানের হুমকির সঙ্গে এ ধরনের তৎপরতা যুক্ত হয়ে এক আশঙ্কাজনক রাজনৈতিক পরিবেশ তৈরি করছে, যেখানে রাজপথের শক্তির জোরই প্রভাব বিস্তারের প্রধান পথ হয়ে উঠছে। সবচেয়ে বড় প্রহসন হলো, সমস্যার উৎস জড়িয়ে আছে 'জুলাই সনদ' তৈরির প্রক্রিয়ার ভেতরের দুর্বলতায়। শুরু থেকেই এই সনদ একটি বড় চ্যালেঞ্জের মুখে ছিল। এটি কতটা সর্বজনীন ঐকমত্য তৈরি করতে পেরেছে তা নিয়েও প্রশ্ন আছে। ড. আলী রীয়াজের নেতৃত্বাধীন জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের কাজের শুরু থেকেই 'বর্জনমূলক' ছিল বলে সমালোচিত হয়। দেশে নিবন্ধিত ৫২টি রাজনৈতিক দলের মধ্যে মাত্র ২১টি দলকে আনুষ্ঠানিক সংলাপে ডাকা হয়েছিল, সঙ্গে ছিল ৯টি অনিবন্ধিত সংগঠন। ফলে সাংবিধানিক আলোচনার টেবিল থেকেই বাদ পড়ে যায় দেশের বহু নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল। 'জাতীয় ঐকমত্য' সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় এই বড় ঘাটতি ছিল স্পষ্ট।

ঐকমত্যের অভাব আরো স্পষ্ট হয় যখন সংলাপে থাকা একাধিক দল শেষ পর্যন্ত ওই সনদে সই করা থেকে বিরত থাকে। ২০২৫ সালের অক্টোবর মাসে 'জুলাই জাতীয় সনদে' স্বাক্ষর না করা রাজনৈতিক দলগুলো হলো-বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি), বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ), বাসদ (মার্ক্সবাদী) এবং বাংলাদেশ জাসদ। এনসিপিও শুরুতে এই সনদ স্বাক্ষর করেনি।

যে সনদ নিজের আলোচনা টেবিলেই সবার সমর্থন পায়নি, তা দেশবাসীর ওপর কিভাবে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হিসেবে চাপিয়ে দেওয়া যায় তা নিয়েও রাজনৈতিক মহলে প্রশ্ন ওঠে। অভিযোগ ওঠে, এই সনদকে ঘিরে পুরো রাজনৈতিক রূপান্তরকে জিম্মি করার চেষ্টা হচ্ছিল। সমালোচকদের মতে, একটি সনদকে ঘিরে সার্বিক নির্বাচন প্রক্রিয়াকেই কার্যত আটকে রাখার চেষ্টা করা হয়। ক্ষমতাসীন সরকারের নেতাদের বক্তব্যেও এর প্রমাণ মিলেছে। জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন আদেশকে অবৈধ উল্লেখ করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ গত ৩০ এপ্রিল জাতীয় সংসদে বলেছেন, নির্বাচনের স্বার্থে তাঁরা অনেক কথা সে সময় বলেননি। সংস্কারের 'বাহানায়' যদি নির্বাচন হতে না দেয়, সে জন্য তারা আপস করে জুলাই জাতীয় সনদে সই করেছিলেন।

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের আলোচনায় বিএনপির পক্ষে নেতৃত্ব দেওয়া সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, 'সংস্কারের জন্য শ্রেষ্ঠতম দেশের আমার কিছু বড় ভাই বুদ্ধিজীবী বিদেশ থেকে অবতরণ করেছিলেন। তাঁরা মাথায় টুকরি ভর্তি করে অলৌকিক কিছু সংস্কার নিয়ে দেশে অবতরণ করলে পরে আমরা সংস্কার কমিশনে আলাপ-আলোচনা করতে করতে এই জুলাই জাতীয় সনদটা প্রণয়ন হয়েছে।'

উদ্দেশ্য, অন্তর্বর্তী কোনো ব্যবস্থার প্রাথমিক কাজ একটি বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক ধারাবাহিকতা ফিরিয়ে আনা। আর সংবিধান সংস্কারের মতো সংবেদনশীল বিষয়ের জন্য জনগণের ভোটে নির্বাচিত সংসদের অংশগ্রহণ ও জবাবদিহি অপরিহার্য। অমীমাংসিত সাংবিধানিক বিষয়ে গণভোটের প্রস্তাব বিতর্ককে আরো জটিল করে। গণভোট একটি গণতান্ত্রিক পদ্ধতি হতে পারে, তবে তা রাজনৈতিক সমঝোতার বিকল্প নয়। নির্বাহী ক্ষমতা, সংসদ, বিচার বিভাগ, মৌলিক অধিকার-এসব জটিল একাধিক বিষয়ে কেবল 'হ্যাঁ' বা 'না' ভোটের মাধ্যমে ফয়সালা করা জনমতকে সরলীকরণ করার ঝুঁকি তৈরি করে। আলোচনার মাধ্যমে সমঝোতা করতে ব্যর্থ হয়ে সুবিধামতো একতা তৈরির হাতিয়ার হিসেবে গণভোটকে ব্যবহার করাই ছিল বড় ভুল। গণভোট তখন কাজ করে যখন রাজনৈতিক আলোচনায় একটি কাঠামো তৈরি হয়ে যায়। বিভাজিত রাজনীতিতে গণভোট নিজে থেকে ঐক্য আনতে পারে না।

জুলাই-পরবর্তী বড় সংকট কেবল সংস্কার নিয়ে নয়, বরং অভ্যুত্থানের 'মালিকানা' দখলের লড়াইকে কেন্দ্র করেও সংকট বাড়ে। ছাত্র আন্দোলন দৃশ্যত কোনো সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের ছিল না বলে আন্দোলনের পরপরই বিভিন্ন গোষ্ঠী নিজেদের জুলাইয়ের একমাত্র দাবিদার হিসেবে জাহির করতে শুরু করে। সাধারণ মানুষের ত্যাগ থেকে উঠে আসা একটি গণ-অভ্যুত্থান এভাবে রাজনৈতিক আধাআধির বিষয়ে পরিণত হয়।

এটি বাংলাদেশের ইতিহাস ও রাজনৈতিক ঐতিহ্যের বিপরীত। ঐতিহাসিক যেকোনো আন্দোলনে ব্যক্তিগত বা দলীয় দাবির চেয়ে দেশের জন্য ত্যাগই বড় হয়ে উঠেছিল। জুলাই অভ্যুত্থান কোনো একক দল, আদর্শ বা নির্দিষ্ট প্রজন্মের একচ্ছত্র সম্পত্তি হতে পারে না। কোনো কোনো দল এমন আচরণ করছে যেন তাদের প্রস্তাবের সমালোচনা করার অর্থই হলো জুলাই আন্দোলনের বিরোধিতা করা। এটি একটি বিপজ্জনক রাজনৈতিক অবস্থান। গণতান্ত্রিক আন্দোলন তার প্রতিটি নাগরিকের, এটি কোনো একক দলের নিজস্ব স্বত্ব নয়। জুলাই-পরবর্তী রাজনৈতিক সিদ্ধান্তগুলো নতুন নতুন মেরুকরণ তৈরি করেছে। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন থেকে এনসিপির আত্মপ্রকাশকে অনেকে স্বাগত জানালেও, একটি গণ-আন্দোলনের দৃশ্যমান নেতাদের হঠাৎ একটি সাধারণ রাজনৈতিক দলে পরিণত হওয়াকে অনেকে সমালোচনার চোখে দেখেছেন।

যারা ক্ষমতার রাজনীতি বদলানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তাঁরা নিজেরাই আবার সেই পুরোনো ক্ষমতা ও স্বজনপ্রীতির চক্রে জড়িয়ে পড়ছেন কি না-তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।

জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে এনসিপির দৃশ্যমান ঘনিষ্ঠতা তাদের অন্তর্ভুক্তিমূলক রাজনীতির দাবিকে দুর্বল করেছে। কোনো গোষ্ঠীকে আজীবন রাজনীতি করতে না দেওয়া এবং বিশেষ করে, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পুনর্ব্যাখ্যার কিছু বয়ান অনেক নেতার মধ্যেই ক্ষোভ ও মতভেদ জন্ম দিয়েছে। একটি নতুন ধারার রাজনীতির দাবিদারদের জন্য তাদের মিত্র এবং মূল্যবোধ নিয়ে ওঠা এসব প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই।

একই সঙ্গে, জুলাই-পরবর্তী সময়ে সংখ্যালঘু ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের ওপর হামলা এবং 'মব জাস্টিস'-এর কারণে সাধারণ মানুষের মধ্যে উদ্বেগ বাড়ে। যাঁরা নিজেদের জুলাই অভ্যুত্থানের উত্তরাধিকার দাবি করেন, তাঁদের কাছ থেকে বহুমাত্রিকতা ও নাগরিক অধিকার রক্ষায় আরো দায়িত্বশীল ভূমিকা প্রত্যাশিত ছিল।

আরেকটি দিক হলো, যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল বিশেষ সুবিধা ও স্বজনপ্রীতির বিরুদ্ধে, সেই আন্দোলনের কিছু প্রতিনিধির বিরুদ্ধেও নানা অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। পরিচয় বিক্রি করা বা রাজনৈতিক প্রভাব খাটানোর বিভিন্ন অভিযোগ সাধারণ মানুষের আস্থায় ও বিশ্বাসে আঘাত হেনেছে।

সবচেয়ে বড় ভয় হলো, একটি ঐতিহাসিক আন্দোলনের নৈতিক মূলটি নষ্ট হয়ে যায়, যখন এর ভাষাকে গণতান্ত্রিক সংস্কারের চেয়ে রাজনৈতিক ফায়দা লোটার কাজে বেশি ব্যবহার করা হয়।

এই প্রেক্ষাপটে বারবার নতুন অভ্যুত্থানের হুমকি দেওয়া কোনো রাজপথের আন্দোলন নয়; বরং ভোটে গণম্যান্ডেট না পেয়ে রাজপথকে জিম্মি করে রাজনৈতিক সুবিধা আদায়ের চেষ্টা। বাংলাদেশের সাংবিধানিক ভবিষ্যতের ওপর কোনো একক দলের 'ভেটো' দেওয়ার সুযোগ নেই। জনগণের গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষার ওপর কোনো গোষ্ঠীর চিরস্থায়ী মালিকানা নেই।

একটি নির্বাচিত সরকার কোনো এজেন্ডা না মানলে দেশকে অস্থিতিশীল করার হুমকি দেওয়ার কারো নৈতিক অধিকার নেই। তাদের প্রস্তাবিত সংস্কারে যদি সত্যিই জনসমর্থন থাকে, তবে গণতান্ত্রিক পথ খোলা রয়েছে। নির্বাচনে অংশ নিন, সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পান এবং সাংবিধানিক নিয়মে সংস্কার আনুন। গণতন্ত্র এভাবেই চলে।

আলোচনায় হেরে নিজেদের পক্ষে না এলেই অভ্যুত্থানের কথা বলা কোনো গণতান্ত্রিক রাজনীতি নয়; এটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার নিজের আত্মহননেরই প্রকাশ। জুলাইয়ের চেতনার সঙ্গে সবচেয়ে বড় প্রতারণা সংস্কারের বিরোধিতা নয়; বরং ব্যালট ও সংসদকে বাদ দিয়ে রাজপথকে ক্ষমতার একমাত্র নিয়ন্ত্রক মনে করা।

বাংলাদেশ একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও নির্বাচিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সাংবিধানিক সংস্কার চায়; বিপ্লবের নামে রাজনৈতিক ব্ল্যাকমেইল নয়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমেদ গত ১৯ জুলাই ঢাকায় জাতীয় প্রেস ক্লাবে 'রক্তাক্ত জুলাই : প্রেক্ষাপট, রক্তের ঋণ এবং কোন পথে বাংলাদেশ' শীর্ষক আলোচনা সভায় বলেছেন, 'জুলাই চেতনা বিক্রি করে বেশি দিন রাজনীতি করা যাবে না। জুলাই কারো একার সম্পদ নয়। এই আন্দোলনকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার না করে এর মূল আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নে সবাইকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে।'

KARNAFULLY
TRAVEL INC.
বিশেষ সুবিধা:
মহিলাদের জন্য আলাদা
মহিলা গাইডের
সুব্যবস্থা রয়েছে।
এক্সক্লুসিভ ওমরাহ প্যাকেজ
নভেম্বর ২০২৬
ভ্রমণ তারিখ
জেএফকে - জেদ্দা
৪ নভেম্বর
মদিনা - জেএফকে
১৪ নভেম্বর
মোট দিন
৯ দিন
(২টি জুম্মা - মক্কা ও মদিনায়)
প্যাকেজে অন্তর্ভুক্ত:
- বিমান টিকিট (যাতায়াত)
- ভিসা
- ৫-তারকা হোটেল হারাম শরীফের কাছে (ক্লক টাওয়ারে) ভিআইপি নাস্তার ব্যবস্থা।
- লাক্সারি বাসে সম্পূর্ণ স্থল পরিবহন (বিমানবন্দর থেকে বিমানবন্দর)
- গাইডের সাথে উমরাহ পালন
- মক্কা ও মদিনার ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় স্থান ভ্রমণ (গাইড সহ)।
- মক্কা তায়েফ এবং মদিনা ওয়াদি-ই-জ্বিন অতিরিক্ত ভ্রমণ।
- মহিলাদের জন্য আলাদা মহিলা গাইডের সুব্যবস্থা আছে।
- রাওদার পারমিট পেতে সহায়তা করা হয়।
প্রতি রুমে ৪ জন
KARNAFULLY TRAVEL INC.
37-16 73rd St. Suite #201 FR, Jackson Heights, NY 11372
Karnafully Hajj & Umrah service
Office : 718-205-6050
Celll & WhatsUp : 917 691 7721
Celll & WhatsUp : 646 724 5933 (MINU)
karnafullytravel@yahoo.com | www.karnafullytravel.com

MONIR SECURITY TRAINING SCHOOL

37-22 73 Street Suite # 1C
Jackson Heights, NY 11372

347-659-8842

7 DAYS OPEN

আমাদের আছে ঃ

1. 8 Hours Pre-Assingnment Class (for New License)
2. 8 Hours Annual Class (Every Year)
3. 16 Hours OJT Class (for New License)

চোগলখুরি এক ভ্রাতৃঘাতী পাপ

শায়খ ড. হুসাইন বিন আবদুল আজিজ আলে শাইখ

ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতিগুলোর একটি হলো, মুসলমানদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসার সম্পর্ক দৃঢ় করা এবং সব ধরনের শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টির উপাদানগুলো কমিয়ে দেওয়া। কিন্তু এই মহান মূলনীতিকে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করে একটি ভয়ংকর অভ্যাস ও ঘৃণ্য গুণ। আর তা হলো, মানুষের মধ্যে কথা লাগানো, ফেতনা সৃষ্টি করা, শত্রুতা ও বিদ্বেষ ছড়ানো। শরিয়তের পরিভাষায় একে নামিমা বা চোগলখুরি বলা হয়।
চোগলখুরি মানুষের ভ্রাতৃত্ব নষ্ট করে, বিদ্বেষ সৃষ্টি করে, একতা বিনষ্ট করে, সমাজে বিভেদ ছড়ায়। এ পর্যন্ত কত সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছে, কত কলহের জন্ম হয়েছে, তার হিসাব নেই। এ কারণেই কোরআন ও হাদিসে একে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। ইসলামি পণ্ডিতগণ একে মারাত্মক অপরাধ বা কবিরা গুনাহ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।
মহাগ্রন্থ আল-কোরআনে আল্লাহতায়ালা এ সম্পর্কে বলেন, 'আর অনুসরণ করো না তার, যে কথায় কথায় শপথ করে, যে লাঞ্ছিত, পশ্চাতে নিন্দাকারী, যে একের কথা অন্যের কাছে লাগিয়ে বেড়ায়। যে কল্যাণের কাজে বাধা দান করে, যে সীমালঙ্ঘনকারী, পাপিষ্ঠ।' (সুরা কালাম : ১০-১২)। মহানবী (সা.) বলেছেন, 'চোগলখোর ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না।' (বোখারি : ৬০৫৬)। রাসুলুল্লাহ (সা.) আরও বলেছেন, 'চোগলখোর ব্যক্তি জান্নাতে যাবে না।' (মুসলিম : ১৯১)। আলেমরা বলেন, 'নাম্মাম' হলো কারও কথা শুনে তা অন্যের কাছে লাগানো, যাতে বিভেদ সৃষ্টি হয়। আর 'কাত্তাত' হলো, কারও কথোপকথন গোপনে শুনে তা অন্যদের কাছে লাগানো। চোগলখুরি অনেক হারাম ও ধ্বংসাত্মক পাপ একত্র করে। এজন্য কোরআন ও হাদিসে যে সমস্ত বিশ্বাসঘাতকতার নিষেধ এসেছে, তা চোগলখুরির নিষিদ্ধতার প্রমাণ বহন করে। কারণ, যদি চোগলখোর ব্যক্তি সত্য কথা বলে, তাহলে সে যার কথা বলেছে তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা এরপর ২৮ পৃষ্ঠায়

রাষ্ট্রীয় জীবনে ইসলামি নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা

ড. মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী

ইমাম হোসাইন (রা.) রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রাণপ্রিয় নাতি। নবীজির ইন্তেকালের মাত্র ৫০ বছরের ব্যবধানে এক অসম যুদ্ধে তিনি নানাজানের উম্মতের লোকদের হাতে নির্মমভাবে নিষ্ঠুরভাবে শাহাদত বরণ করেন। এ কারণে গোটা মুসলিম উম্মাহ যুগ থেকে যুগান্তরে এই বিয়োগান্ত হত্যাকাণ্ডের জন্য মর্মাহত ও শোকাবিভূত। বাংলা সাহিত্যের বিশাল অঙ্গনজুড়ে সেই শোক ও মাতমের আহাজারি শোনা যায়। নজরুল কাব্যের 'নীল সিয়া আসমান লালে লাল দুনিয়া, আম্মা লাল তেরি খুন কিয়া খুনিয়া' এখনও কারবালার বিয়োগান্ত ঘটনার প্রতিধ্বনি শোনায়। মীর মশাররফ হোসেনের বিষাদ সিন্ধুর কারবালা প্রতি বছর মহররমে ফিরে আসে 'কাঁদাতে ফের দুনিয়ায়'। ১০ মুহাররম আমাদের জাতীয় ছুটির দিন। সমগ্র দেশবাসী বিভিন্ন আঙ্গিকে এই দিবস পালন করে। জাতীয় নেতারা সংবাদ পত্রে ও মিডিয়ায় বাণী দিয়ে বলেন, ইমাম হোসাইন সত্য ও ন্যায়ের জন্য আত্মত্যাগ করেছেন, অসত্যের সামনে মাথা নত করেননি। আমরা বলি, ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্যই তিনি শাহাদাতের নজরানা পেশ করেছিলেন ইরাকের ফোরাত নদীর তীরে কারবালা প্রান্তরে।
মওলানা মুহাম্মদ আলি জওহরের বলে পরিচিত দুই লাইনের একটি উর্দু কবিতার প্রাণ উদ্দীপক বক্তব্য হলো-
'কতলে হুসাইন আসল মে মর্গে এজিদ হে এরপর ৫৩ পৃষ্ঠায়

দাজ্জালের ফেতনা থেকে বাঁচার উপায়

ফাহিম আবরার

পবিত্র কোরআনের প্রতিটি সুরা মানবজাতির জন্য হেদায়েত ও রহমতের আধার। তবে কিছু বিশেষ সুরা ও আয়াতের ফজিলত সম্পর্কে আল্লাহর রাসুল (সা.) আমাদের বিশেষভাবে সতর্ক ও উদ্বুদ্ধ করেছেন। তন্মধ্যে সুরা নয়, বরং জীবন পরিবর্তনের এক গভীর দিকনির্দেশনা। আল্লাহর রাসুল (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি সুরা কাহাফের শেষ দশ আয়াত মুখস্থ করবে, সে দাজ্জালের ফিতনা থেকে নিরাপদ থাকবে।' (সহিহ মুসলিম)। এই হাদিসটি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, ঈমানি দৃঢ়তা এবং কোরআনের শিক্ষার সঙ্গে গভীর সম্পর্কই দাজ্জালের মতো ভয়াবহ ফিতনা থেকে বাঁচার অন্যতম ঢাল।
সুরাটির ১০১ থেকে ১০৯ নম্বর আয়াত পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালা মানুষের গাফিলতি, তাওহিদ, ইখলাস ও আখেরাতের বিষয়টি অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী ভাষায় তুলে ধরেছেন। ১০৩ ও ১০৪ নম্বর আয়াতে এমন একশ্রেণির মানুষের কথা বলা হয়েছে, যারা মনে করে তারা অনেক ভালো কাজ করছে, অথচ বাস্তবে তাদের সব পরিশ্রম ব্যর্থ। কারণ তাদের আমল ছিল না আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অথবা তা রাসুল (সা.)-এর সুন্নাহ অনুযায়ী ছিল না। এতে স্পষ্ট হয় যে, ইসলামে আমলের পরিমাণের চেয়ে আমলের বিশুদ্ধতা ও ইখলাস অধিক গুরুত্বপূর্ণ। পরবর্তী আয়াতগুলোতে যারা আল্লাহর নিদর্শন ও রাসুলদের নিয়ে উপহাস করে, তাদের কঠোর পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। বর্তমান সময়ে দ্বীনের বিভিন্ন প্রতীক নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপকে অনেকেই হালকাভাবে দেখেন, যা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। অন্যদিকে যারা মুমিন ও সৎকর্মশীল, তাদের জন্য আল্লাহ জান্নাতুল ফেরদাউসের সুসংবাদ দিয়েছেন। এরপর ২৮ পৃষ্ঠায়

প্রাণীর প্রতি মমতা ও ইসলাম

মিজান ইবনে মোবারক

মানুষ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিজীব। আল্লাহতায়ালা মানুষকে বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে সম্মানিত করেছেন। মানুষের প্রতিটি কাজে থাকতে হবে জ্ঞান ও বিবেকের পরিচয়। মানুষ কখনও প্রাণীর মতো হিংস্র ও অমানবিক আচরণ করতে পারে না। ইসলাম মানুষকে শিখিয়েছে সবার সঙ্গে সর্বোত্তম, কোমল ও নরম আচরণ। মানুষের প্রতি মানুষ যেমন সদয় হবে, আল্লাহর সকল সৃষ্টির প্রতিও তেমন সদয় হবে। পশু-পাখিও আল্লাহর সৃষ্টি প্রাণীজগৎ। প্রাণীজগতের প্রতি ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি অনুপম। পশু-পাখির প্রতি ভালোবাসা ইসলামের অন্যতম শিক্ষা। তাদের যত্ন নেওয়া আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের মাধ্যম। সৃষ্টিজীবের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা ইসলামের অন্যতম শিক্ষা। ইসলাম শান্তির ধর্ম। সর্বত্র শান্তির বার্তা পৌঁছায়। এ ধর্মে কেউ অত্যাচারের শিকার হয় না। মানুষ তো দূরের কথা, এমনকি অবলা জীবজন্তুও নয়। অধিকন্তু জীবের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা ঈমানি দায়িত্ব। কোরআন ও হাদিসে এ ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। জীবের প্রতি মানবিক আচরণ পুণ্যের কাজ; যা মানুষকে জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। পক্ষান্তরে জীবের প্রতি অমানবিক হওয়া মারাত্মক গোনাহের কাজ; যা ব্যক্তিকে জাহান্নাম পর্যন্ত পৌঁছে দেয়।
জীবের প্রতি দয়া করার গুরুত্ব : পশু-পাখি আল্লাহর সৃষ্টি। এর প্রতি মানুষের হক রয়েছে। বিশেষ করে, গৃহপালিত পশুপাখির ওপর। এদের প্রতি হক হলো, সময়মতো পানাহার করানো, ভালোভাবে থাকার ব্যবস্থা করে দেওয়া, এদের ওপর দয়া ও ভালোবাসার আচরণ করা, সাধ্যের বাইরে এর থেকে কাজ না নেওয়া। প্রাণীর হকের ব্যাপারে যত্নবান হতে হবে। এতে আল্লাহতায়ালার দয়া ও ভালোবাসা লাভ হয়। রাসুল (সা.) বলেছেন, 'দয়াশীলদের ওপর এরপর ৩৬ পৃষ্ঠায়

ইসলামে রুজি-রোজগারের বিধান

মুফতি আব্দুল্লাহ মাসুম

ইসলামের প্রথম পর্যায়ের ফরজ আমলগুলোর পরই হালাল রিজিক অন্বেষণ করার গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। রাসুল (সা.) বলেন, 'হালাল রুজি সন্ধান করা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর অনিবার্য।' (মাজমাউয যাওয়ায়েদ : ১০/৩৭৭)। তাই ইসলামি অর্থনীতির স্বীকৃত নীতি হলো, 'প্রয়োজনীয় ইলম অন্বেষণ করা যেমন ফরজ, তেমনি প্রয়োজনীয় সম্পদ উপার্জন ও অনুসন্ধান করা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর আবশ্যক।' (কিতাবুল কাসব : ৭১)। অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'হালাল রিজিক অন্বেষণ করা ইসলামের প্রাথমিক মৌলিক ফরজ আমলগুলোর পরই দ্বিতীয় পর্যায়ের ফরজ আমল।' (কানযুল উম্মাল : ৯২৩১)।
হালাল উপার্জন ও দুনিয়ার প্রতি আসক্তি : হালাল উপার্জন করা দ্বিতীয় ফরজ হলেও দুনিয়ার প্রতি আসক্তি নিষিদ্ধ। হালাল উপার্জন হচ্ছে, কিন্তু দুনিয়ার প্রতি আসক্তি হচ্ছে না, এর উদাহরণ হলো, নামাজের সময় দোকান বন্ধ করে মসজিদে যাওয়া। কিন্তু ব্যবসায় এত ডুবে থাকা যে, নামাজ পড়ারও ফুরসত নেই; তাহলে তা দুনিয়ার প্রতি আসক্তি। সুতরাং হালাল উপার্জন করা ফরজ, তবে দুনিয়ার প্রতি আসক্তি নিষিদ্ধ। এ জন্যই ওলামায়ে কেরাম বলেন, 'ব্যবসা করা ফরজে কেফায়া। কারণ এ ছাড়া সমাজ ও রাষ্ট্র এরপর ৫৩ পৃষ্ঠায়

নামাজের সময় সূচি Prayer Times For New York City জুলাই-আগষ্ট ২০২৬

তারিখ	ফজর	সূর্য	জোহর	আছর	মাগরিব	এশা
31	4:22	5:52	1:02	6:05	8:12	9:42
01	4:30	5:53	1:02	4:57	8:11	9:34
02	4:30	5:54	1:02	4:57	8:10	9:34
03	4:31	5:55	1:02	4:56	8:09	9:33
04	4:32	5:56	1:02	4:56	8:08	9:32
05	4:32	5:57	1:02	4:55	8:07	9:31
06	4:33	5:58	1:02	4:55	8:06	9:30

source: salahtimes.com

Katy Perry says White House ‘weaponised’ her song for Iran strike video

Continued from page 19

social media account used one of their tracks, while singer Kesha objected when the White House TikTok account paired footage of fighter jets with one of her songs.

World Cup 2030 in Morocco, Portugal and Spain

Continued from page 19

proposal was developed in consultation with, and supported by, the Confederations of CAF, CONMEBOL and UEFA.

2030 is a symbolic milestone for FIFA, as it celebrates 100 years since the first FIFA World Cup was played in South America across three stadiums. Following extensive consultation with all Confederations, the FIFA Council approved a unique celebration of the centenary of the FIFA World Cup in South America, specifically in Uruguay, Argentina and Paraguay. After a successful bidding process conducted by the FIFA administration, their evaluation report to the FIFA Council (to assess whether the minimum hosting requirements are met) and a decision by the FIFA Congress, three matches of the FIFA World Cup 2030 will be played across Uruguay, Argentina and Paraguay.

Babita’s birthday celebrate with special programme

Continued from page 19

Khan, will appear in the programme, reminiscing about their experiences with Babita and sharing heartfelt birthday wishes.

Speaking about the tribute, Babita said, “For everyone who loves me, “Babita Samagra” is going to be something truly special. I am genuinely overwhelmed by this exclusive tribute from Maasranga Television. The programme has turned out beautifully. Anyone who watches it will get to know my life’s journey. I believe viewers will enjoy it immensely.”

Rumman Rashid Khan described Babita Samagra as a lasting tribute for the actress’s countless admirers.

“Celebrity talk shows are usually centred on conversations, but Babita Samagra goes beyond that format,” he said. “The programme presents Babita through a series of unique segments, allowing viewers to rediscover different chapters of her extraordinary life, career and memories. The participation of many distinguished personalities makes it even more special.”

“Babita Samagra” will air on Maasranga Television on July 30 at 10:30 pm. The programme has been produced by Ajay Poddar.

Age verification and parental control mandatory

Continued from page 18

reaching underage users through social media platforms are accompanied by research and statistics which show that not only are social media algorithms addicting, but they are detrimental to mental health. Continue to follow social media’s suggested content down the online rabbit hole, and youngsters are liable to wind up viewing violent videos, extremist content, or influencers espousing the benefits of eating disorders or self-harm. Morbid online remembrances, such as the Lost Screen Memorial, highlighted deaths attributed to social media and online bullying.

But now, state leaders say the new guardrails being put in place will protect New York children and teens from that kind of harmful, addictive, and suggestive content.

“When I came into office, our children were in the throes of a full-blown mental health crisis, and as New York’s first mom governor, I felt a moral imperative to act,” Hochul said in a statement. “Today, we’re sending a clear message: our kids’ mental health isn’t for sale.”

But privacy and free speech advocates sounded the alarm on the SAFE for Kids Act, saying that the restrictions not only would limit content and speech, but also fail to limit harm in a meaningful way. The New York Civil Liberties Union reviewed the legislation and found it wanting.

“In short, the SAFE Act doesn’t prevent minors from searching for harmful content on their own, downloading and consuming as much of it as they can find, sharing it with their friends, and communicating it directly to each other—it just prevents social media platforms from giving them more,” the NYCLU said in a legislative memo.

As New York moves ahead with implementing one of the nation’s most aggressive efforts to curb addictive social media feeds for young users, the debate over where to draw the line between child safety, privacy and free expression is unlikely to end. Whether the regulations withstand legal scrutiny — and whether they meaningfully improve children’s online experiences — remains to be seen.

Mamdani sends NYC agencies hunting for savings again as multibillion-dollar gap looms

Continued from page 18

watchdogs as the administration confronts a sizable gap between projected spending and revenue in the fiscal year that begins next July.

City Comptroller Mark Levine praised Mamdani for beginning the process early, writing on X that the city faces a budget gap of at least $6 billion next year.

“These kind of measures are never easy,” Levine wrote. “But we face a significant budget gap next year, with forecasted expenses exceeding revenue by at least $6 billion. Launching a savings program now, early in the fiscal year, is the right thing to do. Kudos to the mayor for this prudent step.”

Levine’s office offered an even more daunting estimate in June, projecting an $8.8 billion gap in FY28 after incorporating its own tax forecast and estimates of underbudgeted expenses and unmet program needs. At the time, the city’s May financial plan forecast a $7.1 billion gap for that year.

Watchdogs praise early start, caution against across-the-board cuts

Andrew Rein, president of the Citizens Budget Commission, also welcomed the early start.

“The earlier you do this, the easier it is to make sure that budget cuts can happen while preserving critical services,” Rein told amNewYork.

But Rein said the administration will eventually need to be more ambitious in finding savings as the projected gaps grow.

“They’ve got big budget problems, and they’re getting bigger,” he said. “So he’s got to continue to be more ambitious over time if he’s going to both preserve services and solve the budget problems.”

Rein said assigning every agency the same initial target can force officials to search broadly for efficiencies, but cautioned against ultimately imposing identical spending reductions across city government.

“The decisions on what you actually implement should be based on where you can get the most savings and the least impact on critical services,” he said. “And that won’t be across the board. It shouldn’t be across the board.”

Mamdani created the Chief Savings Officer positions through an executive order in January, requiring each agency to designate a senior official to develop and implement savings initiatives.

The order says those initiatives must produce recurring reductions in agencies’ baseline budgets and can include more efficient service delivery, consolidating programs, bringing work performed by outside vendors in-house and eliminating or phasing out programs. It also requires each Chief Savings Officer to update their agency assessment every six months and identify new savings opportunities.

Among the savings initiatives City Hall highlighted in March were proposals to audit the eligibility of dependents enrolled in city employee health plans, renegotiate shelter Wi-Fi contracts, reduce consulting and temporary staffing expenses and cancel the Taxi and Limousine Commission’s roughly $20,000 Slack subscription.

Rein said City Hall should establish a deadline, review the agency submissions and ultimately select proposals based on where savings can be achieved with the least effect on critical services.

He also endorsed seeking ideas from city employees, saying worthwhile savings could come from workers at every level of government.

“They should be getting good ideas from employees, from frontline managers, from top-level executives and even from outside people who interact with government,” Rein said. “They should leave no stone unturned.” *(Source-AM)*

Queens Borough Richards appoints Costa Constantinides to city’s Panel for Educational Policy

Continued from page 18

Council before becoming Variety CEO in 2021, succeeds Richards’ prior appointment Shirley Aubin and will serve a one-year term on the PEP.

“As he joins the PEP at such a critical time for our city’s education system, I look forward to Costa’s steadfast dedication in fighting for stronger schools across The World’s Borough,” Richards said in a statement. “I am deeply grateful not only for Costa’s clear-eyed leadership, but his years of friendship as well.”

Constantinides said he was honored to join the panel, stating that the foundation of the city’s future lies in the education of its youth.

“As a student of New York City public schools myself and the son of a former head of the District 30 PTA’s President Council in the 1980s, I share the Borough President’s strong commitment to a good education for every student,” Constantinides said in a statement. “I am excited to get to work alongside so many other great leaders on this panel as part of the PEP.”

As CEO of Variety Boys and Girls Club in Astoria, Constantinides oversees one of the largest youth-focused community centers in New York City, welcoming around 5,000 students a year. He is also leading the transformation of Variety’s clubhouse, a $305 million redevelopment that will transform the existing clubhouse into a center that can cater to up to 16,000 children a year.

The redevelopment will also make Variety the largest Boys and Girls Club in the U.S., as well as allowing the organization to effectively quadruple the reach of its after-school, athletic and swimming programs in Queens.

The project also includes a 236-unit, carbon-neutral affordable housing development, with 69 units reserved for youth aging out of foster care, as well as a dedicated children’s mental health center. (Source-QNS, Courtesy of VBGCQ).

10 killed in US-Saudi strikes in Iraq

Continued from page 19

these groups have a reputation for acting on their own.

In a statement on Wednesday, the PMF described the US-Saudi strikes as a “dangerous escalation, a violation of Iraq’s sovereignty, and an attack on its official security institutions”.

The US-Saudi strikes came after Riyadh said its forces had intercepted drones targeting oil facilities in the east, blaming Iran-backed groups in Iraq.

But these groups described Saudi Arabia’s accusations as “fabrications”, and warned it against attacking Iraq.

The most active pro-Iran armed groups are united under an alliance known as the Islamic Resistance in Iraq, which has interfered in support of Tehran during the Middle East war, claiming hundreds of attacks against US bases in Iraq and across the region.

But they have not claimed any attacks since hostilities between the US and Iran resumed earlier this month.

Washington and Tehran are Iraq’s main allies, but their enmity has long turned the country into a proxy battleground and left successive governments struggling to maintain a delicate balance between the foes.

Amid growing US pressure, Iraq’s new Prime Minister Ali al-Zaidi, who came to power this year with Washington’s blessing, vowed to ensure pro-Iran armed groups would hand over their weapons, but has faced pushback from some powerful factions.

Earlier this month, Zaidi visited both the United States and Iran.

CNN Poll: Americans doubt Trump is paying enough attention to the important problems

Continued from page 18

time and reflects increasing frustration with the conflict’s purpose or outcomes.

Additionally, 61% of respondents on July 23 consider the war a mistake, indicating a quicker consensus about missteps compared with earlier conflicts.

Together, the polls suggest growing public criticism of the handling of the Iran war, with potential consequences for messaging, policy levers, and political support in the midterm electoral landscape.

The observed trend could constrain decision-making, influence candidate positioning, and shape voter behavior as the next elections approach.

ট্রাম্পের বিশেষ দূত সার্জিও গোরের ঢাকা সফরে ৫ বিষয়ে জোর

৩২ পৃষ্ঠার পর

এ সফরে তিনি প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমানের সঙ্গে বৈঠক করার কথাও রয়েছে। একই সঙ্গে সরকারের শীর্ষ পর্যায়ের কর্মকর্তা, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সঙ্গে বৈঠক করবেন। এ ছাড়া সফরের অংশ হিসেবে কক্সবাজারে রোহিঙ্গা শিবির পরিদর্শন করবেন মার্কিন এই বিশেষ দূত।

গত ছয় মাসের মধ্যে তিন মার্কিন কর্মকর্তার ঢাকার সফর বাংলাদেশ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ আগ্রহ হিসেবে দেখছেন কূটনৈতিক বিশ্লেষকরা। সার্জিও গোরের সফরের আগে ট্রাম্প প্রশাসনের আরও দুই শীর্ষ কর্মকর্তা ঢাকা সফর করেছেন। গত মার্চে দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়াবিষয়ক সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী পল কাপুর এবং এর দুই মাস আগে সহকারী বাণিজ্য প্রতিনিধি ব্রেন্ডান লিঞ্চ বাংলাদেশ সফর করেন।

তাই কূটনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন, সার্জিও গোরের এই সফর ঢাকা-ওয়াশিংটন সম্পর্কের বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যৎ সহযোগিতার ধরন ঠিক করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। ঢাকার নতুন সরকারের পররাষ্ট্রনীতি, ওয়াশিংটনের সঙ্গে ঢাকার অর্থনৈতিক সম্পর্ক এবং ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে বাংলাদেশের অবস্থান সম্পর্কে সরাসরি ধারণা নেওয়া হতে পারে।

গত ২৯ জুলাই সার্জিও গোরের সফর প্রসঙ্গে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান বলেন, বাংলাদেশে এটি তার প্রথম সফর। এ সফরের মাধ্যমে তিনি দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামগ্রিক পরিস্থিতি সম্পর্কে ধারণা নেওয়ার চেষ্টা করবেন। পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ ইসলাম বলেছেন, সার্জিও গোরের সফরের মাধ্যমে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক আরও এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ তৈরি হবে।

ঢাকার সূত্রগুলো বলছে, অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে সই হওয়া বাণিজ্য চুক্তির বাস্তবায়ন ও পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে আলোচনা হতে পারে। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে তৈরি পোশাকের পাশাপাশি কৃষি, জ্বালানি, প্রযুক্তি, অবকাঠামো ও সেবা খাতে সহযোগিতা বাড়ানোর সুযোগ নিয়েও আলোচনা হতে পারে।

আবার এ অঞ্চলে চীনের প্রভাব ঠেকানো যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম অগ্রাধিকার। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের চীন সফরের পর ঢাকা ও বেইজিংয়ের সম্পর্ক নতুন করে আলোচনায় এসেছে। তুরস্ক ও মালয়েশিয়ার সঙ্গেও বাংলাদেশের অর্থনৈতিক যোগাযোগ বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের সঙ্গে চীনের সম্পর্ক অন্যতম আলোচনা সংবেদনশীল বিষয় হতে পারে।

যেহেতু সার্জিও গোরের সফরের অংশ হিসেবে তাঁর কক্সবাজারের রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শনের কথা রয়েছে। তাই বাংলাদেশের পক্ষ থেকে মিয়ানমারের ওপর আন্তর্জাতিক চাপ বাড়ানো এবং নিরাপদ ও টেকসই প্রত্যাবাসনের উদ্যোগ জোরদারের বিষয়টি তুলে ধরা হতে পারে। এ সংকট সমাধানে যুক্তরাষ্ট্রের আরও কার্যকর ভূমিকা প্রত্যাশা করতে পারে ঢাকা। বাংলাদেশে মার্কিন বিনিয়োগ বাড়ানোর বিষয়টিও সফরের আলোচনায় আসতে পারে। জ্বালানি, নবায়নযোগ্য শক্তি, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ওষুধ, সেমিকন্ডাক্টর, অবকাঠামো ও ডিজিটাল সেবার মতো খাতে নতুন বিনিয়োগ ও প্রযুক্তি সহযোগিতার কথা বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আসতে পারে। পাশাপাশি বঙ্গোপসাগরের নিরাপত্তা, সামুদ্রিক সহযোগিতা, আঞ্চলিক যোগাযোগ এবং ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে বাংলাদেশের ভূমিকা নিয়েও কথা হতে পারে। কারণ দক্ষিণ এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সংযোগস্থলে বাংলাদেশের অবস্থান নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলগত আগ্রহ রয়েছে।

মৃদু বাতাসে উড়ছে শাড়ির আঁচল

৫ পৃষ্ঠার পর

স্বাধীনতা নিশ্চিত করা। সেই সমাজে একজন মানুষকে 'নারী'র তকমা বা 'নারী' হওয়ার অজুহাতে তার অধিকার খর্বের চেষ্টা মঙ্গলজনক নয়। সুতরাং ব্যক্তিগত পছন্দ ও স্বাধীনতা ব্যক্তিগত হিসেবে বিবেচনাই সমীচীন। অবশ্য এ দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন সহজ নয়। এ জন্য দরকার উপযুক্ত শিক্ষা ও পরিবেশ প্রয়োজন মনের বিশুদ্ধ বিকাশ। তাহলেই বদলাবে দৃষ্টি।

ইরানকে ফের কঠোর হুঁশিয়ারি দিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্পের

৬২ পৃষ্ঠার পর

দিয়েছেন। ফক্স নিউজের প্রতিবেদক ব্রে বেইয়ারকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প বলেন, আমরা তাদের ওপর কঠোর আঘাত হানবো। তারা কঠিন মূল্য দেবে। ট্রাম্পের দাবি, আকস্মিক ইরানি ক্ষেপণাস্ত্র হামলার কারণে মার্কিন সেনাদের প্রতিক্রিয়া জানানোর জন্য মাত্র কয়েক মিনিট সময় ছিল। তবে তারা সফলভাবে সব আসন্ন ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিহত করতে সক্ষম হয়েছে। তিনি আরও জানান, রাতে ইরান-সমর্থিত আধাসামরিক গোষ্ঠীগুলোর বিরুদ্ধে ইরাকে যুক্তরাষ্ট্র ও সৌদি আরব যে বিমান হামলা চালিয়েছে, তা ইরাক সরকারের সঙ্গে সমন্বয় করেই পরিচালিত হয়েছে। এই হামলায় ইরাকে অন্তত ২০ জন নিহত হয়েছে। ইরান-সমর্থিত এসব গোষ্ঠীকে "বিশ্বের জন্য এক ধরনের ক্যানসার" বলে অভিহিত করেছেন ট্রাম্প। তিনি বলেন, তার প্রশাসন ইরানের মিত্র ও প্রক্সি সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর বিরুদ্ধে আরও পদক্ষেপ নেয়ার বিষয়টি বিবেচনা করছে। এদিকে গত শুক্রবার থেকে ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে পাল্টাপাল্টি হামলা স্থগিত রয়েছে। তবে সর্বশেষ, বুধবার ইরানের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ক্ষেপণাস্ত্র হামলার ঘটনা ঘটেছে বলে দেশটির একাধিক মিডিয়ার খবরে বলা হয়েছে। এনিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে ফের যুদ্ধের শঙ্কা দেখা দিয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের নতুন গোয়েন্দা প্রধান জে ক্লেটন

৬২ পৃষ্ঠার পর

অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের (এসইসি) সাবেক প্রধান জে ক্লেটন সিনেটে ৫১-৪৭ ভোটের ব্যবধানে জয়ী হন। এ খবর দিয়েছে বার্তা সংস্থা।

ক্ষমতাসীন রিপাবলিকানরা গত জুন মাসেই তার মনোনয়ন নিশ্চিত করতে চেয়েছিল। কিন্তু সাবেক পরিচালক তুলসী গ্যাবার্ড পদত্যাগ করার পর ট্রাম্প সাময়িকভাবে বিল পুল্টকে দায়িত্ব দিয়ে নতুন কোন ব্যক্তিকে নির্বাচিত করার পথ কিছুদিন পিছিয়ে দেন। গোয়েন্দা বিভাগে কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকা সত্ত্বেও বিল পুল্টকে দায়িত্ব দেওয়া নিয়ে উভয় দলের সিনেটরদের মধ্যেই অস্বস্তি তৈরি হয়েছিল। পুল্টি দায়িত্বে থাকাকালে ট্রাম্প হোয়াইট হাউস থেকে ২০২০ সালের নির্বাচন নিয়ে বিতর্কিত বক্তব্য দেন।

তাছাড়া তিনি নির্বাচন সংক্রান্ত কিছু গোপন নথিপত্রও সর্বসাধারণের জন্য প্রকাশ করেন, যা নিয়ে বেশ সমালোচনা হয়। অন্যদিকে ডেমোক্রেটদের তীব্র ক্ষোভের মুখোমুখি হতে হয়েছে জে ক্লেটনকেও। দুই সপ্তাহ আগের এক শুনানিতে তিনি ২০২০ সালের নির্বাচনে জো বাইডেনের জয়ের বিষয়টি পরিষ্কারভাবে স্বীকার করেননি। তিনি কেবল বলেছিলেন নির্বাচনটি সার্টিফাইড হয়েছিল। এতে অসন্তুষ্ট হয়ে সিনেটের শীর্ষ ডেমোক্রেট দলনেতা মার্ক ওয়ার্নারসহ অন্যান্যরা তার বিপক্ষে অবস্থান নেন। তবে ডেমোক্রেটরা স্বীকার করেন যে পুল্টির জায়গায় ক্লেটনই তুলনামূলক গ্রহণযোগ্য বিকল্প। ভোটাভুটির পর ট্রাম্প সামাজিক মাধ্যমে ক্লেটনের প্রশংসা করে বলেন যে তিনি চমৎকার কাজ করবেন।

একই সাথে বিল পুল্টি দাবি করেন যে তিনি জাতীয় গোয়েন্দা দপ্তরের কর্মী সংখ্যা প্রায় ৩০ শতাংশ কমিয়েছেন। নতুন দায়িত্বে এসে ক্লেটন জানিয়েছেন, তিনি সম্পূর্ণ নৈতিকতা ও নিরপেক্ষতা বজায় রেখে দেশের নিরাপত্তা বিধানে কাজ করে যাবেন।

জাতিসংঘে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ফ্রান্সের তীব্র সমালোচনা

৩ পৃষ্ঠার পর

তবে ফরাসি রাষ্ট্রদূত জেরোম বোনাফন্ট সরাসরি ওয়াকআউট নিয়ে মন্তব্য না করে জানান, জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা হয়েছিল শান্তি ও মানবাধিকার রক্ষায় এবং ফ্রান্স সেই আদর্শেই কাজ করে যাচ্ছে। ট্রাম্প সম্প্রতি ৯০টিরও বেশি দেশের ওপর ১০ থেকে সাড়ে ১২ ভাগ শুল্ক আরোপ করেন। এর পেছনে তিনি জোরপূর্বক শ্রমের অভিযোগকে অজুহাত হিসেবে তুলে ধরেন। বৃটেনের পাশাপাশি কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের মতো মিত্র দেশগুলোও এই নতুন শুল্কের আওতায় পড়েছে। তবে সমালোচকদের দাবি, নিজের অর্থনৈতিক নীতি বাস্তবায়নে ট্রাম্প মানবাধিকারের মতো স্পর্শকাতর বিষয়কে কেবল অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করছেন।

দাজ্জালের ফেতনা থেকে বাঁচার উপায়

২৫ পৃষ্ঠার পর

১০৯ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাঁর অসীম জ্ঞানের মহিমা প্রকাশ করেছেন। তিনি ঘোষণা করেছেন, সমুদ্র যদি তাঁর বাণী লেখার কালি হয়, তবু তার বাণী শেষ হবে না। এই আয়াত আমাদের নিজের সীমাবদ্ধতা উপলব্ধি করতে এবং মহান রবের সামনে বিনম্র হতে শেখায়। সবশেষে সুরাটির শেষ আয়াতটি ইসলামের মূল ভিত্তি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে। এখানে নাজাতের তিনটি শর্ত স্পষ্ট করা হয়েছে। বিশুদ্ধ তাওহিদ, রাসুল (সা.)-এর সুন্নাহর অনুসরণ এবং ইবাদতে একনিষ্ঠতা।

আমরা এমন এক সময়ে বাস করছি, যখন চারদিকে নানা বিভ্রান্তি ও ফিতনা ছড়িয়ে পড়েছে। দাজ্জালের আবির্ভাব না ঘটলেও তার পূর্ববর্তী বহু ফিতনা আজ দৃশ্যমান। তাই আমাদের উচিত নিয়মিত সুরা কাহাফের শেষ দশ আয়াত তেলাওয়াত করা, এর অর্থ ও শিক্ষা অনুধাবন করা এবং তা ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে বাস্তবায়ন করা। কোরআনের নুর যত বেশি আমাদের জীবনকে আলোকিত করবে, আমরা ততই ফেতনা থেকে নিরাপদ থাকতে পারব ইনশাআল্লাহ।

চোগলখুরি এক ভ্রাতৃঘাতী পাপ

২৫ পৃষ্ঠার পর

করেছে। আর যদি মিথ্যা বলে, তাহলে সে আরও বড় অপরাধী ও স্পষ্ট মিথ্যাবাদী। মহানবী (সা.) বলেছেন, 'আমি কি তোমাদের তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্টদের কথা বলব? তারা হলো যারা আপনজনদের মধ্যে ফিতনা সৃষ্টি করে, এদিক-ওদিক ঘুরে ঘুরে চোগলখুরি করে, আর নির্দোষ লোকদের বিপদে ফেলার চেষ্টা করে।' (মুসনাদে আহমাদ)। সত্যিই, চোগলখুরি এক ভয়াবহ ফিতনার উৎস। এর ফলে সমাজে ব্যাপক ফ্যাসাদ সৃষ্টি হয়, মানুষ একে অপরের শত্রু হয়ে পড়ে এবং শান্তি ও সম্প্রীতি ধ্বংস হয়ে যায়। তাই ইসলাম এই অভ্যাসকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছে। চোগলখুরির জঘন্য দিক হলো, এতে আরও একটি ভয়ংকর গোনাহ যুক্ত হয়ে যায়, আর তা হলো গিবত, যা ইসলামে বড় কবিরা গোনাহগুলোর একটি।

এ বিষয়ে আলেমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ ও সঠিক নীতির কথা বলেছেন যে, প্রত্যেক চোগলখুরি গিবত; কিন্তু প্রত্যেক গিবত চোগলখুরি নয়। কারণ, চোগলখুরি হচ্ছে কোনো ব্যক্তি কী বলেছে, তা সেই লোকটির অজান্তে অন্যজনের কাছে গিয়ে বলা, যার ফলে তার মনে রাগ বা বিরক্তি তৈরি হয়।

সাধারণত যিনি ওই কথা বলেছেন, তিনি চান না সেটি অন্যের কাছে প্রকাশ হোক।

এ কারণেই মহানবী (সা.) চোগলখুরির শাস্তির একটি ভয়াবহ চিত্র বর্ণনা করেছেন। ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) একবার দুটি কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। এ সময় তিনি বললেন, এদের আজাব দেওয়া হচ্ছে। তবে কোনো গুরুতর অপরাধের জন্য তাদের শাস্তি দেওয়া হচ্ছে না। তাদের একজন প্রস্রাব থেকে সতর্ক থাকত না। আর অপরজন চোগলখুরি করে বেড়াত।' (বোখারি : ২১৮)। আলেমগণ বলেছেন, 'যার কাছে কেউ চোগলখুরি করে কথা লাগিয়ে দেবে, তার দায়িত্ব হলো ছয়টি বিষয় অনুসরণ করা।

১. ওই চোগলখোরের কথা বিশ্বাস করবে না।
২. তাকে এ কাজ থেকে বিরত থাকতে বলবে।
৩. সে যা বলেছে, তা যাচাই-বাছাই করবে ও ধৈর্য ধরবে।
৪. যার সম্পর্কে বলা হয়েছে, তার সম্পর্কে খারাপ ধারণা করবে না।
৫. ওই কথার কারণে কাউকে অনুসন্ধান বা গোয়েন্দাগিরির মাধ্যমে খোঁজ করবে না।
৬. নিজেও ওই লাগানো কথা অন্যদের মাঝে ছড়াবে না।

বরং আল্লাহর সাহায্য চেয়ে, শুধু তার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে এগুলো এড়িয়ে চলবে। এ রকম ধৈর্যশীল, বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান লোকদের আচরণ আমরা সালাফদের মাঝে দেখতে পাই। এক ব্যক্তি খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা.)-এর কাছে গিয়ে বলল, 'অমুক ব্যক্তি আপনাকে গালি দিয়েছে।' তিনি বললেন, 'ওটা তো তার নিজের আমল, সে যা খুশি লিখুক তার আমলনামায়।' আরেকজন ইমাম শাফি (রহ.)-এর কাছে গিয়ে বলল, 'অমুক আপনাকে নিয়ে বাজে মন্তব্য করেছে।' তিনি বললেন, 'যদি তুমি সত্য বলো, তবে তুমি চোগলখোর; আর যদি মিথ্যা বলো, তবে তুমি ফাসিক। সুতরাং আমাদের থেকে দূরে থাকো ও চলে যাও।' অনুরূপভাবে এক ব্যক্তি ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ (রহ.) কাছে গিয়ে বলল, 'অমুক আপনাকে গালি দিয়েছে।' তিনি বললেন, 'শয়তান কি তোমাকে ছাড়া আর কাউকে তার বার্তাবাহক বানাতে পারেনি?' আরেক ব্যক্তিকে বলা হলো, 'অমুক তোমার নামে খারাপ বলছে।' সে বলল, 'সে তো আমাকে একটা তীর মেরেছে, কিন্তু তাতে আমি আহত হইনি। তুমি কেন সেই তীর তুলে এনে আমার হৃদয়ে বিঁধলে?' সুতরাং, হে মুসলমান ভাইয়েরা, যে ব্যক্তি তার জিহ্বাকে হেফাজত করে, সে সফল হয় ও নিরাপদ থাকে। আর যে জিহ্বা দিয়ে ভালো কাজ করে, সে উন্নতি লাভ করে। মহান আল্লাহ কোরআনে আল্লাহতায়ালা বলেন, 'মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে তার জন্যে তৎপর প্রহরী তার নিকটেই রয়েছে।' (সুরা কাফ : ১৮)।

আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, আল্লাহর রাসুল (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের ওপর ঈমান রাখে, সে যেন ভালো কথা বলে অথবা চুপ থাকে।' (বোখারি : ৬০১৮)। মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে জিহ্বা হেফাজত করা ও চোগলখুরি করা থেকে বিরত থাকার তাওফিক দান করুন।

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

জ্যামাইকায় বাংলাদেশী আমেরিকান অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত মেডিকেল ও ডেন্টাল অফিস

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়।
Cell: 718-864-8882
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সিওরেন্স গ্রহণ করি।

Dr. Mohammad M. Rahman, MD
Attending Physician, NYU School of Medicine
Board Certified in Internal Medicine, Geriatrics, Hospice & Palliative Care Medicine
Astoria Office
30-04 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500
www.drmrahman.com
718-526-0700

অভিজ্ঞ ডেন্টিষ্ট
Digital Xray সহ সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে অত্যন্ত যত্নসহকারে শিশু, বয়োজেষ্ঠ সহ সবার দাঁতের সকল প্রকার চিকিৎসা করা হয়।

We Do Implant

Dr. Siddiqur Rahman D.D.S.
We accept Medicaid, Metro Plus, Health Plus, Wellcare, Fidelis, Health First, United Health Care, Affinity & Other PVT. INS.
Dental Office
Jamaica Office
170-12, Highland Ave,
Jamaica NY 11432
Tel: 718-526-0700
Mon-Tue-Thu-Fri (2Pm to 7 Pm)
Wednesday (12 Pm to 5 Pm)
Saturday (12pm to 5 Pm)

MEDICAL & DENTAL OFFICE
170-12, HIGHLAND AVE, JAMAICA, NY 11432

"নয়নের কোনে একটি সূর্য্য জ্বলছে অবিরাম, সে আমার পূন্যভূমি নেত্রকোণা নাম"

নেত্রকোণা জেলা সমিতি ইউএসএ ইন্‌ক

Netrakona Zilla Somity USA Inc.

বার্ষিক বনভোজন ২০২৬

স্থান ঃ বেথপেজ স্টেট পার্ক

BETHPAGE STATE PARK, EAGLE PAVILION
99 Quaker Meeting House Rd. Farmingdale, NY 11735, Long Island

তারিখঃ ১৬ই আগষ্ট, রবিবার

সম্মানিত সুধী,
আগামী ১৬ই আগষ্ট ২০২৬, রবিবার প্রতি বছরের ন্যায় এবারও প্রবাসের অন্যতম ঐতিহ্যবাহী সামাজিক সংগঠন নেত্রকোণা জেলা সমিতি ইউএসএ ইন্‌ক কর্তৃক বার্ষিক বনভোজনের আয়োজন করা হয়েছে। প্রবাসের শত ব্যস্ততার ক্লান্তি ঘুচাতে পরিবার ও বন্ধু-বান্ধবদের সাথে একটি সুন্দর ও আনন্দময় দিন উপভোগের জন্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ঘেরা বেথপেইজ ষ্টেট পার্কে আয়োজিত এই বনভোজনে আপনি স্বপরিবারে আমন্ত্রিত।

বিশেষ আকর্ষণ

আকর্ষণীয় র‍্যাফেল ড্র ও খেলাধুলা

সংগীত, নৃত্য ও কবিতা আবৃত্তি
অংশগ্রহণে: নিউইয়র্কের জনপ্রিয় শিল্পীরা

বাস ছাড়ার স্থান ও সময়

জ্যাকসন হাইটস: ৭৫ স্ট্রিট এন্ড ৩৭ এভিনিউ
সময়: সকাল ৮:০০ ঘটিকা
জ্যামাইকা : ১৬৯ স্ট্রিট এন্ড হিলসাইড এভিনিউ
সময়: সকাল ৯:০০ ঘটিকা

বাস স্পন্সর:
আমিরুল ইসলাম কামাল (সভাপতি)
বিপ্লব রায় (সাধারণ সম্পাদক)
একেএম মফিদুল ইসলাম খান রিপন
(সাংগঠনিক সম্পাদক)

আমন্ত্রণে

আমিরুল ইসলাম কামাল
সভাপতি
(৯১৪) ৩০৭-৬১৩২

বিপ্লব রায়
সাধারণ সম্পাদক
(৯১৭) ৩৭৯-০৩৭৯

এ কে এম মফিদুল ইসলাম খান (রিপন)
সাংগঠনিক সম্পাদক
(৩৪৭) ৮৮৫-৫৪৩৭

আকর্ষণীয় র‍্যাফেল ড্র

এলইডি টিভি
এয়ার টিকেট (ওয়ান ওয়ে $700 সমপরিমান)
ল্যাপটপ, আইপ্যাড সহ
আকর্ষণীয় পুরস্কার

প্রচারে: বিকাশ বর্মন কর্তৃক প্রচারিত

HOPE & CHERISH
HOME CARE
HOME CARE
PCA, HHA, OPWDD & PEDIATRIC SERVICE
COUNTIES SERVED
BRONX • BROOKLYN • MANHATTAN
STATEN ISLAND • QUEENS • NASSAU
WE ARE PROVIDING PCA/HHA CERTIFICATION, TRAINING, AND RECRUITMENT
Please Contact
718-252-3590
CELL: 646-591-8396 | TEXT: 646-591-8396
EMAIL: SHAH@HOPENCHERISH.COM
WWW.HOPENCHERISH.COM
3345 NEPTUNE AVE, BROOKLYN, NY 11224

Jol Khabar
A TASTE OF INDIA
حلال
HALAL
JOL KHABAR
INDIAN RESTAURANT & SWEETS
উদ্বোধন উপলক্ষে সকল প্রকার খাবারে
মাসব্যাপী (১৬ আগস্ট পর্যন্ত)
১৫% ডিসকাউন্ট
পিকনিক, বার্থডে, ক্যাটারিং-সহ যেকোনো অনুষ্ঠানের
খাবারের অর্ডার নেয়া হয়।
অর্ডারের জন্য কল করুন
718-880-1020
168-01 Jamaica Ave, NY 11432 646-209-5851, 516-708-7072

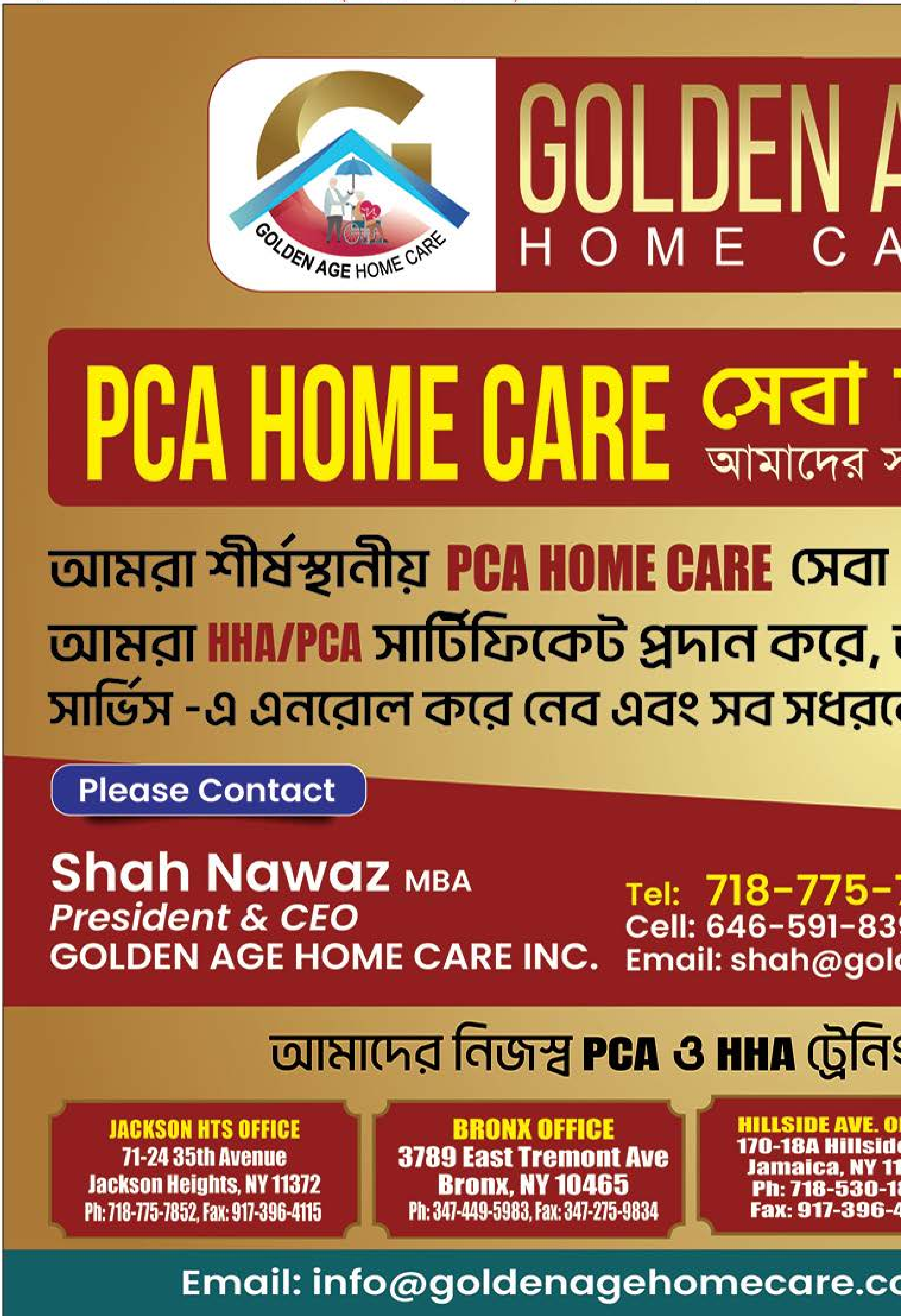
GOLDEN AGE HOME CARE
HOME
PCA HOME CARE সেবা
আমাদের
আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE সেবা
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে,
সার্ভিস -এ এনরোল করে নেব এবং সব
Please Contact
Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.
Tel: 718-775-
Cell: 646-591-83
Email: shah@gol
আমাদের নিজস্ব PCA ও HHA
JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115
BRONX OFFICE
3789 East Tremont Ave
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834
HILLSIDE AVE. O
170-18A Hillsid
Jamaica, NY 1
Ph: 718-530-1
Fax: 917-396-
Email: info@goldenagehomecare.c

AGE
ARE
HHA/PCA SERVICE
SKILLED NURSING
নিতে চান?
াথে যোগাযোগ করুন
প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান
আপনাকে HOME CARE
নর সেবা প্রদান করবো
7852
96 Text: 646-591-8396
denagehomecare.com
ং স্কুল আছে
FFICE
e Ave
432
820
115
BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave
Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870
Fax: 917-396-4115
We Hire And Train HHA/PCA Certificate Holder AIDES
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট সহ এইডস প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দিচ্ছি
om | www.goldenagehomecare.com
Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903

সামার সেল! সামার সেল!
Mybestfly
New York, United States
Dhaka, Bangladesh
Nov 21
Return Date
Search Flight
DISCOUNT
Plan your next flight
Emirates
Scan Me
এই সামারে বিমান, এমিরেটস, কাতার, টার্কিশ এবং
সৌদি এয়ারলাইন্স এর ফ্লাইট বুকিংয়ে পাচ্ছেন বিশেষ ছাড়
ভিজিট করুন আমাদের ওয়েবসাইট
www.mybestfly.com
Emirates
QATAR AIRWAYS القطرية
TURKISH AIRLINES
السعودية SAUDIA
Biman BANGLADESH AIRLINES
এছাড়াও আমাদের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিশ্বের সকল দেশের ইন্টারন্যাশনাল
এবং ডোমেস্টিক ফ্লাইট বুক করতে পারবেন
BOOK ONLINE
mybestfly.com
CALL TO BOOK
718-406-9745
Global Tours & Travel
USA Office
37-12 75th St,
2nd floor Suite # 206.
Jackson Heights, NY-11372, USA
Dhaka Office
78/E (3rd Floor),
Purana Paltan Line,
Bijoynagar, Dhaka-1000

'নদী চর খাল বিল গজারির বন, টাঙ্গাইল শাড়ি তার গরবের ধন'

PROBASHI TANGAILBASHI USA, INC
প্রবাসী টাঙ্গাইলবাসী ইউএসএ ইনক

বার্ষিক PICNIC 2026
বনভোজন ২০২৬

AUGUST 16, 2026, SUNDAY

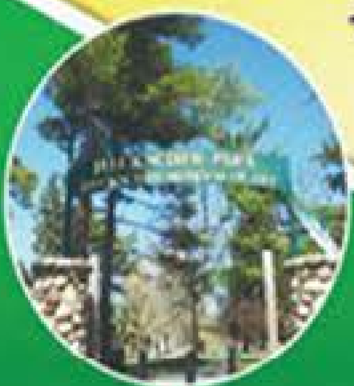

PLACE:
HECKSCHER STATE PARK
1 Heckscher State Parkway
East Islip, NY 11730

সুধী,

আমরা আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, 'প্রবাসী টাঙ্গাইলবাসী ইউএসএ ইনক' এর উদ্যোগে অপরুপ সুন্দর ও প্রাকৃতিক নির্মল ছায়াবেষ্টিত 'হ্যাকশায়ার স্টেট পার্ক', ১ হেকশার স্টেট পার্কওয়ে, ইস্ট আইস্লিপ, নিউইয়র্ক ১১৭৩০, পার্কে আগামী ১৬ই আগস্ট ২০২৬ইং, রোজ রবিবার বার্ষিক বনভোজনের আয়োজন করা হয়েছে।

উক্ত বার্ষিক বনভোজনে আপনার/আপনাদের স্বতস্ফুর্তভাবে স্ববান্ধব অংশগ্রহণ আয়োজনটিকে সফল ও সার্থক করে তুলবে।

আমন্ত্রনে

বদরুজ্জামান পিকলু আহ্বায়ক ৬৩১-৭৪০-৭৮৫১	আব্দুল হাকিম সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ৯২৯-৫০০-৬৩১৩	শরিফ শিকদার সদস্য সচিব ৯২৯-৩৯৮-২৩৭৬
শামীম মিয়া সাধারণ সম্পাদক ৯২৯-২৭৮-৮৯৪৫	মোঃ আরিফ বিন আনোয়ার সভাপতি ৩৪৭-৪৫৯-৮৯৮২	মোঃ শাহজাহান কোষাধ্যক্ষ ২১৪-৩১৭-৫৬৮৭

Open House

Saturday and Sunday 12 pm-3 pm

2114 Lacombe Ave, Bronx, NY 10473

Gut renovated A to Z , bricks, attached, 2 family,
5 bedrooms, 3 bathrooms, 2 car parking

Asking: $999,000

We have 100+ Houses for sale

MLS | ISLAND ADVANTAGE REALTY

বাড়ি দেখানো থেকে শুরু করে ক্লোজিং পর্যন্ত
আমরা সব ধরনের সহায়তা করে থাকি।

Buying/Selling: Residential, Commercial, Investment, HUD, Auctions, Foreclosures, REO/Bank Owned, & Short Sale
Rental: Cash, W-2, City PHEPs, PHEPS, Section-8, and other Programs.

কামরুজ্জামান বাচ্চু
KAMRUZ ZAMAN BACCU
Licensed Real Estate Salesperson

347.465.3220
kamruzbaccu1@gmail.com

মিশিগানে ১৭ তম প্রবাসীদের প্রাণবন্ত মিলনমেলা

৩ পৃষ্ঠার পর

পাশাপাশি মেলায় বসে বাংলাদেশি পোশাক, খেলনা, গৃহসজ্জার সামগ্রী ও বাহারি খাবারের স্টল।

ফেস্টিভালের মঞ্চে বিকাল থেকে রাত পর্যন্ত নানাবিধ আয়োজনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল দেশীয় ঐতিহ্য তুলে ধরে নৃত্য পরিবেশন ও সংগীতানুষ্ঠান। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন মিশিগানে সুপরিচিত মুখ ডা. শারমিন তানিম। ফেস্টিভালের প্রথম দিন গান পরিবেশন করেন বাউল শিল্পী কালা মিয়া ও জনপ্রিয় কণ্ঠ শিল্পী রেশমি মির্জা। দ্বিতীয় দিন ফেস্টিভালের প্রধান আকর্ষণ জনপ্রিয় গায়িকা নিপশান নাহার রুনা ও এ প্রজন্মের জনপ্রিয় মোজা। নিউইয়র্কের জনপ্রিয় সংগীত শিল্পী অনিক রাজনসহ স্থানীয় কয়েকজন সংগীত শিল্পী ও ব্যান্ড দল ফেস্টিভালের মঞ্চে সংগীত পরিবেশন করেন।

মিশিগানসহ বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য থেকে আগত ৬০ টির অধিক স্টল ফেস্টিভালকে প্রাণবন্ত করে তোলে। ঐতিহ্যবাহী দেশীয় খাবারের স্টল, কাপড়, গহনা ও বাচ্চাদের খেলনার স্টল গুলোতে ছিল বিকাল থেকে রাত পর্যন্ত ক্রেতাদের দীর্ঘ লাইন। বেচাকেনা ভালো হওয়ায় ব্যবসায়ীদের বেশ ভালো মুনাফা হয়েছে। বিশেষ করে, ফেস্টিভালের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, পর্যাপ্ত পার্কিং ও আরামদায়ক টয়লেট এবং সার্বিক নিরাপত্তায় সবাইকে সন্তুষ্ট করেছে।

মেলার নিরাপত্তায় বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব মিশিগানের স্বেচ্ছাসেবকদের পাশাপাশি দায়িত্ব পালন করে ওয়ারেন পুলিশ। অনুষ্ঠানে যুক্তরাষ্ট্রের মূলধারার রাজনীতিবিদ, বিভিন্ন সিটি কর্মকর্তা এবং কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও উপস্থিত থেকে শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন।

সব বয়সী দর্শনার্থীদের জন্য ছিল নানা ধরনের বিনোদনের ব্যবস্থা। ওয়ারেন সিটি স্কয়ারের বিশাল মাঠজুড়ে প্রবীণদের আড্ডা, শিশু-কিশোরদের খেলাধুলা এবং পারিবারিক মিলনমেলার দৃশ্য উৎসবকে আরও প্রাণবন্ত করে তোলে। প্রতিদিন দুপুর থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত চলে মেলার বিভিন্ন আয়োজন।

আয়োজক সংগঠনের সভাপতি জাবেদ চৌধুরী বলেন, প্রতি বছরের মতো এবারও বাংলাদেশি-আমেরিকানদের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও কৃষ্টিকে নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। একই সঙ্গে মিশিগানে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য একটি আনন্দঘন মিলনমেলার আয়োজন করাই ছিল তাদের লক্ষ্য। ফেস্টিভাল সফল ও সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন করতে পারায় সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও সদস্য, স্পন্সর, ভেন্ডর, মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ, যুক্তরাষ্ট্রের মূলধারার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, কমিউনিটির বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ এবং সর্বোপরি ফেস্টিভালে উপস্থিত সকল দর্শকদের কাছে কৃতজ্ঞ।

বিশ্বের যেকোন দেশে ভ্রমণের জন্য
একমাত্র আমরাই দিচ্ছি সর্বনিম্ন মূল্যের নিশ্চয়তা।
আমরা ওমরার প্যাকেজ করে থাকি
আমাদের প্যাকেজ বিবরণ
- ওমরা ভিসা
- এয়ার টিকেট
- ১ দিন মক্কায় ট্যুর
- ১ দিন মদিনা ট্যুর
- মক্কা থেকে মদিনা গাড়িতে
- এয়ারপোর্ট থেকে হোটেল (4 Star Hotel with Breakfast.)
- মদিনার হোটেল থেকে এয়ারপোর্ট ড্রপ অফ (একজন বাংলাদেশী মোয়াল্লেম মক্কা ও মদিনা)

* হজের পর পরই ওমরাহ পুরোদমে শুরু হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ
* শুধুমাত্র গ্রুপ প্যাকেজের জন্য প্রযোজ্য।

NAFS TRAVEL INC.
SANU SHEAK (SANA)
Cell: 347-537-7657
Email: nafstravel@gmail.com
www.nafstravel.com
NAFS TRAVEL
37-59 74th Street, Jackson Heights, NY 11372
(Inside Mollika electronics next to CITI Bank)

নিউ জার্সিতে বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটির বনভোজন অনুষ্ঠিত

৩ পৃষ্ঠার পর

দিনটি কাটিয়েছেন হাসি, গল্প, গান ও মিলনমেলার মধ্য দিয়ে।

এই বনভোজনে বিভিন্ন আয়োজনের মধ্যে ছিল শিশু, পুরুষ ও নারীদের বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলা। বনভোজনে বিভিন্ন ধরনের দেশীয় খাবারের আয়োজনও ছিল। অংশগ্রহণকারীদের জন্য খেলাধুলা ও বিনোদনমূলক আয়োজনের মধ্যে ছিল ছেলেদের দৌড় প্রতিযোগিতা, নারীদের বালিশ খেলা। বনভোজনের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন সংগঠনের অগ্রপথিক সভাপতি সিরাজুল হক, সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম সেলিম কোষাধ্যক্ষ শামসুল আলম চৌধুরী ও বনভোজনের আহ্বায়ক জহিরুল ইসলাম সেন্টু।

বনভোজনের অংশগ্রহণকারী সংগঠনের সদস্য ও অতিথিরা এমন মিলনমেলার আয়োজনের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে ভবিষ্যতে এধরনের আয়োজন আরও বিস্তৃত করার আহ্বান জানান।

প্রাণীর প্রতি মমতা ও ইসলাম

২৫ পৃষ্ঠার পর

করুণাময় আল্লাহ দয়া করেন। তোমরা পৃথিবীবাসীর প্রতি দয়া করো, তাহলে যিনি আসমানে আছেন, তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করবেন।' (সুনানে আবি দাউদ : ৪৯৪১)। ইসলাম সর্বদা অনুগ্রহের প্রতি উৎসাহ প্রদান করে; হোক সেটা মানুষের ওপর বা অন্য কিছুর ওপর। যে অনুগ্রহ করে, আল্লাহতায়ালা তাকে দয়া করেন। তার প্রতি অনুগ্রহ করে তাকে প্রিয় বানিয়ে নেন। পক্ষান্তরে যে দয়া করে না, সে এসব থেকে বঞ্চিত হয়। নবীজি (সা.) বলেছেন, 'যে দয়া করে না, সে দয়া পায় না।' (বোখারি : ৫৯৯৭)।

দয়াপ্রদর্শনের কারণ : জমিনের সৃষ্টি মাখলুকাত মানুষের কল্যাণার্থে সৃষ্টি করা হয়েছে। মানুষ এর দ্বারা বিভিন্নভাবে উপকৃত হয়। যেমন- এর দ্বারা মানুষ তাদের মৌলিক চাহিদা খাদ্য ও বস্ত্রের অভাব পূরণ করে। এর দ্বারা ভারী বোঝা বহন করে। এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াত করে। এ ছাড়া প্রাণীর দ্বারা মানুষ তাদের বিভিন্ন প্রয়োজন পূরণ করে। মানুষ এর দ্বারা উপকৃত হয়ে আল্লাহতায়ালার প্রতি কৃতজ্ঞ হবে, তাঁর কৃতজ্ঞতা আদায় করবে এবং তাঁর ইবাদতে অভিনিবিষ্ট হবে, এটাই আল্লাহর কামনা। আল্লাহতায়ালা বলেন, 'চতুষ্পদ জন্তুগুলো তিনিই (আল্লাহ) তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন; তাতে রয়েছে উষ্ণতার উপকরণ ও বিবিধ উপকার। আর তা থেকে তোমরা আহার গ্রহণ কর। আর তোমাদের জন্য তাতে রয়েছে সৌন্দর্য, যখন সন্ধ্যায় তা ফিরিয়ে আনো এবং সকালে চারণভূমিতে নিয়ে যাও। আর এগুলো তোমাদের বোঝা বহন করে এমন দেশে নিয়ে যায়, ভীষণ কষ্ট ছাড়া যেখানে তোমরা পৌঁছাতে সক্ষম হতে না। নিশ্চয় তোমাদের রব দয়াশীল, পরম দয়ালু। আর (তিনি সৃষ্টি করেছেন) ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা, তোমাদের আরোহণ ও শোভার জন্য এবং তিনি সৃষ্টি করেন এমন কিছু যা তোমরা জানো না।' (সুরা নাহল : ৫-৮)।

ভালোভাবে সেবাযত্ন করা : আমাদের গৃহপালিত যেসব প্রাণী রয়েছে, এদের সঠিকভাবে প্রতিপালন ও পরিচর্যা করা আমাদের দায়িত্ব। দায়িত্ব আদায় না করলে বা অলসতা করলে, এর জন্য আল্লাহর কাছে জিজ্ঞাসিত হতে হবে। এর দ্বারা সহজেই অনুমান করা যায় বিষয়টির গুরুত্ব। তাই নবীজি (সা.) এগুলোর প্রতি যত্নবান হওয়ার তাগিদ দিয়েছেন। আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রা.) সূত্রে বর্ণিত; একবার রাসুল (সা.) আমাকে তার খচ্চরের পিঠে তার পেছনে বসালেন। তিনি আমাকে গোপনে কিছু কথা বলে এ মর্মে সতর্ক করে দিলেন, আমি যেন কাউকে তা না বলি। রাসুল (সা.) তার প্রাকৃতিক প্রয়োজনের সময় গোপনীয়তা রক্ষার্থে উঁচু জায়গা অথবা ঘন খেজুরকুঞ্জ পছন্দ করতেন। তিনি এক আনসারির খেজুর বাগানে প্রবেশ করলে, হঠাৎ একটি উট তার দৃষ্টিগোচর হয়। উটটি নবীজি (সা.)-কে দেখে কাঁদতে লাগল এবং তার চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। নবীজি (সা.) উটটির কাছে গিয়ে এর মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করলেন। এতে উটটি কান্না থামাল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'এ উটের মালিক কে?' তিনি আবারও ডাকলেন, 'উটটি কার?' এক আনসারি যুবক এসে বলল, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমার।' নবীজি (সা.) বললেন, 'আল্লাহ যে তোমাকে এ নিরীহ প্রাণীটির মালিক বানালেন, এর অধিকারের ব্যাপারে তুমি কি আল্লাহকে ভয় কর না? উটটি আমার কাছে অভিযোগ করেছে, তুমি একে ক্ষুধার্ত রাখ এবং একে কষ্ট দাও।' (সুনানে আবি দাউদ : ২৫৪৯)।

অহেতুক কষ্ট না দেওয়া : আল্লাহতায়ালা প্রাণিকুলকে আমাদের উপকারের বস্তু বানিয়েছেন। উপকারের প্রতিদান উত্তম পন্থায় প্রদান করা উচিত। নবীজি (সা.) আমাদের শিখিয়েছেন, কীভাবে এদের দেখভাল করতে হবে, এদের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। আনাস ইবনে মালেক (রা.) সূত্রে বর্ণিত; তিনি বলেন, 'আমরা কোনো স্থানে অবতরণ করলে বাহনের পিঠ থেকে হাওদা নামিয়ে এর বিশ্রামের ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত নামাজ আদায় করতাম না।' (সুনানে আবি দাউদ : ২৫৫১)। নবীজি (সা.) পশু শুইয়ে রেখে ছুরি ধার করতে, ধারহীন ছুরি দিয়ে জবাই করতে পর্যন্ত নিষেধ করেছেন। কেননা, এতে পশুকে কষ্ট দেওয়া হয়। ইসলাম শান্তির ধর্ম। সব জায়গাতেই শান্তির আলোকচ্ছটা ছড়ায়। নবীজি (সা.) বলেছেন, 'নিশ্চয় আল্লাহতায়ালা প্রতিটি জিনিসের প্রতি দয়া-অনুগ্রহ প্রদর্শনের আবশ্যকতা লিখে দিয়েছেন। অতএব, তোমরা (কিসাসে অথবা জিহাদে) কোনো লোককে হত্যা করলে উত্তম পন্থায় হত্যা করবে এবং কোনো কিছু জবাই করার সময় উত্তম পন্থায় জবাই করবে। তোমাদের মধ্যে যে কেউ যেন তার ছুরি ভালোভাবে ধারালো করে নেয় এবং জবাই করার পশুটিকে আরাম দেয়।' (তিরমিজি : ১৪০৯)।

প্রাণীর প্রতি সদয় আচরণ : অবলা প্রাণী কথা বলতে পারে না দেখে যাচ্ছে তাই আচরণ করা যাবে না। মানুষের মতো এদেরও দুঃখ-কষ্ট অনুভব হয়। কিন্তু কথা বলতে পারে না দেখে তা আমাদের বোধগম্য হয় না। মানুষের উচিত হলো, এদের দুঃখ-কষ্টের প্রতি খেয়াল রাখা। যে কাজে অহেতুক এদের কষ্ট দেওয়া হয়, তা বর্জন করা। রাসুল (সা.) গর্তে প্রস্রাব করতে নিষেধ করেছেন। (সুনানে আবি দাউদ : ২৯)। কেননা, এতে সেখানে বসবাসকারী প্রাণীদের কষ্টে পতিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। অন্য এক হাদিসে রাসুল (সা.) প্রাণীর মুখে আঘাত করতে এবং মুখে সেক দিতে বারণ করেছেন। (মুসলিম : ২১১৬)। যে কোনো প্রাণীর প্রতি ভালোবাসা রাখতে হবে। অযথা কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। নতুবা অবশ্যই এর শাস্তি ভোগ করতে হবে। এমন ব্যক্তির ওপর নবীজি (সা.)-এর অভিসম্পাত। জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত; রাসুল (সা.)-এর সামনে দিয়ে এমন একটি গাধা যাচ্ছিল, যার মুখে দাগ দেওয়া হয়েছিল। নবীজি (সা.) বললেন, 'যে ব্যক্তি একে দাগ লাগিয়েছে, আল্লাহ তাকে অভিসম্পাত করুন।' (মুসলিম : ২১১৭)। ইসলাম এভাবেই প্রাণীর প্রতি সদয় আচরণের গুরুত্বারোপ করেছে।

প্রাণীর প্রতি অনুগ্রহের লাভ : মানুষের প্রতি ভালো ব্যবহার করলে যেমন উপকার রয়েছে, প্রাণীর প্রতি দয়াপরবশ হলেও তদ্রূপ লাভ আছে। অনেক পুণ্যের কাজ আমাদের দৃষ্টিতে সামান্য মনে হলেও এর প্রতিদান অসামান্য। সৃষ্টির প্রতি অনুগ্রহ করাও ঠিক তেমন। সৃষ্টির প্রতি অনুগ্রহ করলে স্রষ্টার সন্তুষ্টি অর্জিত হয়, হোক তা যতই ছোট। ফলে আল্লাহতায়ালা সেই বান্দার ওপর রহম করেন, তার গোনাহ মিটিয়ে দেন। আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে বর্ণিত; রাসুল (সা.) বলেছেন, একবার এক লোক রাস্তায় চলতে চলতে পিপাসায় কাতর হয়ে পড়ল। সে একটি কূপ দেখতে পেয়ে তাতে নেমে পানি পান করে বের হলো। তখন সে দেখতে পেল, একটি তৃষ্ণার্ত কুকুর ভেজা মাটি চাটছে। সে ভাবল, আমার যেরূপ পিপাসা পেয়েছিল, কুকুরটিরও অনুরূপ পিপাসা পেয়েছে। সে আবার কূপে নামল এবং পায়ের মোজায় পানি ভরে তা মুখে কামড়ে ধরে উঠে এসে কুকুরটিকে পান করাল। আল্লাহ তার এ কাজে খুশি হয়ে তার গোনাহ ক্ষমা করে দিলেন। সাহাবিরা বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! এসব প্রাণীর সেবা করলেও আমাদের সওয়াব দেওয়া হবে?' তিনি বললেন, 'প্রতিটি জীবিত প্রাণীর সেবার জন্য সওয়াব রয়েছে।' (সুনানে আবি দাউদ : ২৫৫০)।

সৃষ্টির প্রতি নির্দয়তার ভয়াবহতা : সৃষ্টির প্রতি দয়া করলে যেমন আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জিত হয়, তেমনি এর প্রতি নির্দয় আচরণের ফলে আল্লাহর অসন্তুষ্টি অর্জিত হয়। এসব বিষয়ের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। অনেকে বিভিন্ন ধরনের পশু-পাখি লালন-পালন করে, কিন্তু এর প্রতি খুব একটা খেয়াল রাখে না। অথচ এর পরিণতি খুবই ভয়ংকর। নবীজি (সা.) বলেছেন, 'একজন স্ত্রীলোক একটি বিড়াল বেঁধে রেখেছিল। অতঃপর অনাহারে বিড়ালটি মারা যায়। এ অপরাধে স্ত্রীলোকটিকে শাস্তি দেওয়া হয় এবং জাহান্নামি বলে ঘোষণা দেওয়া হয়। সে বিড়ালকে বেঁধে রেখেছিল; অথচ তাকে আহারও করায়নি, পানও করায়নি। অপরপক্ষে তাকে ছেড়েও দেয়নি; যাতে সে জমিনের কীটপতঙ্গ খেয়ে বাঁচত।' (মুসলিম : ২২৪২)। আমাদের চারপাশে অনেক প্রাণী থাকে, সেগুলোকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা যাবে না। কিন্তু দেখা যায়, সমাজে অনেক নির্দয় মানুষ আছে, যারা নির্বোধ অবলা প্রাণীদের প্রতি চরম অবজ্ঞা-অবহেলা প্রদর্শন করে। কোনো কারণ ছাড়াই তাদের কষ্ট দেওয়া অথবা হত্যা করাকে খুবই সাধারণ বিষয় মনে করে। অথচ বিষয়টি সাধারণ নয়। একটি পিঁপড়া নবীকুলের কোনো নবীকে কামড় দিলে তিনি পিঁপড়ার বাসা সম্পর্কে হুকুম দিলেন, ফলে তা জ্বালিয়ে দেওয়া হলো। তখন আল্লাহতায়ালা তার কাছে এ মর্মে অহি পাঠালেন যে, একটি (মাত্র) পিঁপড়া তোমাকে কামড় দিয়েছে, তাতে কিনা তুমি উম্মত ও সৃষ্টিকুলের এমন একটি সৃষ্টিদলকে জ্বালিয়ে দিলে, যারা তাসবিহ পাঠ করছিল? (মুসলিম : ৫৬৫৪)।

রহমতের নবীজির প্রাণীর প্রতি মমতা : রাসুল (সা.) বলেছেন, অন্যায়ভাবে কোনো প্রাণীকে হত্যা করার কারণে বান্দা এ সম্পর্কে আল্লাহতায়ালার কাছে জিজ্ঞাসিত হবে। এর থেকে ভয়াবহ আর কী হতে পারে! আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত; রাসুল (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি চড়ুই বা তার চেয়ে ছোট কোনো প্রাণীকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে, তাকে আল্লাহতায়ালা কেয়ামতের দিন সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন। তখন জিজ্ঞেস করা হলো, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ! তার অধিকার কী?' তিনি বললেন, 'তার অধিকার হলো, তাকে জবাই করে খাওয়া এবং তার মাথা কেটে নিক্ষেপ না করা।' (সুনানে নাসায়ি : ৪৪৪৬)। অন্য এক হাদিসে এসেছে, একবার রাসুল (সা.) একটি উটের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। প্রচুর ক্ষুধার তাড়নায় যার পিঠ পেটের সঙ্গে লেগে গেছে। উটটি অনাহারে অপুষ্টিতে দুর্বল হয়ে পড়েছে। এ দৃশ্য দেখে রহমতের নবীর ভীষণ মায়া হলো। সাহাবিদের ডেকে বললেন, 'এসব বাকশক্তিহীন প্রাণীর ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। সুস্থ অবস্থায় এগুলোতে আরোহণ করো, সুস্থ অবস্থায় আহার করো।' (সুনানে আবি দাউদ : ২৫৪৮)।

- Personal Injuries & Death Claims
- Car Accidents and Medical Mal Practice
- Divorce, Family Matters and Domestic Violence
- Real Estate and Business Closing
- Foreclosure proceedings
- Bankruptcy
- All Civil Matters
- Wills, Trust and Estate Planning
- All Criminal Matters
- All Immigration Matters

MD Golam Mostofa, ESQ.
NY State Attorney
LL. B Honors (1st Class) & LL.M (1st Class), Bangladesh.
Barrister-At-Law, London.
Attorney-At-Law, NY.

Address:
Queens: 148-45 Hillside Ave
Jamaica, NY 11435

Phone# 718-487-4873, Cell: 917-285-6247(Text) Email: abmostofa1@gmail.com

আমরাই একমাত্র
যারা সর্বোচ্চ সুবিধার
নির্ভরযোগ্য
নিশ্চয়তা
প্রদান করি

ZAM ZAM
TRAVEL US

আমাদের সার্ভিস সমূহ

- এয়ার টিকেটিং
- হজ্ প্যাকেজ — সার্ভিস প্রোভাইডার
- হোটেল বুকিং
- ভিসা প্রোসেসিং
- ওমরাহ্ প্যাকেজ — সার্ভিস প্রোভাইডার

কেন আমাদের সার্ভিস নিবেন?

- বিশেষজ্ঞ দল
- যাচাইকৃত ভিসা চেকলিস্ট
- প্রিমিয়াম সহায়তা
- নিখুঁত ভিসা আবেদন পরিষেবা

ZAM ZAM TRAVEL US
in a Partnership with
إثراء الخير ITHRAA ALKHAIR

এয়ার লাইন সমূহ

السعودية SAUDIA | QATAR AIRWAYS | Emirates | TURKISH AIRLINES

ঢাকা অফিস
+88 017 1133 6292
Tropical Mollah Tower
Shop no: 08 (4th Floor), Progoti Sharoni
Middle Badda, Dhaka 1212, Bangladesh

নিউইয়র্ক অফিস
+1 718 395 9697
37-15 73 Street (Suite-207),
Jackson Heights, NY-11372
zamzamtravelus

www.zamzamtravelus.com
zamzamtravelus@gmail.com

Marriage Media

পাত্র-পাত্রী

খুজছেন সন্ধান দাতা

আপনি বিয়ে করে আমেরিকাতে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে চান?

সকল ধর্ম, সকল বর্ণের ইমিগ্রান্ট/ননইমিগ্রান্ট, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক, ফার্মাসিস্ট, নার্স, ফেডারেল জব, প্রাইভেট জব, ব্যবসায়ী, ট্যাক্সি ড্রাইভার, ছাত্র/ছাত্রী, ডিভোর্স, বিধবা ও (বয়স্ক) পাত্র-পাত্রী।

৫০টি স্টেটের বাঙ্গালি পরিবারের সাথে যোগাযোগ।
সাফল্যতার সাথে অগ্রগতি।

আল্লাহর হুকুম ছাড়া কিছু হয় না আমি উছিলা মাত্র।

খান ভাই

646-637-7590

Email: khanma663@gmail.com

ভয়াবহ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ছে সৌদি আরব

৬২ পৃষ্ঠার পর

চুক্তি হয়। কিন্তু বর্তমান সংঘাত সেই কৌশলকে কার্যত সংকটের মুখে ঠেলে দিয়েছে। সামরিক বিশ্লেষকদের ভাষায়, তিন দিক থেকে অসম যুদ্ধকৌশলে পারদর্শী প্রতিপক্ষের মুখোমুখি হওয়া যে কোনো দেশের প্রতিরক্ষা পরিকল্পনাকারীদের জন্য দুঃস্বপ্নের মতো।

সৌদি আরব অত্যাধুনিক ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে কয়েক দশক ধরে কয়েক শ' বিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছে। কিন্তু বিশাল ভূখণ্ড, দীর্ঘ উপকূলরেখা এবং বিস্তৃত তেল অবকাঠামো রক্ষা করা দেশটির জন্য এখনো বড় চ্যালেঞ্জ।

গত সপ্তাহান্তে হুতিরা লোহিত সাগর উপকূলে সৌদি আরবের দুটি তেল স্থাপনায় ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায়। স্যাটেলাইট ছবি ও ভূ-অবস্থানভিত্তিক ভিডিও বিশ্লেষণে ইয়েমেন সীমান্তবর্তী সৌদির জাজান অঞ্চলের একটি স্থাপনায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির প্রমাণ মিলেছে।

এর আগে বাব আল-মান্দেব প্রণালি দিয়ে চলাচলকারী সৌদি জাহাজ অবরোধের ঘোষণা দিয়ে হুতিরা লোহিত সাগরে দুটি সৌদি তেলবাহী ট্যাংকারে হামলা চালায়। পরবর্তীতে গত সোমবার তারা আরও একটি সৌদি জাহাজে হামলার দাবি করে। হরমুজ প্রণালিতে অচলাবস্থার কারণে সৌদি ইতোমধ্যে তেলের বড় অংশের রপ্তানি লোহিত সাগরের ইয়ানবু বন্দরের মাধ্যমে পরিচালনা করছে। ফলে বাব আল-মান্দেবে হুতিদের অবরোধ রিয়াদের জন্য বড় ধরনের কৌশলগত চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আগামী তিন বছরে লোহিত সাগর হয়ে দৈনিক প্রায় ৯০ লাখ ব্যারেল তেল রপ্তানির পরিকল্পনা রয়েছে সৌদি আরবের। তবে ইয়ানবু থেকে এশিয়ার উদ্দেশে যাত্রা করা ট্যাংকারগুলোকে বাব আল-মান্দেব অতিক্রম করতে হয়, যা হুতিদের হামলার ঝুঁকি বহুগুণ বাড়িয়ে দিচ্ছে।

২০১৫ সালে হুতিদের উৎখাত করতে বড় ধরনের সামরিক অভিযান শুরু করেছিল সৌদি। সাত বছর ধরে চলা সেই যুদ্ধে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য না এলেও বিশ্বের অন্যতম ভয়াবহ মানবিক সংকট তৈরি হয় দেশটিতে।

২০২২ সালে যুদ্ধবিরতি হলেও স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। হুতি-নিয়ন্ত্রিত এলাকায় অর্থনৈতিক ও আকাশপথে অবরোধ অব্যাহত রাখে সৌদি আরব। চলতি মাসের শুরুতে হুতিরা অভিযোগ করে, তেহরান থেকে সানায় আসা একটি বিমানকে অবতরণে বাধা দিতে রাজধানীর বিমানবন্দরে বোমা হামলা চালিয়েছে সৌদি।

সরকারি প্রতিষ্ঠানে বিএনপির লোকদের 'আত্মঘাতী' নিয়োগ

৬ পৃষ্ঠার পর

অনুসরণ করা হয়েছে। এসবের মাধ্যমে সরকার পরিকল্পিতভাবে যে বার্তা দিচ্ছে, তা হলো এবার আমাদের পালা। এটা যে চূড়ান্ত বিবেচনায় আত্মঘাতী হবে, তারা সেটা উপলব্ধি করছে না।'

আলোচিত এই নিয়োগকে কেন্দ্র করে এরই মধ্যে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। জাতীয় সংসদের বিরোধী দল জামায়াতে ইসলামী এটিকে নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য হুমকি হিসেবে আখ্যা দিয়ে তাঁর নিয়োগ বাতিলের দাবি জানিয়েছে। নিয়োগগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি আলোচিত হয়েছে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের অতিরিক্ত সচিব হিসেবে মো. সামসুল আলমের নিয়োগ। তিনি উপসচিব হিসেবে অবসরে গিয়েছিলেন। লক্ষণীয় হলো, তিনি ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে বিএনপির সংসদীয় আসন পুনর্বিন্যাস-সংক্রান্ত কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন; তাঁকেই নির্বাচন কমিশনের অতিরিক্ত সচিব হিসেবে এক বছরের চুক্তিতে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

নির্বাচন কমিশন একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। সংবিধানের ১১৮(৪) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, নির্বাচন কমিশন দায়িত্বপালনে স্বাধীন থাকবে এবং শুধু সংবিধান ও আইনের প্রতি দায়বদ্ধ থাকবে। স্বাধীনতার এ ধারণা এবং কমিশনের ওপর জন-আস্থাই বাংলাদেশের গোটা নির্বাচনী ব্যবস্থার মূল ভিত্তি। জনগণ যদি মনে করেন, কমিশনের প্রশাসনিক নেতৃত্ব রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত, তাহলে কমিশনের প্রতি আস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে।

নির্বাচন কমিশনের এই নিয়োগ সম্পর্কে জানতে চাইলে সুশাসনের জন্য নাগরিকের (সুজন) সভাপতি বদিউল আলম মজুমদার প্রথম আলোকে বলেন, 'নির্বাচন কমিশনের অতিরিক্ত সচিব পদটি প্রশাসনিক দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নির্বাচন পরিচালনাসংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ, ভোটার তালিকা প্রণয়ন থেকে শুরু করে নির্বাচন কমিশনের দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনায় এই পদের ভূমিকা অপরিসীম। দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে এমন স্পর্শকাতর পদে বসানো নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে জনমনে সংশয় তৈরি করতে বাধ্য। এই সিদ্ধান্ত আসন্ন স্থানীয় সরকার নির্বাচনকে অনিশ্চয়তার মুখে ঠেলে দিতে পারে।' আলোচিত এই নিয়োগকে কেন্দ্র করে এরই মধ্যে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। জাতীয় সংসদের বিরোধী দল জামায়াতে ইসলামী এটিকে নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য হুমকি হিসেবে আখ্যা দিয়ে তাঁর নিয়োগ বাতিলের দাবি জানিয়েছে। (ইসি সচিবালয়ে 'দলীয় ব্যক্তিকে' নিয়োগ দেওয়া নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য হুমকি: জামায়াত, ইত্তেফাক, ২৬ জুলাই ২০২৬)

এ নিয়োগের রাজনৈতিক তাৎপর্য সম্পর্কে জানতে চাইলে বদিউল আলম মজুমদার বলেন, 'বাংলাদেশে নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে সংশয় বারবার নির্বাচন বর্জনের রাজনীতিকে উসকে দিয়েছে। ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪, ২০২৪-এর নির্বাচনগুলো তার প্রমাণ। বিরোধী দলে থাকা অবস্থায় বিএনপি দীর্ঘদিন নির্বাচন কমিশনে দলীয় নিয়োগকে নির্বাচন বর্জনের অন্যতম যুক্তি হিসেবে উপস্থাপন করেছে। কিন্তু নিজেরা ক্ষমতায় গিয়ে সেই পথই অনুসরণ করছে। এই সিদ্ধান্ত বিএনপির জন্য যেমন আত্মঘাতী, তেমনি বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক উত্তরণের জন্যও অশনিসংকেত। আমি আশা করব, বিএনপি তাদের ৩১ দফা ও নির্বাচনী ইশতেহারের প্রতি সম্মান দেখিয়ে অবিলম্বে এই নিয়োগ বাতিল করবে।'

মনজুরুল ইসলাম: প্রথম আলোর জ্যেষ্ঠ সহসম্পাদক।

হ্যান্ডস অন
ফিসিক্যাল থেরাপি রিহাবিলেইশন

এ. ভূঁইয়া

এলআইসি. ফিসিক্যাল থেরাপিস্ট

আপনি কি নিম্নে উল্লেখিত যে কোন ব্যথায় ভুগছেন?
তাহলে আজই যোগাযোগ করুন।
আমাদের আছে ২০ বছরের অভিজ্ঞতা।

* পিঠ ব্যথা
* গাড় ব্যথা
* বাহু ব্যথা
* কব্জি ব্যথা
* হাঁটু ব্যথা
* পায়ের পাতা ব্যথা
* পায়ের আঙ্গুল ব্যথা

ক্লিনিক খোলা থাকার সময়
সোমবার থেকে শুক্রবার
সকাল ১০.০০-সন্ধ্যা-৭টা
শনিবার
সকাল ১০.০০-বিকাল-৪টা
রবিবার বন্ধ

আমরা প্রায় সব ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করি

আমরা ইংলিশ, স্প্যানিশ, হিন্দি, বাংলা ও আরবীতে কথা বলি

75-17 41 Ave. Elmhurst, NY 11373
(Corner of 76th St & Broadway

170-08 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432

Tel : 917-832-7824, Cell : 718-696-7002
Fax : 917-832-6100

হোমিও চিকিৎসা

জ্যাকসন হাইটস এর বাংলাদেশ প্লাজার নীচ তলায়

ডাঃ এফ হক
হোমিওপ্যাথিক কনসালট্যান্ট
DI. Hom (USA)
(Diploma in Homeopathy)

ব্যথা, পাইলস, গ্যাস্টিক, কিডনি ও প্রস্রাবের সমস্যা, যৌন ও চর্মরোগ সহ সব ধরনের জটিল রোগ।

হোমিও ভিটামিন সেলিং সেন্টার
Homeo & Vitamin Selling Center

এপয়েন্টমেন্ট এর জন্য কল করুন
347-596-3111, 347-485-8020

জ্যাকসন হাইটস অফিসঃ (বাংলাদেশ প্লাজা) (দুপুর ২টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত)
৩৭-১৫ ৭৩ স্ট্রিট (Lower Level), জ্যাকসন হাইটস, নিউ ইয়র্ক।
ব্রুকলিন অফিসঃ (সকাল ১০টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত)
৪৭৫ ম্যাকডোনালস্ এভিনিউ, (৩য় তলা), ব্রুকলিন, নিউ ইয়র্ক।

ব্রংকসের পার্কচেস্টারের ফার্মাসীগুলোতে আতংক

৬৪ পৃষ্ঠার পর

বাড়াতে হবে স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের সাথে। অনেক ব্যবসায়ীই এমন ঘটনায় উদ্বিগ্ন। অবশিষ্ট ব্যবসায়ী ও ব্রংকস মাস্রান বেকারীর কর্ণধার স্বপন তালুকদার বলেন, ব্যবসায়ীরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে চুরি ডাকাতি রোধ করতে হবে। কিছুদিন আগে আমার সুন্দরবন হালালমিট ও গ্রোসারীতে সাটার ভেংগে চুরির ঘটনা ঘটেছিল।

সাংবাদিক তামান্না মৌ'র স্বামীর অকাল মৃত্যু

৬৪ পৃষ্ঠার পর

মৌ এর স্বামী মহিউদ্দিন খান (৪৬) আর নেই। "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন"। বিশিষ্ট ব্যাংকার মহিউদ্দীন খান দীর্ঘ তিন মাসেরও বেশি সময় ধরে ক্যানসারের সঙ্গে সাহসিকতার সঙ্গে লড়াই করার পর সোমবার ২৭ জুলাই নিউইয়র্কের একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মহিউদ্দিন খান একটি বেসরকারি ব্যাংকের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন। কর্মজীবনে সততা, নিষ্ঠা ও পেশাদারিত্বের জন্য তিনি সহকর্মীদের কাছে ছিলেন সম্মানিত। আর পারিবারিক জীবনে ছিলেন একজন স্নেহশীল স্বামী ও আপনজনদের নির্ভরতার প্রতীক।মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল মাত্র ৪৬ বছর। তার মৃত্যুতে পরিবার, স্বজন, সহকর্মী এবং শুভানুধ্যায়ীদের মধ্যে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। ২ শিশু সন্তান রেখে তিনি বিদায় নিলেন। গত ২৮ জুলাই পার্কচেস্টার জামে মসজিদে তার নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়।

সাংবাদিক মৌ যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চতর শিক্ষায় অধ্যয়নরত। টাইম টিভিতে উপস্থাপিকা হিসেবে খণ্ডকালীন কাজ করেন। স্বামীর মরদেহ নিয়ে মৌ ২ সন্তান সহ ৩০ জুলাই বৃহস্পতিবার দেশের উদ্দেশে নিউইয়র্ক ত্যাগ করেছেন। মহিউদ্দিন খানের মৃত্যুতে নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাব, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন ও টাইম টেলিভিশন পরিবার গভীর শোক প্রকাশ করেছে।

প্রকৃতির ছায়ায় একখন্ড সিরাজগঞ্জ

৬৪ পৃষ্ঠার পর

জেলা সমিতি। ওয়েস্টচেস্টার কাউন্টির জর্জেন আইল্যান্ড পার্কে গত ২৫ জুলাই শনিবার সমিতির এ বনভোজন পরিণত হয়েছিল কমিউনিটির মিলন মেলায়। চারিদিকে লেক মধ্যখানে আইল্যান্ডের উপর প্যাভিলিয়নে শতশত প্রবাসী বাংলাদেশিদের হাট বসে। খাওয়া দাওয়া,গল্প, খেলা, লাগামহীন বক্তৃতা পর্ব ও শিল্পীদের গান-নাচে মাতোয়ারা ছিল সিরাজগঞ্জবাসী। তবে অনেকের অভিযোগ ছিল জেলার বাসিন্দাদের বাইরের অন্য জেলার লোকজনদের অতিমাত্রায় উপস্থিতি। যা শতকরা ৪০ ভাগের বেশি। তাদের অধিকাংশই অবশ্য বিভিন্ন সমিতির নেতা কিংবা সোসাইটির আসন্ন নির্বাচনের সম্ভাব্য প্রার্থী। অনেকে ছিলেন স্পন্সর ও ডোনার। অবশ্য অতিথি পরায়ণতায় সিরাজগঞ্জ সমিতির খ্যাতি ও সুনাম রয়েছে। তবে আয়োজনটি ছিল চমৎকার। সিরাজগঞ্জ সমিতির সাড়ে ৪ শত লোকের আয়োজন থাকলেও উপস্থিতি ছিল ৬ শতাধিক। এ কারনে দুপুরের খাবারের সংকট দেখা দেয়। সমিতির কমিটির কর্মকর্তারা না খেয়ে অতিথিদেরই আপ্যায়ন করেন। অন্যান্য খাবারেও ঘাটতি ছিল। সিরাজগঞ্জ সমিতির ইতিহাসে এ ধরনের ঘটনা প্রথম। অতীতে প্রত্যেকটি বনভোজনে সবকিছুই উদ্বৃত্ত থাকতো।খাবারের কমতি ছাড়া পুরো আয়োজনটি প্রশংসা পাবার দাবিদার। আয়োজকরা এতবড় বিশাল আয়োজন সুশৃংখলভাবে পরিচালনা করেছেন। কমিটির কর্মকর্তাদের আন্তরিকতা, পরিশ্রম ও বিনয়ে সকলেই হাসিমুখে বিদায় নিয়েছেন। সিরাজগঞ্জ সমিতির

পিকনিকের বড় আকর্ষণ থাকে র‍্যাফেল ড্র। এবারও প্রায় ২০টি পুরস্কারের ব্যবস্থা ছিল। সোনার চেইন, টিভি কিংবা ল্যাপটপ নিয়ে বিজয়ীরা বীরের বেশে বাসায় ফিরেছেন। মহিলাদের পিলো নিক্ষেপ ছিল অন্যতম আকর্ষন। প্রায় দেড় শতাধিক মহিলা এতে অংশ নেন।

সমিতির সভাপতি সাইফুল ইসলাম পিকনিক চলাকালে অসুস্থ হয়ে পড়েন। এম্বুলেন্স এসে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। তার অবস্থা এখন স্বাভাবিক। তবে তিনি এখনও ওয়েস্টচেস্টারের হাসপাতালেই চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

অনুষ্ঠানের প্রধান স্পন্সর ও প্রধান অতিথি ছিলেন আকাশ রহমান। উল্লেখ্য বনভোজনের খাবারও নেয়া হয়েছিল আকাশ রহমানের আপা রেষ্টুরেন্ট থেকে। বনভোজনে অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সোসাইটির সাধারন সম্পাদক মোহাম্মদ আলী,সাবেক সভাপতি মোহাম্মদ আল আমীন, কামরুজ্জামান কামরুল, এশা রহমান, সভাপতি সাইফুল ইসলাম, সাধারন সম্পাদক মাহফুজুল হাসান মার্শ, ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল খালেক, সর্বসেরভেন্টর আতাউল আলম,আশরাফুজ্জামান, মোহাম্মদ কাশেম, রিয়েল্টর জাকির এইচ চৌধুরী, নওশাদ হায়দার, মোহাব্বত আকন্দ, রাশেদ মান্নান, আব্দুর রব টেনিস, মোঃ আশরাফ, হাসান জিলানী,এনাম এলাহী তরফদার, এহতেশাম রোকনী, জাকারিয়া সরকার,হাসান বিন সোবান,জহুরুল ইসলাম সুজন, কামাল পাশা, খান হোসেন বিপু, আহমদ শরিফ মৌসুমী, নাসির উদ্দিন,ফারুক হোসেন রনি, আব্দুর রব টেনিস,আব্দুল মোমেন মানিক,জহিরুল ইসলাম টিপু,গনেশ নাথ চৌধুরী, উত্তম কুমার সাহা,মইনুল ইসলাম মনি, সেলিম রেজা, রেজোয়ানা রাজ্জাক সেতু,এস ইসলাম শফি,রুবেল হাসান মুন্সী, হাসান আলী,আব্দুল হালিম ও মাহবুব মুল্লা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই'র বনভোজন অনুষ্ঠিত

আজকাল রিপোর্ট

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন অব ইউএসএ আয়োজিত "বনভোজন ও মিলনমেলা অনুষ্ঠিত হলো। গত ২৬ জুলাই লং আইল্যান্ডের বেলমন্ট লেক স্টেট পার্কে এ বনভোজন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য থেকে আগত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থী, তাদের পরিবার-পরিজন এবং শুভানুধ্যায়ীরা অংশ নেন। দিনব্যাপী কর্মসূচিতে ছিল মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক পরিবেশনা, শিশু-কিশোরদের জন্য বিভিন্ন প্রতিযোগিতা, খেলাধুলা, র‍্যাফেল ড্র, সুস্বাদু খাবারের আয়োজন এবং প্রাণবন্ত আড্ডা। অংশগ্রহণকারীদের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতিতে পুরো পার্কজুড়ে উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল ১,৫০০ মার্কিন ডলারের গ্র্যান্ড প্রাইজ (ক্যাশ) এবং নিউইয়র্ক-ঢাকা-নিউইয়র্ক এয়ার টিকিটসহ মোট দশটি আকর্ষণীয় পুরস্কারের র‍্যাফেল ড্র। গ্র্যান্ড প্রাইজের পৃষ্ঠপোষকতা করেন গাজী ওয়াহিদুজ্জামান লিটন এবং প্রথম পুরস্কার স্পন্সর করেন অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সভাপতি এম. এস. আলম, আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক মো. তাজুল ইসলাম এবং সদস্য সচিব ইউনুছ আলী, সাধারণ সম্পাদক মো. রুহুল আমিন সরকার , প্রধান সমন্বয়কারী মো. আজহার আলী খান, সমন্বয়কারী কোহেল মাহমুদ, সুশীল সিনহা ও ইকবাল মোর্শেদ। প্রবাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থীদের এই মিলনমেলা শুধু একটি বনভোজনেই সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং এটি হয়ে উঠেছিল বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের স্মৃতি, আন্তরিক বন্ধুত্ব, পারিবারিক বন্ধন এবং নতুন প্রজন্মের কাছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্য তুলে ধরার এক অনন্য আয়োজন।

মঈন চৌধুরী ডিস্ট্রিক্ট লিডার পদে পুনঃনির্বাচিত নির্বাচিত

৬৪ পৃষ্ঠার পর

ডিস্ট্রিক্ট লিডারদের প্রত্যক্ষ ভোটে তিনি পুনরায় এ দায়িত্ব লাভ করেন। ডিস্ট্রিক্ট লিডার অ্যাট লার্জ হিসেবে তিনি কুইন্স ডেমোক্রেটিক পার্টির সাংগঠনিক কার্যক্রমে নেতৃত্ব প্রদান, কমিউনিটির স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো দলীয় নেতৃত্ব ও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কাছে তুলে ধরা এবং স্থানীয় জনগণ ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় সাধনে ভূমিকা পালন করবেন। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটর, কংগ্রেস সদস্য এবং অন্যান্য নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ ও সমন্বয়ের মাধ্যমে জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে কাজ করবেন। কমিউনিটির প্রয়োজন ও প্রত্যাশা নীতিনির্ধারকদের কাছে তুলে ধরা, জনকল্যাণমূলক আইন প্রণয়নের পক্ষে সমর্থন গড়ে তোলা এবং ডেমোক্রেটিক পার্টির নীতিমালা ও প্রক্রিয়া অনুযায়ী গুরুত্বপূর্ণ পদ, বিশেষ করে বিচার বিভাগ-সংশ্লিষ্ট পদে যোগ্য ব্যক্তিদের পক্ষে দলীয় পর্যায়ে মনোনয়নের প্রস্তাব ও সমর্থন প্রদানে তিনি ভূমিকা রাখবেন। মঈন চৌধুরী দীর্ঘদিন ধরে যুক্তরাষ্ট্রে আইন পেশা, জনসেবা এবং বাংলাদেশি আমেরিকান কমিউনিটির বিভিন্ন কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত। সমর্থকদের তথ্য অনুযায়ী, তিনি যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টে প্র্যাকটিস করার অনুমোদনপ্রাপ্ত প্রথম বাংলাদেশি আমেরিকান অ্যাটর্নি। তার পুনর্নির্বাচনের খবরে নিউইয়র্কসহ বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের বাংলাদেশি কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ, সামাজিক সংগঠন এবং শুভানুধ্যায়ীরা অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তারা আশা প্রকাশ করেন, নতুন মেয়াদে তিনি মূলধারার রাজনীতিতে বাংলাদেশি আমেরিকানদের অংশগ্রহণ আরও জোরদার করার পাশাপাশি অভিবাসী জনগোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষায় কার্যকর ভূমিকা পালন করবেন।

উল্লেখ্য, ডিস্ট্রিক্ট লিডার অ্যাট লার্জ পদটি কুইন্স ডেমোক্রেটিক পার্টির একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক নেতৃত্বের পদ, যার মাধ্যমে দলীয় নীতি প্রণয়ন, কমিউনিটির প্রতিনিধিত্ব এবং নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে সমন্বয়মূলক কার্যক্রম পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা হয়।

ট্যাক্সি ও উবার ড্রাইভারদের উপর হামলা থামছেই না

৬৪ পৃষ্ঠার পর

আনুমানিক ৫টা থেকে সাড়ে ৫টার মধ্যে। স্থানটি ব্রুকলিনের ফোর্ট গ্রিন এলাকার নর্থ পোর্টল্যান্ড অ্যাভিনিউ-পার্ক ও মির্টল অ্যাভিনিউয়ের মধ্যবর্তী অংশ, নিউইয়র্ক সিটি হাউজিং অথরিটির হুইটম্যান হাউজেসের কাছে। তাকে গুলি ছোড়ার পর হামলাকারী হুইটম্যান হাউজেসের দিকে পালিয়ে যায়। ঘটনাস্থলে গাড়ির ভাঙা কাচ ছড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। পুলিশ এখন পর্যন্ত সন্দেহভাজনের বিস্তারিত পরিচয় প্রকাশ করেনি।

নিউইয়র্ক সিটি ট্যাক্সি অ্যান্ড লিমুজিন কমিশন-টিএলসি-হামলার নিন্দা জানিয়ে বলেছে, লাইসেন্সধারী চালকদের বিরুদ্ধে যেকোনো সহিংসতা অগ্রহণযোগ্য এবং প্রত্যেক চালকের নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ পরিবেশে কাজ করার অধিকার রয়েছে।

নিউইয়র্ক স্টেট ফেডারেশন অব ট্যাক্সি ড্রাইভার্সের তথ্যানুযায়ী, দুই সপ্তাহের মধ্যে কর্মরত কোনো চালকের ওপর এটি দ্বিতীয় বন্দুক হামলা। গেল বছর ব্রংকসে উবারের ভেতরেই পাকিস্তানী এক ড্রাইভারকে গুলি করে হত্যা করা হয়।

১১ জুলাই ব্রুকলিনে আরেক চালক গলায় গুলিবিদ্ধ হন। ওই মামলাতেও তাৎক্ষণিকভাবে কাউকে গ্রেপ্তারের তথ্য পাওয়া যায়নি। সংগঠনটির বক্তব্য, স্বল্প সময়ের ব্যবধানে দুটি হামলা দেখিয়ে দিচ্ছে যে রাতের শিফটে কাজ করা ট্যাক্সি, লিভারি ও অ্যাপভিত্তিক রাইডশেয়ার চালকেরা কতটা অরক্ষিত অবস্থায় রয়েছেন।

ট্যাক্সিচালকদের নিরাপত্তার প্রশ্নটি শুধু যাত্রীদের কাছ থেকে সম্ভাব্য হামলার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। সড়ক দুর্ঘটনা, রোড রেজ, ছিনতাই, গাড়ি ছিনতাইয়ের চেষ্টা এবং আশপাশে চলমান বিরোধে অনিচ্ছাকৃতভাবে জড়িয়ে পড়ার ঝুঁকিও তাদের মোকাবিলা করতে হয়। তারা প্রায়ই গভীর রাতে এমন এলাকা ও সময়ে কাজ করেন, যখন প্রত্যক্ষদর্শী কম থাকে এবং দ্রুত প্রমাণ সংগ্রহ করা কঠিন হয়ে পড়ে। নিউইয়র্ক স্টেট ফেডারেশন অব ট্যাক্সি ড্রাইভার্সের প্রতিষ্ঠাতা ফার্নান্দো মাতেও শহরের প্রতিটি ট্যাক্সি ও রাইডশেয়ার গাড়িতে ক্যামেরা বাধ্যতামূলক করার দাবি জানিয়েছেন। তার যুক্তি, গাড়ির ভেতর ও বাইরে সংঘটিত হামলার ভিডিও ধারণ করা গেলে পুলিশ দ্রুত সন্দেহভাজন শনাক্ত করতে পারবে। একই সঙ্গে সম্ভাব্য হামলাকারীরাও ক্যামেরার উপস্থিতির কারণে নিরুৎসাহিত হতে পারে। প্রবাসী বাংলাদেশি চালক কমিউনিটির উদ্বেগ বাড়াচ্ছে। কারণ হামলাকারী শনাক্ত না হলে একই এলাকায় চালকদের আবারও ঝুঁকির মধ্যে কাজ করতে হবে। রাইডশেয়ার ও ট্যাক্সিচালকদের বড় অংশ অভিবাসী। অনেকেই পরিবারের একমাত্র বা প্রধান উপার্জনকারী। কর্মরত অবস্থায় আহত হলে তারা শুধু চিকিৎসা সংকটেই পড়েন না-দীর্ঘ সময় গাড়ি চালাতে না পারায় আয়ও বন্ধ হয়ে যায়।

খালেদা জিয়াকে প্রধানমন্ত্রী করতে চেয়েছিল এরশাদ

৬৪ পৃষ্ঠার পর

নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি হল আয়োজিত সভায় নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপির সভাপতি এডিউল্লাহ আতিকুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন অধ্যক্ষ মো. সেলিম ভূঁইয়া, বিশেষ অতিথি ছিলেন গিয়াস আহমেদ। অনুষ্ঠানের সঞ্চালনায় ছিলেন স্টেট বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান সাইদ। অনুষ্ঠানের শুরুতে কোরআন তেলাওয়াত করেন মাঈনুদ্দীন মিয়াজী।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক সহ সভাপতি নিয়াজ আহমেদ জুয়েল, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোস্তফা কামাল পাশা বাবুল, সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আনোয়ারুল ইসলাম ও গোলাম ফারুক শাহীন, যুক্তরাষ্ট্র শ্রমিক দলের সভাপতি জাহাঙ্গীর এম আলম প্রমুখ।

গিয়াস আহমেদ বলেন, আমাদের শহীদ জিয়া ও বেগম জিয়ার আদর্শ ধারন করতে হবে। শহীদ জিয়া বাকশাল থেকে বহুদলীয় গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনে। বেগম জিয়া চাপের মুখেও এরশাদের মন্ত্রী সভায় যাননি। এরশাদ বলেছিলেন, আপনি প্রধানমন্ত্রী হন, আমি রাষ্ট্রপতি হব। কিন্তু খালেদা জিয়া রাজি হন নি। ওয়ান ইলেভেনের নায়করাও খালেদা জিয়াকে বলেছিল আমরা আপনাকে ক্ষমতায় আনব, আমাদের কিছু করা যাবে না। কিন্তু খালেদা জিয়া রাজি হন নি। ফ্যাসিষ্ট হাসিনা সে সুযোগ নিয়েছে। প্রবাসীদের ক্ষেত্রে মূল্যায়ন করা হয় না উল্লেখ করে তিনি আরো বলেন, এখানে আমরা যারা আছি বেশির ভাগই আদুভাই। বিভিন্ন কমিটির নেতারা একই জায়গায় আছি। আমাদের আর যাওয়ার তেমন কোন জায়গা নেই। ছোট ভাইরাই এখন ঢাকায় অনেক বড় নেতা হয়ে গেছে। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান এখন আমাদের মূল্যায়ন করা শুরু করেছেন। অনেকেই প্রশ্ন করে দল করে কি পেলেন। আমি বলি, দল ক্ষমতায় আছে, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে পেয়েছি আর কি চাই। আমরা চাই বাংলাদেশ ভালো থাকুক। স্টেট ডিপার্টমেন্টে যখন লেখা থাকে বাংলাদেশে ভ্রমণ ঝুঁকিপূর্ণ, তখন কি প্রবাসীদের ভালো লাগে? সে অবস্থা আর চাই না।

প্রধান অতিথি সেলিম ভূঁইয়া বলেন, প্রবাসে জাতীয়তাবাদী দল অনেক সংগঠিত ও দলীয় শৃঙ্খলাও ভালো। অনেকের মধ্যে প্রশ্ন আছে প্রবাসীরা দলে মূল্যায়িত হচ্ছে না কেন। সরকার গঠনের পাঁচ মাস হয়ে গেছে এখনো কিছু হয়নি। আপনারা হতাশ হবেন না। প্রধানমন্ত্রীর আপনাদের খেয়াল আছে, মূল্যায়ন করবে। ঢাকায় ১৩ জনকে বিভিন্ন দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আপনারাও পাবেন। সরকার প্রবাসীদের মূল্যায়ন করতে প্রবাসী কার্ড দিচ্ছে। এ কার্ড দিয়ে এয়ারপোর্ট থেকে শুরু করে সব জায়গায় বিশেষ সুবিধা ও মূল্যায়ন পাবেন। আপনাদের যে সমস্যা বাড়িঘর, জমিজমা অন্যরা দখল করে নেয় তা আর হবে না। এ কার্ড নিয়ে থানায় গেলে তারাও থানায় কম্পন শুরু হবে, তারা বুঝবে এ কার্ডের অবমাননা করা যাবে না।

গভর্নরস আইল্যান্ডে বাংলাদেশি আমেরিকান আর্টিস্ট ফোরামের বর্ণাঢ্য আর্টক্যাম্প

৬২ পৃষ্ঠার পর

অনুষ্ঠিত এই আয়োজনে ছিল চিত্রাঙ্কন, শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, শিল্পীদের মুক্ত আড্ডা এবং দর্শনার্থীদের সঙ্গে মতবিনিময়। একই সঙ্গে নিউইয়র্ক ফিল্ম ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় নির্মাতা শামীম আল আমিন নির্মিত একটি প্রামাণ্যচিত্রও প্রদর্শিত হয়। এ বছর 'বিটুইন রিভার অ্যান্ড হারবার: স্টোরিজ দ্যাট ক্যারি আস' শিরোনামে আয়োজিত এই শিল্পপ্রকল্পের স্রষ্টা ও কিউরেটর ছিলেন কাজনার কামাল। নদী, স্মৃতি, অভিবাসন, সংস্কৃতি এবং মানুষের আত্মপরিচয়ের গল্পকে কেন্দ্র করে সাজানো হয় পুরো প্রদর্শনী। শিল্পীদের তুলির আঁচড়ে ফুটে ওঠে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, প্রবাসজীবনের অনুভূতি এবং বহুসাংস্কৃতিক সমাজের নানা বাস্তবতা। বাংলাদেশি আমেরিকান আর্টিস্ট ফোরাম ২০১৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। সংগঠনটি প্রবাসে বসবাসরত বাংলাদেশি শিল্পীদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সৃজনশীল প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করছে। প্রদর্শনী, কর্মশালা, শিল্পী রেসিডেন্সি, মেন্টরশিপ ও যৌথ শিল্পপ্রকল্পের মাধ্যমে তারা নতুন শিল্পীদের এগিয়ে নিতে এবং বাংলাদেশের শিল্প-ঐতিহ্যকে আন্তর্জাতিক পরিসরে তুলে ধরতে কাজ করে যাচ্ছে। আয়োজনে বাংলাদেশের প্রয়াত দুই বিশিষ্ট শিল্পী কালিদাস কর্মকার ও মতলুব আলী-কে বিশেষভাবে স্মরণ করা হয়। তাঁদের আঁকা চিত্রকর্ম প্রদর্শনের মাধ্যমে তাঁদের শিল্পকর্ম ও অবদানকে শ্রদ্ধার সঙ্গে তুলে ধরা হয়। উল্লেখ্য, গভর্নরস আইল্যান্ড আর্টসের 'অর্গানাইজেশনস ইন রেসিডেন্স' কর্মসূচির আওতায় প্রতিবছর মে থেকে অক্টোবর পর্যন্ত বিশ্বের বিভিন্ন শিল্প ও সাংস্কৃতিক সংগঠন ঐতিহাসিক ভবনগুলোতে বিনামূল্যে প্রদর্শনী, শিল্পী রেসিডেন্সি এবং জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত নানা আয়োজন পরিচালনার সুযোগ পায়। বাংলাদেশি আমেরিকান আর্টিস্ট ফোরামও সেই কর্মসূচির অংশ হিসেবে এই মাসব্যাপী শিল্প কার্যক্রম পরিচালনা করছে। কাজনার কামাল, শামীম আরা, শামীম সেলিম, শারমিন সিরাজী, স্বর্ণা ভট্টাচার্য, শামীম সুলতানা, সুজিত কুমার সাহা, সৈয়দ আজিজুর রহমান, তাজুল ইমাম, আরমিনা সরকার, তারিক জুলফিকার, তাসনুভা রহমান, ওয়াহিদ আজাদ, জান্নাত সুলতানা, জেবুন নেসা কামাল, কালিদাস কর্মকার, মতলুব আলী, আবীর আজাদ, আসমা মিয়া, আজমীর হোসেন, বার্নিশা আজম, বশিরুল হক, বিশ্বজিৎ চৌধুরী, রবি জুলফিকার, দিনা জামান, দীপা দেবনাথ, ফারহানা ইয়াসমিন, কানিজ হুসনা আফরোজ, কাউসার ফেরদৌসী, কারুল আহিল দাস, খুরশিদ সেলিম, কে সি. মং, মোহাম্মদ হাসান রোকন, মোহাম্মদ সৈয়দুল হাসান, মোস্তফা টি. আরশাদ, নাজ হোসেন পলি, নুরুল হক, রহমান নায়েফুর, রোকেয়া সুলতানা, রুদ্র এম.জি. আব্দুল জাহাঙ্গীর, সালমা মিলা কানিজ এবং সৈয়দ এম. হক।

দুই দিনের এই আয়োজন শুধু একটি শিল্প প্রদর্শনী ছিল না; এটি ছিল শিল্পের মাধ্যমে মানুষের সঙ্গে মানুষের সংযোগ তৈরির এক অনন্য উদ্যোগ। প্রবাসে থেকেও বাংলাদেশি শিল্পীরা যে বিশ্বমানের শিল্পচর্চা করছেন এবং নিজেদের সাংস্কৃতিক পরিচয়কে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তুলে ধরছেন, গভর্নরস আইল্যান্ডের এই আয়োজন তারই উজ্জ্বল উদাহরণ।

ব্রুকলিনে গুলিবিদ্ধ বাংলাদেশি ট্যাক্সি চালক নাসির

৬২ পৃষ্ঠার পর

ঘটনা ঘটে।

সদা হাস্যোজ্জ্বল নাসির নিউইয়র্কের বাংলাদেশি কমিউনিটির অতি পরিচিত মুখ। তিনি নিউইয়র্ক মহানগর বিএনপি দক্ষিণের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক, বরিশাল জেলা সমিতির সাধারণ সম্পাদক। তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। প্রত্যক্ষদর্শীর বরাতে জানা গেছে। ঘটনা স্থলে যাত্রী নামাচ্ছিলেন ৫৩ বছর বয়সি নাসির। এসময় তার ট্যাক্সিকে পেছন থেকে ধাক্কা দেয় আরেকটি গাড়ি। তাতে ট্যাক্সির বড় ক্ষতি হয়েছে কি না তা দেখতে নামেন নাসির। এসময় নাসিরের ট্যাক্সি থেকে নামা যাত্রী ধাক্কা দেওয়া গাড়ির চালকের সঙ্গে বাগবিতণ্ডায় জড়ান। তখন তাদের শান্ত করার চেষ্টা করছিলেন নাসির। এ সময় পাশের বাসা থেকে আসা এক ব্যক্তি অতর্কিতে গুলি চালালে তা নাসিরের মুখমণ্ডলের ডানপাশে বিদ্ধ হয়। জরুরি বিভাগের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাকে উদ্ধার করে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যান। তাকে হাসপাতালে নেওয়ার পর অস্ত্রোপচার করা হয়। স্থিতিশীল অবস্থায় রয়েছেন এবং চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে আছেন। ঘটনাস্থলে দীর্ঘ সময় ধরে তদন্ত চালায় পুলিশ। পরে রাস্তায় কাচের টুকরো ছড়িয়ে থাকতে দেখা যায় এবং আশপাশের একটি গাড়ির জানালাতেও গুলির চিহ্ন পাওয়া যায়।

পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, হামলাকারী এরপর হাইটিয়ান হাউজেসের দিকে পালিয়ে যায়। এখনো পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি এবং তদন্ত চলছে।

নিউইয়র্ক স্টেট ফেডারেশন অব ট্যাক্সি ড্রাইভার্সের প্রতিষ্ঠাতা ফার্নান্দো মাতেও বলেন, রুহুল আমিন পরিস্থিতি শান্ত করার চেষ্টা করছিলেন। তিনি একজন সাধারণ পরিশ্রমী মানুষ, যিনি স্ত্রী ও সন্তানদের জন্য জীবিকা অর্জনের উদ্দেশ্যে কাজ করছিলেন। রুহুল আমিন বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে আসেন এবং প্রায় ১৬ বছর ধরে গাড়ি চালিয়ে আসছেন, তিনি কুইন্সের জ্যামাইকায় বসবাস করেন। চালকদের নিরাপত্তার জন্য আরো কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি বলে মনে করেন মাতেও।

নিউইয়র্ক স্টেট ফেডারেশন অব ট্যাক্সি ড্রাইভার্স জানিয়েছে, গত দুই সপ্তাহের মধ্যে কর্মরত অবস্থায় গুলিবিদ্ধ হওয়া এটি দ্বিতীয় চালকের ঘটনা।

সংগঠনটি বলছে, নিউইয়র্কে ট্যাক্সি ও লিভারি চালকদের নিরাপত্তা এখন বড় উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারা প্রতিটি ট্যাক্সি ও ফর-হায়ার গাড়িতে ক্যামেরা বাধ্যতামূলক করার দাবি জানিয়েছে, যাতে ভবিষ্যতে হামলার ঘটনা ঘটলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী দ্রুত সহায়তা পেতে পারে।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয় ও ভাড়া

kw LANDMARK II
KELLERWILLIAMS. REALTY

লাইসেন্স বিহীন কোন ব্যক্তির সহযোগিতায় বাড়ি ক্রয়, বিক্রয় করে প্রতারিত হবেন না, আমরা বিনামূল্যে বাড়ি সংক্রান্ত যেকোন বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকি।

বিঃদ্রঃ আপনি যদি রিয়েল এস্টেট জব করতে চান আপনাকে ১০০% সহযোগিতা করা হবে।

Md. Alamgir Hossain
Associate Broker
75-35 31st Ave, Suite 202
East Elmhurst, NY 11370
Cell : 347-774-6432
Office : 347-846-1200
Email: mdahossain@kw.com

মোঃ আলমগীর হোসেন
লাইসেন্স এসোসিয়েট ব্রোকার
যোগাযোগ:৩৪৭-৭৭৪-৬৪৩২

REAL ESTATE, DIVORCE, IMMIGRATION & SMALL BUSINESS

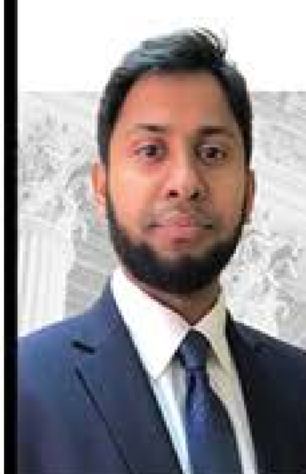

বাড়ি ঘর বা ব্যবসা কেনা/বেচা, তালাকের মামলা, ইমিগ্রেশন, দুর্ঘটনা বা পিছলে পড়া, এবং যাবতীয় অন্যান্য আইনগত সহায়তার জন্য, অভিজ্ঞ কার্যোপযোগী বাংলাদেশী এটর্নির সাথে যুগাযুগ করুন

নিউ ইয়র্কের লাইসেন্সধারী অভিজ্ঞ এটর্নি
Hasan Malik, Esq.
718-433-9243

37-13 74TH ST. FLOOR 2
JACKSON HEIGHTS, NY 11372

ATTORNEY ADVERTISING

জ্যাকসন হাইটস ও জ্যামাইকায় দুই যুগেরও বেশি সময় ধরে প্রবাসিদের নিম্নবর্ণিত সার্ভিস গুলি সাফল্যের সাথে সেবা দিয়ে আসছে

TRANS GLOBAL REAL ESTATE & GLOBAL TAX AND FINANCIAL SERVICES

রিয়েল স্টেট ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস

FLORIDA- ফ্লোরিডায়
জমি ও বাড়ীর মালিক হওয়ার অপূর্ব সুযোগ
Please Call: 929-391-6274
For further inquiry
Jackson Height Office:
37-18-74th Street, 2nd Floor,
Jackson Height, NY 11372
Phone: 718-779-7600
Jamaica, Hollis Office:
184-02 Hillside Ave, 1st Floor,
Jamaica, NY 11432
Phone: 718-779-7600

TAX Services
ট্যাক্স সার্ভিসেস
25 YEARS EXPERIENCED
Please Call:
718 581 6081
347 392 4312
718 779 7600
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
TAX FILING, FAST REFUND
REASONABLE FEES!

REAL ESTATE Services
রিয়েল স্টেট সার্ভিসেস
Global Tax and Financial Services
Year round Tax, Immigration, Real Estate & Multi Services

Cell: 718-581-6081, 718-779-7600
Email: rahmangfs@yahoo.com
Maksudur Rahman
I.R.S Registered Tax Preparer
Jamaica Hollis Office
Jackson Heights Office

আপনি জানেন কি?
পরীক্ষা ও আবেদন ফি ছাড়া আমেরিকার নাগরিকত্ব লাভের সুযোগ রয়েছে। এছাড়া অন্যান্য ইমিগ্রেশন ফরম ও আবেদন ফি ছাড়া আবেদন করার সুযোগ আছে। বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন।

KARNAFULLY TRAVEL INC.
(Approved Travel Agent)

IATA arc Approved

দীর্ঘ দেড় যুগের বেশী
আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

কর্ণফুলি ট্রাভেল

আই এন সি.

Airlines Partners : ALL MAJOR AIRLINES Including Local Domestic Tickets

সৌদি হজ্ব মন্ত্রণালয় অনুমোদিত
উমরাহ্ ট্রাভেল এজেন্ট

প্যাকেজঃ হজ্ব ভিসা ও উমরাহ্ ভিসা

আমাদের সুবিধা

নিজস্ব অফিস থেকে সরাসরি ARC এর মাধ্যমে যেকোন এয়ারলাইন্স এর টিকেট ইস্যু করে থাকি। অফিস সপ্তাহে ৭ দিন খোলা সকাল ১০:০০টা – রাত ১০:০০টা। তুলনামূলকভাবে বছরের যেকোনো সময় অত্যন্ত কমমূল্যে টিকেট প্রাপ্তির নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়।

উমরাহ ভিসা আমাদের অফিস থেকে সরাসরি প্রসেস করা হয়। নিজস্ব হোটেলের মাধ্যমে প্রতি বছর দুই থেকে আড়াই হাজার ওমরা হাজীদের যাবতীয় সেবা দিয়ে থাকি।

718 205 6050, 718 205 6055, 917 691 7721

371673 Street. Suite 201 FR. Jackson Heights NY 11372

E-mail : karnafullytravel@yahoo.com, msalim@karnafullytravel.com

Web: www.karnafullytravel.com

জ্যাকসন হাইটস, উডসাইড এ নিরিবিলি পরিবেশে

বাংলাদেশী ডাক্তার

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Internal Medicine

Geriatric Medicine

শামীম আহমেদ এম, ডি

- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য সুলভে পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারিরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের সম্ভাবনা সম্পর্কে জেনে নিন।
- ভবিষ্যৎ রোগের সম্ভাবনা সম্পর্কে জেনে নিন।

আমরা প্রায় সব ধরণের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি। অফিসে আসার পূর্বে অনুগ্রহ করে ফোন করুন।

35-30, 64th Street, Woodside NY 11377 (Subway E, F, R, N, V, G, 7)

TEL: 718-205-6561

Starling Car Service LLC

Best Choice for your trip

একটি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান

- 24 Hours Service
- Experienced & Professional Driver
- Affordable Price
- Airport Service
- Long Distance - Short Distance Hourly Service
- Special Occasions Service
- Wheelchair Available
- Corporate Transporation

Please Contact:
Md. Kamroul Hasan
President & CEO
718-612-8825

2115 Starling Ave
2nd Fl, Bronx
NY 10462
Tel: 718-612-8825
914-294-1845
Email: starlingcarservice@gmail.com

We arrange Base Letter & Base Affiliate

Amader Service.com

Your Trusted Service Partner

আমাদের সেবাসমূহ

ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট
১. ইভেন্ট ডেকোরেশন
২. ফুড সাপ্লাই
৩. ফটোগ্রাফী
৪. ভিডিওগ্রাফী

হোম সার্ভিস
১. ফার্নিচার সেটআপ
২. ইলেক্ট্রিক্যাল
৩. প্লাম্বিং
৪. রিপিয়ারিং (কনস্ট্রাকশন)
৫. সার্ভিলেন্স ক্যামেরা

অফিস এ্যাডভাইজারী
১. ভিসা প্রসেসিং
২. পাসপোর্ট রিনুয়াল
৩. যেকোন ধরণের ইমিগ্রেশন ফরম
৪. ডিএমভি সার্ভিস
৫. ইবিটি, ফুড ষ্ট্যাম্প, রেন্টাল এসিস্ট্যান্ট
৬. হোম কেয়ার

এছাড়াও আমরা বাংলাদেশে বাড়ি, প্লট, জমি ক্রয়-বিক্রয় করে থাকি এবং আপনার বিল্ডিং ম্যানেজমেন্ট এর দায়িত্ব নিয়ে থাকি।

Get all services you need in one place from professional expart, at home!

এ্যাপসটি ডাউনলোড করে আপনার মোবাইল থেকে সরাসরি অর্ডার করুন।

GET IT ON Google Play | GET IN ON App Store

CONTACT

+1 917 519 1151, +1 929 569 9350, +1 347 659 8410

www.amaderservice.com

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন

STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all Your Professional Photography Like events News Conference Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
MBPS, MIFPO

917-476-6628, 718-371-8334

www.neherphotography.weebly.com

মানুষ মানুষের ভয়ে তটস্থ

১২ পৃষ্ঠার পর

মোবাইল চোর বলে পিটিয়ে মারছিল। এটা কি মানুষের কাজ হোয়েছে? প্রবাসী বাঙালির বাড়ি আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিলি, এটা কি মানুষের কাজ হোয়েছে, গৃহবধূকে দল বেঁধে অত্যাচার কোরে তার ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়াতে ছড়িয়ে দিলি, এটা কি মানুষের কাজ হোয়েছে, বয়োবৃদ্ধকে হোটেল কামরায় তরুণীসহ ধরে ভিডিও কোরে ইউটিউবে প্রচার কোরলি, এটা কি মানুষের কাজ হোয়েছে, অফিসারের গন্ধ নিয়ে ব্যক্তিগত ফোনালাপ তুই ফাঁস করলি, এটা কি মানুষের কাজ হোয়েছে? মিয়া ভাই এই রূপ লিস্টি দিলে সারা রাত শেষ হয়া যাইবো, আমি কোই কি দেশ স্বাধীনের পর, আপনেরা যারা তখন দেশ পরিচালনার দায়িত্ব পাইছিলেন তারা ঠিক মতন নিজেগো দায়িত্ব পালন করেন নাই, তাই দেশে আজ এ্যাতো অনুগতি। আপনেরা ট্যাকা ট্যাকা কোইরা ট্যাকার পেছনে দৌড়াইছেলেন, তার ফলস্বরূপ আইজ বাঙালি জাতিটার বারোটা বাজাইছেলেন। আর অহন কন মানুষ, মানুষের ভয়ে মরছে! তুই যতই বৃদ্ধদের দোষ দে আমি কিছু কমু না, কিন্তু তোরা যে জেন-জি, তোরাও তো টাকার পেছনে সারমেয়র মতো ছুটছিস। তাহলে? তাহলে? তাইলে... !

লেখক : রম্যলেখক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব।

কেউ বাঁচে না গালি থেকে

৭ পৃষ্ঠার পর

বহিঃপ্রকাশেও ব্যবহার করে থাকে। মনোবিজ্ঞানী টিমোথি জে বলেন, গালি হচ্ছে 'এক্সপ্রেসিভ' ভাষা। যার উদ্দেশ্য যুক্তির নয়, আবেগের বহিঃপ্রকাশ। কেউ হাত কেটে ফেললে যেমন চিৎকার করে, তেমনি মনের ব্যথা প্রকাশেও কেউ কেউ গালি দেয়। মনোবিজ্ঞানীদের মতে, গালি মানুষের শরীরে স্ট্রেস হরমোন কমায় এবং ব্যথা সহ্য করার ক্ষমতা বাড়ায়। এক গবেষণায় দেখা যায়, ব্যথা পাওয়ার সময় যারা গালি দেন, তারা তুলনামূলকভাবে ব্যথা বেশি সহ্য করতে পারেন। প্রচলিত গালিগুলোয় বাংলার পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার প্রতিচ্ছবি দেখা যায়। সমাজে প্রচলিত গালিগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যৌনগন্ধি এবং নারীকে অসম্মান করার প্রবণতায় দূষিত। যেমন, একজন পুরুষকে গাল দিতে হলে তার মা বা বোনকে হেয় করেই অপমান করা হয়। শালি, শালা এগুলো মধুর সম্পর্কের নিকটাত্মীয়, সবাইও সম্মানজনক মুরুব্বি আত্মীয়। কিন্তু এগুলো সমাজে হরহামেশার গালি। এর পেছনের কারণ হলো শালি-শালা-সম্বন্ধী এরা সবাই বউয়ের ভাই-বোন। বরের ভাই-বোন অর্থাৎ দেবর-ননদকে কিন্তু, গালি হিসেবে ব্যবহার করা হয় না। শহুরে গালিতে বেশি পাওয়া যায় রাজনৈতিক বা যৌনতার বিষয়কে। গ্রামীণ গালিতে থাকে কৃষিকাজ বা গরিবি নিয়ে বিদ্রূপ। বাঙালির হাস্যরসে গালির একটি বড় ভূমিকা রয়েছে-তা হোক ব্যঙ্গচিত্রে, নাটকে কিংবা কৌতুকনির্ভর সাহিত্যে। সমাজের নৈতিক ও ধর্মীয় মানদণ্ড অনুযায়ী গালিকে সাধারণত 'অশ্লীল' বা 'অভদ্র' বলা হয়। বহু সংস্কৃতিতেই যৌনতা, শরীর, ধর্ম ও নারীত্ব সংক্রান্ত শব্দগুলো 'ট্যাবু' বা নিষিদ্ধ বিষয় হিসেবে বিবেচিত। আসলে, কোনো শব্দের 'অশ্লীল' হওয়া নির্ভর করে সমাজে সেই শব্দের বিপজ্জনক বা গোপনীয় অবস্থান অনুযায়ী। ধর্মীয় শিক্ষায়, মুখে অপমানজনক বা নোংরা শব্দ ব্যবহার করা পাপ। ফলে গালি সমাজে 'বাজে ভাষা' হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। গালি কিছু সময় 'স্ল্যাং' রূপে পরিণত হয়ে ভাষার একটি উপশাখা তৈরি করে, যা নতুন প্রজন্মের মধ্যে জনপ্রিয়তা পায়। তাইতো নতুন প্রজন্ম আনন্দের সময়ও গালি দিয়ে আনন্দের বহিঃপ্রকাশ ঘটায়।

এ ছাড়া গালি অনেক সময় আত্মবিশ্বাস ও প্রতিরোধ গড়ার অস্ত্র হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। বিশেষ করে নিম্নবর্গের বা নির্যাতিত শ্রেণির মধ্যে। গালি শুধু ভাষা নয়, এটি সাংস্কৃতিক উপাদান। বাংলা সিনেমায় গালি ব্যবহারের ইতিহাস শুরু হয় লোকজ ও সামাজিক চিত্রায়ণের মধ্য দিয়ে। আজকের গান বা স্ট্যান্ডআপ কমেডিতেও 'কন্ট্রোলড গালি' এক ধরনের বিনোদন উপাদান হয়ে উঠেছে। ভবিষ্যতে, ভাষা এবং সমাজের সম্পর্ক নতুন রূপ নিলে গালির সংজ্ঞাও বদলাবে। হয়তো তখন গালি শুধুই 'অশালীনতা' নয়, বরং এক ধরনের সাংস্কৃতিক বার্তা হয়ে উঠবে। মজার ব্যাপার হলো, বাংলা ভাষায় এরই মধ্যে 'গালি অভিধান', 'বাংলা স্ল্যাং সমীক্ষা ও অভিধান', 'বাংলা অকথ্য ভাষা ও শব্দকোষ', 'অপরাধজগতের শব্দকোষ', 'যথাশব্দ', 'অশ্লীল লোকছড়ায় সমাজচিত্র', 'ধ্বনি (গালিসংখ্যা)' 'বাঙালনামা'-এ জাতীয় বেশ কিছু বই প্রকাশ পেয়েছে, যা প্রমাণ করে-গালাগালের বিষয়টি পৃথিবীর ঐতিহ্যবাহী সমৃদ্ধ ভাষার মতো বাংলা ভাষায়ও একটি গবেষণাযোগ্য বিষয় হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। তবে, বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলায় গালি দেওয়ার শব্দ এবং চর্চাকারী লোকের সংখ্যা বেশি।

তাহলে ভদ্র ভাষা আর গালাগাল কি এ দেশে পাশাপাশি ধরে চলবে? ভিউ বাণিজ্যের কারণে গালিবাজ অতিথির চাহিদা বাড়তেই থাকবে? না, গলি থেকে ওঠে আসা গালি হয়তো কখনো কখনো রাজপথে রাজ করবে। কিন্তু, সভ্য মানুষের মণিকোঠায় স্থায়ী আসন পাবে না। তবে, আশঙ্কার বিষয়ও আছে। ভদ্র সমাজে উচ্চারণ করা যায় না, এমন শব্দ অবিরত লেখা হচ্ছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। যে কোনো পদধারী মৃত বা জীবিত ব্যক্তিকে গালি দেওয়ার প্রবণতা বাড়ছে। সত্য-মিথ্যা যাচাই ছাড়া, শুধু রাজনৈতিক বা ব্যক্তি স্বার্থে সম্মানিত লোককে গালাগাল করা হচ্ছে। গালি দেওয়া ব্যক্তিকে সাহসী তকমা দিয়ে বীর বানানোর চেষ্টা চলছে। পারিবারিক শিক্ষা আর সাহিত্যকারের শিক্ষকের দীক্ষার অভাব পদে পদে বিপদ ডেকে আনছে।

লেখক: হেড অব নিউজ, আরটিভি।

দেশীয় পুঁজি বিদেশমুখী: দেশীয় বিনিয়োগের ভবিষ্যৎ কী

১২ পৃষ্ঠার পর

শিল্পে কর্মরত ৪০ লাখের বেশি শ্রমিকের অধিকাংশই নারী। আনাম গ্রুপ, ডিবিএল গ্রুপ, স্কয়ার গ্রুপ ও বেক্সিমকোর মতো বড় শিল্পগোষ্ঠীর উদ্যোক্তা পরিবারগুলো কঠোর ব্যবসায়িক শৃঙ্খলা, ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার বাজারে অগ্রাধিকারমূলক প্রবেশাধিকার এবং কয়েক দশকের ধারাবাহিক পুনর্বিনিয়োগের মাধ্যমে বিপুল সম্পদ গড়ে তুলেছে।

বেক্সিমকোর সালমান এফ রহমান বস্ত্র, ওষুধ, গণমাধ্যম ও আবাসন খাত মিলিয়ে একটি কনগ্লোমারেট গড়ে তুলেছেন। তার ব্যবসায়িক যাত্রা দেখায়, শিল্পটির উচ্চাভিলাষী উদ্যোক্তারা দীর্ঘদিন ধরেই একটি বিষয় বুঝেছেন-উৎপাদনের বিভিন্ন ধাপকে একই ছাতার নিচে আনা এবং ব্যবসাকে একাধিক খাতে ছড়িয়ে দেওয়া কোনো বিলাসিতা নয়, বরং টিকে থাকার কৌশল। তবে ২০২৫-২৬ সালে এসে বদলে গেছে এ বহুমুখীকরণের গতি ও ভৌগোলিক পরিধি।

সবচেয়ে দৃশ্যমান পুঁজির স্থানান্তর ঘটছে আবাসন খাতে, বিশেষ করে জিসিসিভুক্ত দেশগুলোয়। নিজেদের সম্পদের কাঠামো পুনর্বিন্যাস করতে চাওয়া দক্ষিণ এশিয়ার ব্যবসায়ী পরিবারগুলোর কাছে দুবাই এখনো দেশের বাইরের সবচেয়ে পছন্দের কেন্দ্র। বাংলাদেশের পুঁজিও এর ব্যতিক্রম নয়। বড় কয়েকটি বস্ত্র শিল্পগোষ্ঠীর দ্বিতীয় প্রজন্মের উত্তরসূরিরা সংযুক্ত আরব আমিরাতে হোল্ডিং কোম্পানি গড়ে তুলেছেন। মূলধনী মুনাফায় কর না থাকা, সুসংগঠিত মুক্তাঞ্চল ব্যবস্থা এবং মধ্যপ্রাচ্য এবং আফ্রিকায় বিনিয়োগ সুযোগের কাছাকাছি অবস্থান তাদের সেখানে আকৃষ্ট করেছে।

এক্ষেত্রে সময়টিও গুরুত্বপূর্ণ। ফোর্বস মিডলইস্টের ২০২৬ সালের সবচেয়ে ধনী আরবদের তালিকায় ৩৭ জন বিলিয়নিয়ার রয়েছেন, যাদের সম্মিলিত সম্পদের পরিমাণ ১৩ হাজার ৮৭০ কোটি ডলার। এক বছরের ব্যবধানে তা ৮ শতাংশ বেড়েছে। এ উত্থান বাংলাদেশের বিনিয়োগকারীদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করছে।

এএইচএস প্রোপার্টিজের মাধ্যমে মাত্র ২৬ বছর বয়সে আব্বাস সাজ্জোয়ানির বিলিয়নিয়ার হয়ে ওঠা উপসাগরীয় অঞ্চলের আবাসন বাজার সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ একটি বার্তা দেয়-এ বাজারে আগেভাগে বিনিয়োগ করা এবং দীর্ঘমেয়াদি, বহু প্রজন্মের পরিকল্পনা নিয়ে এগুলো উদ্যোক্তাদের পুরস্কৃত করে। বাজারটির ওপর নজর রাখা বাংলাদেশের পারিবারিক বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠানগুলোও সেই শিক্ষাই নিচ্ছে।

বেশ কয়েক বছর ধরে অভিযোগ রয়েছে, বাংলাদেশের পোশাকশিল্প মালিকরা বিদেশে রপ্তানি করে আন্তর্জাতিক বৈদেশিক মুদ্রার পুরোটা বাংলাদেশে রি-প্যাট্রিয়েট করে না। বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকেও একই অভিযোগ উঠেছে। এ পরিস্থিতি বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য অশনিসংকেত। এতে অর্থনীতির রক্তক্ষরণ হচ্ছে। বাংলাদেশ সরকার খুবই সীমিত আকারে পুঁজির মালিকদের বিদেশে বিনিয়োগ করার সুযোগ দেয়। এর জন্য প্রয়োজনীয় অনুমোদন নিতে হয়। বণিক বার্তার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশি পুঁজি যে পরিমাণে বিদেশে স্থানান্তরিত হচ্ছে, তা নিশ্চয়ই বাংলাদেশ সরকার অনুমোদন করে না। তাহলে কী করে এত বিশাল আকারে পুঁজির স্থানান্তর ঘটছে?

পুঁজির ধর্ম হলো, যেখান থেকে রিটার্ন বেশি আসে সেখানেই ধাবিত হওয়া। এই সূত্র অনুযায়ী বাংলাদেশের পুঁজির মালিকদের দোষ দেওয়া যায় না। তারা বিদেশে স্বস্তিকর পরিবেশে এবং সুবিধাজনক অবস্থায় তাদের পুঁজি খাটাতে চায়। দেশে বিনিয়োগের সুষ্ঠু পরিবেশ নেই। বিদ্যুৎ ও গ্যাসের সংকট বিদ্যমান শিল্পকারখানাগুলোকে উৎপাদনের বাইরে ঠেলে দিচ্ছে। রয়েছে অনাকাঙ্ক্ষিত নিয়ন্ত্রণের নিগড়। এ পরিস্থিতিতে বাংলাদেশী পুঁজির বিদেশমুখী হওয়া ঠেকানো কঠিন হয়ে পড়ছে। বাংলাদেশি পুঁজি ঘরের বাইরে যেতেই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। প্রশ্ন হলো, দেশে যদি পরিবেশ পরিস্থিতির উন্নতি ঘটে, তাহলে কি পলায়নপর পুঁজি আবার বাংলাদেশে ফিরে আসবে? বণিক বার্তার প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাংলাদেশি পুঁজির বিদেশমুখিতার সূচনা ২০২৬ সালে। এ কথাটি কতটুকু বিশ্বাসযোগ্য? কারণ, আগের বছরগুলোয়ও রপ্তানি আয়ের অংশবিশেষ বাংলাদেশে ফিরে আসেনি।

বর্তমান সরকার বিনিয়োগভিত্তিক প্রবৃদ্ধির কৌশল গ্রহণ করেছে। অবশ্য সব প্রবৃদ্ধিই বিনিয়োগচালিত। এখন যখন বণিক বার্তার প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে, নতুন খাত ও দেশের বাইরের গন্তব্যে ছড়িয়ে পড়ছে বাংলাদেশের পোশাকশিল্পে গড়া পুঁজি ও সম্পদ, তখন দেশের ভেতরে বিনিয়োগ নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়।

ড. মাহবুব উল্লাহ : জাতীয় অধ্যাপক, শিক্ষাবিদ ও অর্থনীতিবিদ।

অদৃশ্য বিষের থাবায় বাংলাদেশ: তেল, চিনি, টুথপেস্টের পর আর কী?

৫ পৃষ্ঠার পর

খাদ্যগ্রেড পাইপলাইন ও প্যাকেজিং নিশ্চিত করতে হবে। তৃতীয়ত, খোলা তেল, খোলা চিনি ও উন্মুক্ত খাদ্য বিক্রির প্রচলিত ব্যবস্থাকে কঠোর নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে।

এর সঙ্গে আরও একটি বিষয় যুক্ত হওয়া জরুরি গবেষণা। বাংলাদেশে মাইক্রোপ্লাস্টিক নিয়ে গবেষণা এখনো সীমিত। অথচ দেশের নদী, মাটি, মাছ, চাল, সবজি, ফল, দুধ, লবণ, মধু এবং পানীয় জলেও একই ধরনের সমীক্ষা এখন সময়ের দাবি। কারণ তেল, চিনি ও টুথপেস্ট যদি দূষিত হয়, তাহলে খাদ্যশৃঙ্খলের অন্য অংশগুলোও সম্পূর্ণ নিরাপদ এমন নিশ্চয়তা দেওয়ার সুযোগ নেই।

তবে এখানে অতিরঞ্জনেরও সুযোগ নেই। বিজ্ঞান এখনো বলেনি যে মাইক্রোপ্লাস্টিক মানেই ক্যানসার, বন্ধ্যত্ব বা নির্দিষ্ট কোনো রোগ। কিন্তু এটাও বলেনি যে এটি সম্পূর্ণ নিরাপদ। ইতিহাস বলে, সিসাযুক্ত পেট্রোল, অ্যাসবেস্টস, ট্রান্সফ্যাট কিংবা কিছু কীটনাশকের ক্ষেত্রেও প্রথমদিকে একই ধরনের অনিশ্চয়তা ছিল। পরে বহু বছরের গবেষণায় সেগুলোর ক্ষতিকর প্রভাব স্পষ্ট হয়েছে। তাই সতর্কতা অবলম্বনই বিজ্ঞানের সবচেয়ে যুক্তিসঙ্গত পথ।

নাগরিকেরও দায়িত্ব আছে। অপ্রয়োজনীয় একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক কমানো, গরম খাবার প্লাস্টিকের পাত্রে না রাখা, নির্ভরযোগ্য উৎস থেকে খাদ্য কেনা এবং প্লাস্টিক বর্জ্য যথাস্থানে ফেলা এসব পদক্ষেপ সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান না হলেও দূষণ কমাতে সহায়ক হতে পারে।

সবশেষে একটি প্রশ্ন থেকেই যায়। বাংলাদেশে যখন একের পর এক গবেষণা খাদ্যে মাইক্রোপ্লাস্টিকের উপস্থিতি প্রমাণ করছে, তখন রাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়া কোথায়? গবেষণাগুলো আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশিত হচ্ছে, কিন্তু সেই তথ্য কি নীতিনির্ধারকদের টেবিলে পৌঁছাচ্ছে? নাকি গবেষণা শুধু গবেষণাগারেই সীমাবদ্ধ থাকবে?

খাদ্যে মাইক্রোপ্লাস্টিক হয়তো আমাদের চোখে পড়ে না। কিন্তু এর বিরুদ্ধে নীতিগত উদাসীনতা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চোখ এড়াবে না। উন্নত দেশগুলো যখন উৎসে দূষণ কমানোর লড়াই শুরু করেছে, তখন বাংলাদেশের সামনে দুটি পথ অপেক্ষা করা অথবা এখনই পদক্ষেপ নেওয়া। ইতিহাস বলে, জনস্বাস্থ্যের প্রশ্নে দেরি করার মূল্য সবসময়ই সবচেয়ে বেশি দিতে হয় সাধারণ মানুষকেই।

লেখক: সিনিয়র সাংবাদিক ও কলামিস্ট।

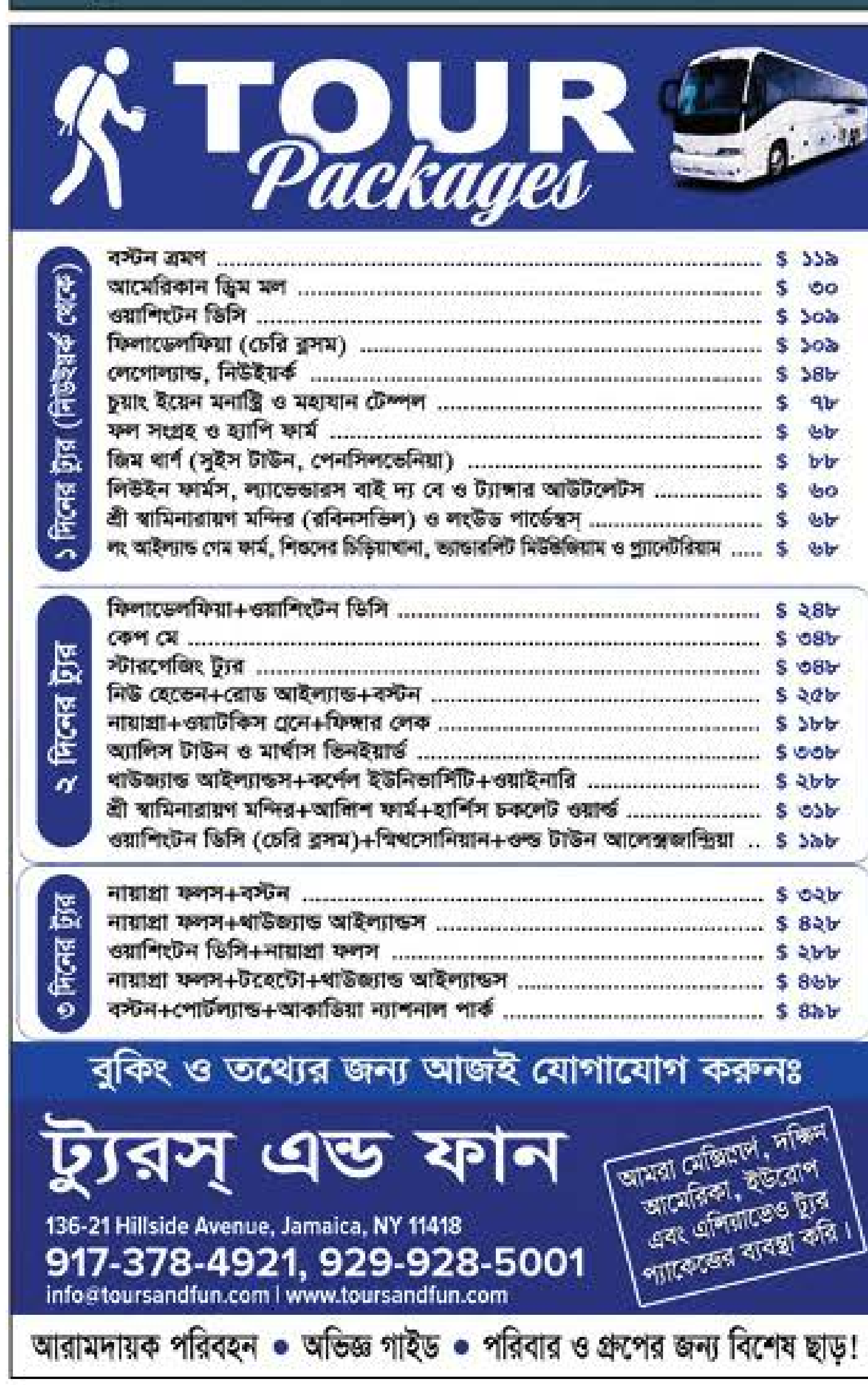

পায়ের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Bangladeshi Foot Specialist

Dr. Sadi Alam

পায়ের কোন সমস্যায় ভুগছেন ?

নিউইয়র্কে বাংলাদেশী চিকিৎসকের পরামর্শ নিন

ডায়াবেটিক রোগীদের ইন্স্যুরেন্সের মাধ্যমে ডায়াবেটিক জুতা দেওয়া হয়।

We Accept Wellcare, Fidelis, Medicare, Metroplus, Healthfirst and other private insurances.

Our Office Locations

- 01 16605 Highland Ave, Suite L-1, Jamaica, NY 11432
- 02 264-02 Hillside Ave, Floral Park, NY 11004
- 03 486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218
- 04 7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372
- 05 7721 101th Ave, Ozone Park, NY 11416
- 06 1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

Phone: 347-509-4470, Fax: (646) 845-1861

আজই আপনার ডাক্তারকে রেফারেলের জন্য জিজ্ঞাসা করুন।

Call for Appointment

ESTD 2017

Tribune Training Academy

Workplace Safety Training School

40-38 75th Street,
Jackson Heights, NY 11373
(718) 790-2664
tribunest@gmail.com
www.tribunest.com

40-HR OSHA/SST: $400

Tribune Training Academy is an outstanding institution with a proven track record of excellence that has made it a top player in the field of safety and technical training. Based in New York City, our esteemed organization has continuously set the standard for quality education through our unwavering commitment to providing the very best in certification training. Below are a list of some of the courses we offer:

- 30 Hour OSHA Training
- 40 Hour OSHA/SST
- 62 Hour Supervisor SST
- 4,16 & 32 Hour Scaffold
- 8-Hour EPA Lead Renovator
- NYS Security Guard License
- Fire Guard/FSD Training
- Work-zone Flagger
- Forklift/Scissor Lift Operator
- Defensive Driving Course

40-HR OSHA/SST: $400 (LIMITED TIME OFFER)

Get your 40-Hour OSHA/SST Training for only $400. This is a limited time offer only and this rate will not be honored once this promotional rate ends.

আমেরিকা তথা নিউইয়র্ক এ একটি গর্বিত বাড়ির মালিক হতে চান?

আমরা স্বাচ্ছন্দ্য মুল্যে বাড়ি ক্রয় বিক্রয়ে নিশ্চয়তা দিয়ে থাকি।

REALTOR MLS EQUAL HOUSING LENDER

KAZI N JALAL
Licensed Sale Agent

ARA REALTY SERVICES INC

A full Service Real Estate Brokerage of Professional Company

158-10 84th DriveJamaica, NY 11432
Email: realtornykazi@gmail.com
Office: 917-417-6766
Cell: 516-439-0156

CHAUDRI CPA P.C.

FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING

Sarwar Chaudri, CPA, MBA

ট্যাক্স একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়
অহেতুক ঝামেলা এড়াতে
অভিজ্ঞ সিপিএ'র তত্ত্বাবধানে
ট্যাক্স ফাইলিং করুন

ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
অডিট, ফাইন্যানশিয়াল স্টেটমেন্ট, বুককিপিং
অ-লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠা, লাইসেন্স ও পে-রোল
আইআরএস এবং নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স সমস্যা সমাধানে অভিজ্ঞ

tax refund

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

Individual and Business Tax
Audit, Financial Statement
Bookkeeping, Non-Profit
Business Setup, Licensing & Payroll
Specialized in IRS &
NYS Tax problem resolution

Finance, Accounting, Tax Filing, Audit & Consulting
(Business & Not for Profit)

JACKSON HEIGHT OFFICE:
74-09 37th Ave, Bruson Building, Suite # 203
Jackson Height, NY 11372, Tel: 718-429-0011
Fax: 718-865-0874, Cell: 347-415-4546
E-mail: chaudricpa@gmail.com

BRONX OFFICE:
1595 Westchester Avenue
Bronx, NY 10472
Cell: 347-415-4546 / 347-771-5041
E-mail: chaudricpa@gmail.com

জব জব হেল্প জব

Job Help Application Processing Service

917-500-3937

OUR SERVICES

- পোষ্টাল জব
- ফেডারেল জব
- স্টেট জব
- এম. টি. এ জব
- সিটি জব
- রেজুমী তৈরী
- কভার লেটার
- সিটিজেনশিপ এপ্লিকেশন প্রসেসিং
- নিউ পাসপোর্ট/রিনিয়্যেল
- ডুয়েল সিটিজেনশিপ
- ফুড স্ট্যাম্প
- ডিজএবিলিটি (SSI)
- সোশ্যাল সিকিউরিটি (SS)
- রিটারম্যান্ট বেনিফিট

Md. Ali
B.Sc. LLB
Chittagong University
Retired Govt. Officer
Bangladesh

148-45, Hillside Ave, 2nd Fl, Suite 204
Jamaica, NY 11435

Phone/Fax: 917-200-6160

জুলাই গণঅভ্যুত্থান ও বৈষম্যহীন শিক্ষাব্যবস্থা

৬ পৃষ্ঠার পর

মানে শুধু বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিত করা নয়; বরং সম্পদের ন্যায্য বণ্টন, অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা, সমমানের শিক্ষার পরিবেশ এবং সবার জন্য সমান সম্ভাবনা নিশ্চিত করা। এই লক্ষ্য অর্জনের প্রথম শর্ত হলো বিদ্যমান বৈষম্যগুলোকে সঠিকভাবে চিহ্নিত ও কার্যকরভাবে মোকাবিলা করা। জুলাই গণঅভ্যুত্থানের মূল চেতনা ছিল বৈষম্যহীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। কিন্তু সেই লক্ষ্য অর্জনের অন্যতম প্রধান বাধা হলো বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় বিদ্যমান কাঠামোগত বৈষম্য। শিক্ষা যদি সকলের জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়, তবে সামাজিক ন্যায়, সমতা ও মেধাভিত্তিক রাষ্ট্র গঠন সম্ভব নয়। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় অন্তত চারটি প্রধান বৈষম্য স্পষ্টভাবে লক্ষ করা যায় অর্থনৈতিক, প্রাতিষ্ঠানিক, আঞ্চলিক এবং বাজেট ও অবকাঠামোগত বৈষম্য।

প্রথমত, অর্থনৈতিক বৈষম্য শিক্ষার সুযোগ ও মানকে ক্রমশ নির্ধারণ করছে। কোচিং সেন্টার ও তথাকথিত "ছায়া শিক্ষা"-র বাণিজ্যিকীকরণের ফলে এ খাতের বাজারমূল্য প্রায় ১৪ বিলিয়ন টাকায় পৌঁছেছে। এই অতিরিক্ত ব্যয় বহন করা দরিদ্র ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের পক্ষে কঠিন। ফলে শিক্ষার গুণগত মান ও প্রতিযোগিতামূলক সুযোগ ক্রমেই অর্থনৈতিক সামর্থ্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে এবং শিক্ষা ধীরে ধীরে একটি জনসেবা থেকে বাজারনির্ভর পণ্যে রূপান্তরিত হচ্ছে।

দ্বিতীয়ত, প্রাতিষ্ঠানিক বৈষম্য শিক্ষাব্যবস্থাকে একাধিক স্তরে বিভক্ত করেছে। ইংরেজি মাধ্যম, বাংলা মাধ্যম এবং মাদ্রাসা- এই তিন ধারার মধ্যে সুযোগ, অবকাঠামো, ভাষাগত দক্ষতা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য বিদ্যমান। ইংরেজি মাধ্যমের অনেক প্রতিষ্ঠানে বার্ষিক ব্যয় ১০ লাখ টাকা পর্যন্ত এবং মাসিক ফি প্রায় ৭০ হাজার টাকা, যা অধিকাংশ পরিবারের নাগালের বাইরে। অন্যদিকে সরকারি বাংলা মাধ্যম বিদ্যালয় ও মাদ্রাসার অনেক প্রতিষ্ঠান অবকাঠামো ও শিক্ষাসামগ্রীর ঘাটতিতে ভুগছে। প্রাথমিক স্তরে নিবন্ধিত এবতেদায়ী মাদ্রাসায় শিক্ষার্থীপ্রতি মাসিক ব্যয় যেখানে মাত্র ১০.৫০ টাকা, সেখানে কিন্ডারগার্টেন বা ইংরেজি মাধ্যমে তা ৫৩১.২৫ টাকা প্রায় ৫১ গুণ বেশি। এই বৈষম্য ভবিষ্যতে উচ্চশিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সুযোগেও অসমতা সৃষ্টি করে।

তৃতীয়ত, আঞ্চলিক ও ভৌগোলিক বৈষম্য এখনও একটি বড় বাস্তবতা। চরাঞ্চল, হাওর, পার্বত্য ও উপকূলীয় অঞ্চলের শিক্ষার্থীরা মানসম্মত শিক্ষা থেকে তুলনামূলকভাবে বঞ্চিত। হাওর অঞ্চলের গড় সাক্ষরতার হার প্রায় ৩৮ শতাংশ; একই সঙ্গে প্রাথমিক স্তরে ঝরে পড়ার হার প্রায় ৪৪ শতাংশ। এসব তথ্য নির্দেশ করে যে শিক্ষাবঞ্চনা শুধু অর্থনৈতিক নয়, একটি সুস্পষ্ট স্থানিক বৈষম্যও।

চতুর্থত, বাজেট ও অবকাঠামোগত বৈষম্য শিক্ষার দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের পথে অন্যতম বাধা। ইউনেস্কো শিক্ষা খাতে জিডিপির ৪-৬ শতাংশ বিনিয়োগের সুপারিশ করলেও বাংলাদেশে দীর্ঘদিন এ হার ১.৫ শতাংশের আশেপাশে ছিল। ২০২৬-২৭ অর্থবছরে তা ২.০০ শতাংশে উন্নীত হওয়া ইতিবাচক হলেও আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের তুলনায় এখনও অপর্যাপ্ত। এর ফলে অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শ্রেণিকক্ষ, গবেষণাগার, গ্রন্থাগার, প্রযুক্তি ও দক্ষ মানবসম্পদের ঘাটতি রয়ে গেছে।

অতএব, বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার বৈষম্য কোনো একক সমস্যার ফল নয়; বরং অর্থনৈতিক, প্রাতিষ্ঠানিক, ভৌগোলিক এবং নীতিগত সীমাবদ্ধতার সম্মিলিত প্রতিফলন। জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সমতা ও ন্যায়বিচারের চেতনাকে বাস্তবে রূপ দিতে হলে এই বৈষম্যগুলো দূর করার জন্য তথ্যনির্ভর, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং দীর্ঘমেয়াদি শিক্ষা সংস্কার অপরিহার্য।

শিক্ষাক্ষেত্রে বিদ্যমান বৈষম্য দূর করতে শুধু প্রতিশ্রুতি বা স্লোগান নয়; প্রয়োজন তথ্যনির্ভর, প্রমাণভিত্তিক এবং প্রযুক্তিসমর্থিত নীতিনির্ধারণ। বৈষম্যের প্রকৃতি, বিস্তার ও কারণ সঠিকভাবে চিহ্নিত না করলে কার্যকর সমাধান সম্ভব নয়। তাই শিক্ষানীতি প্রণয়ন, সম্পদ বণ্টন এবং উন্নয়ন পরিকল্পনায় গবেষণালব্ধ তথ্য, পরিসংখ্যান, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, বিগ ডেটা অ্যানালিটিক্স এবং ভূ-স্থানিক বিশ্লেষণের ব্যবহার বাড়াতে হবে।

গবেষণায় দেখা গেছে, হাওর অঞ্চলে বিদ্যালয়ের দূরত্ব বৃদ্ধি পেলে শিক্ষার্থীদের নিয়মিত উপস্থিতির সম্ভাবনা প্রায় ৫৬ শতাংশ কমে যায়। এ ধরনের তথ্য প্রমাণ করে যে শিক্ষাবঞ্চনা শুধু অর্থনৈতিক নয়; এটি ভৌগোলিক ও অবকাঠামোগত সমস্যার সঙ্গেও গভীরভাবে সম্পর্কিত। তথ্যভিত্তিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে কোথায় নতুন বিদ্যালয় প্রয়োজন, কোথায় শিক্ষক সংকট সবচেয়ে বেশি, কোন এলাকায় ঝরে পড়ার হার উদ্বেগজনক কিংবা কোথায় অবকাঠামো উন্নয়ন জরুরি এসব নির্ভুলভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব। এর ফলে বাজেট, শিক্ষক নিয়োগ এবং শিক্ষাসামগ্রী বাস্তব চাহিদার ভিত্তিতে বণ্টন করা যাবে।

একই সঙ্গে কিছু মৌলিক নীতিগত সংস্কার অপরিহার্য। দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষাকে কার্যকরভাবে মৌলিক অধিকার হিসেবে নিশ্চিত করা, বাংলা মাধ্যম, ইংরেজি মাধ্যম ও মাদ্রাসা শিক্ষার মধ্যে বিদ্যমান বৈষম্য কমিয়ে একটি সমন্বিত শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং উচ্চশিক্ষায় বৃত্তি, গবেষণা অনুদান ও শিক্ষাঋণকে মেধা ও আর্থিক প্রয়োজনের ভিত্তিতে সম্প্রসারণ করতে হবে। পাশাপাশি একটি সমন্বিত জাতীয় শিক্ষা তথ্যব্যবস্থা গড়ে তুলে নিয়মিত তথ্য হালনাগাদ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে নীতিনির্ধারণ নিশ্চিত করতে হবে।

জুলাই গণঅভ্যুত্থানের প্রকৃত চেতনা তখনই বাস্তবায়িত হবে, যখন কোনো শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ তার জন্মস্থান, পারিবারিক আয় বা সামাজিক পরিচয় নয়; বরং মেধা, পরিশ্রম এবং সমান সুযোগের ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে। বৈষম্যহীন শিক্ষাব্যবস্থাই সেই ন্যায়ভিত্তিক, মানবিক ও টেকসই বাংলাদেশের প্রধান ভিত্তি।

২০২৪ সালের জুলাই গণঅভ্যুত্থান কেবল রাজনৈতিক পরিবর্তনের ঘটনা নয়; এটি ছিল সমতা, ন্যায়বিচার ও বৈষম্যহীন বাংলাদেশের প্রত্যাশায় নতুন প্রজন্মের এক ঐতিহাসিক জাগরণ। শহীদ আবু সাঈদ, মুগ্ধ এবং অসংখ্য তরুণের আত্মত্যাগের প্রকৃত মর্যাদা রক্ষা করতে হলে আমাদের একটি ইনসাফভিত্তিক ও বৈষম্যহীন সমাজ গড়ে তুলতে হবে। আর সেই সমাজ নির্মাণের সবচেয়ে শক্তিশালী ভিত্তি হলো শিক্ষা। এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যেখানে কোনো শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ তার দারিদ্র্য, সামাজিক পরিচয় বা ভৌগোলিক অবস্থান নয়; বরং মেধা, পরিশ্রম ও সমান সুযোগের ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে। জুলাই গণঅভ্যুত্থানের চেতনার বাস্তবায়ন শিক্ষাক্ষেত্র থেকেই শুরু হতে হবে, কারণ বৈষম্যহীন শিক্ষা ছাড়া বৈষম্যহীন বাংলাদেশ নির্মাণ সম্ভব নয়।

লেখক: অধ্যাপক, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, এবং জুলাই যোদ্ধা।

LIBERTY REAL ESTATE SCHOOL
NYS Approved Real Estate School

রিয়েলএস্টেটের লাইসেন্স করুন
বছরে লক্ষ ডলার আয় করুন

বিস্তারিত তথ্য এবং ক্লাসের সময় সুচি জানতে কল করুন +1 (929) 393-8620

- SALESPERSON COURSE : 75 HOURS
- CONTINUING EDUCATION : 22.5 HOURS
- BROKER COURSE : 45 HOURS

YOU LEARN :

The easiest way to buy and sell a home
Learn for Being a professional Realtor or for knowledge
Buying and selling a home as an investment
The market price of house goes up and down
Buy for profit, sell for profit (fix-flip)
What to do to buy your own house
Rules of buying and selling properties
Different types of mortgage loans

Jackson Heights Office: 37-22 73rd Street, Suite 2A
Jamaica Office: 167-16 Hillside Avenue
917 781 0647, 929 399 9352
libertyrealestateschool@gmail.com

COOL Multiservices LLC
Real Estate, Tax, Insurance & Consultancy
We Offer Mortgage
Wireless Communication Limo Service

শাহ্ হামজার স্মরণে
বিশ্বাসের উত্তরাধিকার, উৎকর্ষতার ভবিষ্যৎ

১৯৯৯ সাল থেকে কুল মাল্টিসার্ভিসেস এলএলসি আমাদের কমিউনিটির একটি নির্ভরযোগ্য ভরসার নাম। দীর্ঘ এই পথচলায় আমরা সততা, নিষ্ঠা ও পেশাদারিত্বের মাধ্যমে মানুষের আস্থা অর্জন করেছি।
আজ আমরা গর্বের সাথে জানাচ্ছি–আপনার পরিবারের ভবিষ্যৎ আরও নিরাপদ ও সুন্দর করে গড়ে তুলতে আমরা আমাদের সেবার পরিধি ও দক্ষতা আরও বিস্তৃত করেছি।
আপনি যদি ট্যাক্স সংক্রান্ত সহায়তা চান, কিংবা নিজের স্বপ্নের একটি বাড়ির খোঁজে থাকেন–যে দলকে আপনি বছরের পর বছর বিশ্বাস করেছেন, সেই দল আজও আপনার পাশে আছে।

আমাদের প্রধান সেবাসমূহ

* ট্যাক্স প্রস্তুতি ও পরামর্শ
  দ্রুত, নির্ভুল ও সর্বোচ্চ রিটার্ন নিশ্চিত করার জন্য অভিজ্ঞ সহায়তা।
* মর্টগেজ ও ঋণ সমাধান (প্রি এপ্রোভাল)
  সহজ শর্ত, প্রতিযোগিতামূলক সুদের হার ও ব্যক্তিগত গাইডলাইন।
* রিয়েল এস্টেট সেবা
  বাড়ি কেনা বা বিক্রি–বাজার বিশ্লেষণ করে আপনাকে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে সহায়তা।

আপনার স্বপ্নের বাড়ির শুরু এখান থেকেই

প্রথমবার বাড়ি কিনছেন?
আপনাকে আন্তরিক স্বাগতম।
এই প্রক্রিয়াকে জটিল মনে করার কোনো কারণ নেই। আমরা প্রথমবার বাড়ি কিনতে আগ্রহীদের জন্য প্রি-অ্যাপ্রুভালসহ প্রতিটি ধাপে পাশে থেকে সহায়তা করি, যাতে আপনার "স্বপ্নের বাড়ি" বাস্তবে রূপ নেয়।

কুল-এর সাথে যুক্ত হয়ে উপভোগ করুন
২৫ বছরেরও বেশি সময়ের সততা, অভিজ্ঞতা ও পেশাদার সেবার নিশ্চয়তা।

: যোগাযোগ :
১৯৭০১ হিলসাইড অ্যাভিনিউ, হলিস, নিউ ইয়র্ক ১১৪২৩
৭১৮-৮০৩-৮২০০
ইমেইল: coolmultiservicesllc@gmail.com

রাজবাড়ী ডিস্ট্রিক্ট এসোসিয়েশনের বনভোজন সম্পন্ন

শেষের পৃষ্ঠার পর

কোরআন থেকে তেলওয়াত এবং সংগঠনের প্রয়াত সহ সভাপতি (বীর মুক্তি যোদ্ধা) মো. মোকসেদুল মাওলা দুলাল এর রুহের মাগফেরাত কামনা করে দোয়া ও মোনাজাত এবং বেলুন উড়িয়ে উদ্বোধন ঘোষণা করা হয় এসময় সংগঠনের সভাপতি মুহাম্মদ আবিদুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, কনভেনার মোহাম্মদ আব্দুস সালামসহ আরো উপস্থিত ছিলেন সহ সভাপতি মোহাম্মদ এনামুল হক দুলাল, উপদেষ্টা মোহাম্মদ মাকসুদুর রহমান দুলাল, সদস্য সচিব মুস্তাফিজুর রহমান লিটন, যুগ্ম সদস্য সচিব শহিদুল হক রিপন, প্রধান সমন্বয়কারী মোহাম্মদ রনুজ্জুরুল হক শামীম, যুগ্ম সমন্বয়কারী হাফিজুর রহমান এবং সোহানুর রহমান সোহান, সবুজ মন্ডল, নাইম খান, সিরাজুল ইসলাম, মো. বিপ্লব খান, মোঃ মফিজুল হক তুহিন, আসগর আলী, আহমেদ আতিক, মুনিম, লোকমান হোসেন, সাইফুদ্দিন।

সদস্যবৃন্দ এবং বিভিন্ন সহযোগিতায় ছিলেন রুহুল আমিন, সাইফুল ইসলাম, রিয়াজ, মনজুরুল হক, আবুল বাসার, মোয়াজ্জেম হোসেন মিঠু, পাপিন হক , আসিফ ইকবাল, আবির, আরিফ রাকা, আতিকুর রহমান, সোহেল হক, নাহিমা বেগম, লিজা হক ও রুমা হক।এদিনের বনভোজনের প্রধান অতিথিছিলেন আব্দুল কাদের ফাউন্ডেশনের প্রধান আব্দুল কাদের মিয়া ও বিশেষ অতিথি ছিলেন কুষ্টিয়া জেলা সমিতির কর্মকর্তা সাদেক রহমান।এসময় সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে সভাপতি আবিদুর রহমান সকলকে বনভোজনে অংশ নেয়ার জন্য শুভেচ্ছা জানান।

কনভেনার আব্দুস সালাম রাজবাড়ীবাসীদের ও অতিথিদের উদ্দেশে বলেন আমাদের যে কোনো অনুষ্ঠানে আপনাদের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি আমাদের অনুপ্রাণীত করে, তাই আমরা আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞ, আশা করি অদূর ভবিষ্যতেও তা অব্যাহত থাকবে। এছাড়াও প্রধান অতিথি ও অন্যান্য বিশেষ অতিথিরাও রাজবাড়ী সমিতির এই বিশাল সুশৃঙ্খল অনুষ্ঠানের প্রশংসা করেন। এরপর পরই যথারীতি শুরু হয় ছোট ছেলে-মেয়েদের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, প্রাপ্ত বয়স্কদের ফুটবল খেলা। দুপুরের খাবারের পর অনুষ্ঠিত হয় বড়দের কুইজ এবং মহিলাদের বিশেষ আকর্ষণ পিলো পাসিং, এতে প্রায় ২০০ প্রতিযোগীর উপরে অংশ নেয়। পুরু অনুষ্ঠান জুড়ে ছিল গানের আয়োজন এতে গান শুনান আহমেদ আতিক, মিলন এবং সাদিক ইয়াসমিন, শফিউল আলম। শেষ অংশে বিজয়ীদের আকর্ষণীয় পুরুস্কার বিতরণের পাশাপাশি ছিল র‍্যাফেল ড্র ও আকর্ষণীয় পুরুস্কার। র‍্যাফেল ড্র'র প্রথম পুরুস্কার ছিল নিউ ইয়র্ক -ঢাকা -নিউ ইয়র্ক বিমান টিকেট (অথবা ১০০০ ডলার নগদ)।এর পরই এদিনের বনভোজন সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

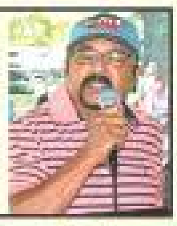

উল্লাপাড়া সোসাইটি'র বনভোজন অনুষ্ঠিত

৬২ পৃষ্ঠার পর

প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে বনভোজনের উদ্বোধনী ঘোষণা করেন। এ সময় উপস্থিত সকলে তালি দিয়ে তাকে উৎসাহিত করেন। সুন্দর ও গোছানো এই বনভোজনে

স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করেন উল্লাপাড়া উপজেলার একদল প্রবাসী। তাদের পরিশ্রমে প্রবাসীরা সুন্দর একটি দিন উপভোগ করলো। এ বনভোজনেই

উল্লাপাড়া সোসাইটির নতুন কমিটি ঘোষণা করা হয়। এতে সভাপতি ও সাধারন সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন যথাক্রমে রফিকুল ইসলাম ও জহুরুল ইসলাম। বনভোজন কমিটিতে আহবায়ক ও সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন সিদ্দিকুর রহমান

লিটন ও এলাহী বক্স তালুকদার। তাদের সহযোগিতা করেন বিদায়ী সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার শামছুল ইসলাম ও বিদায়ী সাধারন সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার শফিউল আলম শফিক। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম, নর্থ বেঙ্গল ফাউন্ডেশন -এর সভাপতি ডা চৌধুরী সারোয়ারুল হাসান, সাধারণ সম্পাদক মোজাফ্ফর হোসেন, রূপসী চাঁদপুর সমিতির উপদেষ্টা ফারুক মজুমদার ও মামুন মিয়াজি। সকাল ১০টায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানকালে উপস্থিত ছিলেন আবু সেলিম রেজা, মনোয়ারুল ইসলাম, মশিউল্লাহ মামুন, আশরাফুল ইসলাম ও আব্দুর রাজ্জাক।

দুপুরের খাবারের পর শিল্পী নান্নু আকন্দের সংগীত সবাই উপভোগ করে। এরপর ক্রীড়া প্রতিযোগীদের পুরস্কার বিতরন করা হয়। পরিচালনা করেন নব নির্বাচিত সাধারন সম্পাদক জহুরুল ইসলাম ও কামরুজ্জামান। ঝালমুড়ি ও চা পরিবেশন করেন মোঃ শফিকুল ইসলাম, প্রান প্রতিম সাহা ও শাহীন মাহমুদ। এই পুরো আয়োজনটির আহবায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন মোঃ সিদ্দিকুর রহমান এবং তার টিম। পরিশেষে নবনির্বাচিত সভাপতি মোঃ রফিকুল ইসলাম এই সুন্দর আয়োজনের জন্য আয়োজকদের এবং বনভোজনে অংশগ্রহনের জন্য অতিথিবৃন্দ ও সদস্যদেরকে ধন্যবাদ জানান।

আয়কর ICOR TAX & CONSULTING

MAXIMIZE YOUR REFUND

CLAIM EVERY CREDIT & DEDUCTION YOU DESERVE

Tax Prep & Consulting Services for Individuals & Businesses

Our Services

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

- Individual Tax Preparation (Form W-2, 1098, 1099 ...)
- Business Tax Preparation (Corporation, LLC, Partnership, Not-for-Profit ...)
- Self-Employed Tax Preparation (Uber, Lyft, Taxi ...)
- Amended Tax Preparation
- Sales Tax Preparation
- Tax Planning & Consulting
- Year-Round Support
  Notary, Immigration, RAPID DIVORCE, Insurance ~7702 Plan, Copy, Scan, Print, E-mail...
- BUSINESS SETUP LLC, INC., Not-for-Profit, Nonprofit...

Notary Public

You Can Trust Us for Accurate, Reliable, and Professional Tax Filing.

30 MINUTES NO OBLIGATION FREE CONSULTATION

Md Mukhter Hossain, CEO
Financial Service Consultant
347-266-3376, 646-651-0945

Nadira Hossain, MA
Tax Assistant
646-651-2787

ICOR Multi Services Inc.
icormultis@gmail.com
7226 Roosevelt Ave, Suite - 201, Jackson Heights, NY 11372

আয়কর ICOR TAX & CONSULTING

PAY LESS TAXES

PROVEN TAX STRATEGIES

The IRS won't tell you which CREDITS & DEDUCTIONS you are missing—but I WILL.

Small Business Owners, Rental Property Owners, Self-Employed Individuals, and Investors...

Discover what you have been overlooking ...

Customize Tax Planning Can Maximize Your Tax Savings

Tax-Advantaged Accounts are Dedicated Savings Vehicles—Specially Designed to Give You and Your Family Extra Tax Benefits in Exchange for Saving Money for Specific Goals- Like: Retirement, Education, Wealth Creation, Financial Security ...

- Retirement Plans - 401(k), IRA, Roth IRA ...
- Education plans - 529 Plan, Coverdell ESA, UGMA/UTMA ...
- Health Savings Account - HSA
- Flexible Savings Account - FSA
- Achieving a Better Life Experience Account - ABLE
- Tax-efficient investment - ETFs, Index Funds ...
- Tax-advantaged investment - Municipal Bond, Treasury Bond ...

INSURANCE LIFE HEALTH DISABILITY

Income Continuation Plan ~7702 Plan – Permanent Life Insurance is a Hybrid Financial Tool / Unique Blend of Financial Protection for you & your business, assets and family / Tax Exempt Financial Asset: MULTI-PURPOSE FUND for you to access for any reason without penalty & taxes - Emergencies, Education, Retirement, Opportunities ... while FINANCIAL SECURITY & TAX-FREE INCOME for your family and loved ones.

Estate Planning : can be used to Equalize Inheritances or Provide Funds For Estate Taxes...

I am a Professional Financial Coach, Tax Advisor, and Licensed Insurance Broker

I am happy to assist you with your Financial Planning, Tax Planning, Budgeting, Debt Management, and Insurance Needs

Md Mukhter Hossain, CEO
Financial Service Consultant

ICOR Multi Services Inc.
7226 Roosevelt Ave, Suite - 201, Jackson Heights, NY 11372
347-266-3376, 646-651-0945 icormultis@gmail.com

HP

HAVEN POINT
HOME CARE INC.
A Home Health Care Consultant

PCA HOME CARE SERVICE

আমরা সর্বোচ্চ রেট পেতে সহযোগিতা করছি

আপনি কি PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদানে সহায়তাসহ হোম কেয়ার সংক্রান্ত সকল প্রকার সহযোগিতা করে থাকি।

ডে কেয়ারের সেবা নিলে পাচ্ছেন সর্বোচ্চ সুযোগ সুবিধা

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন:
470 447 8625
917 519 1151

ডে কেয়ার ও হোম কেয়ার সেবা নিতে আজই যোগাযোগ করুন

1088 Liberty Ave. Brooklyn, NY 11208

First Time in NY

COMMUNITY CONNECT

Scan to Register

Tuesday June 17th, 2025
5.00 PM - 7.30 PM

150 State Street 4 FL
Albany 12207 NY

Speakers

The Next Bangladesh: Powered by its Global Citizens (NRBs)
Quazi M. Ahmed
LLB, MBA (IBA), MA (Japan), IMP (NYU, USA), CISS (Norway)
Global Leadership Trainer & Coach
Founder & President, BOND
CEO, Global Center of Excellence, LLC

Cybersecurity Awarness: Protecting Ourselves and Our Community
Mahbub Rahman
IT Professional & Career Coach
Founder & CEO at Sustain Secure and The Triple Zero LLC

Refreshments will be served

Hosted by
MAJESTIC TOUCH

Organizing Partners
BOND · SUSTAIN SECURE · QUAZI consultants · GLOBAL · EAGLES BOOST · triplezero · CXO GLOBAL ALLIANCE · America TECH

পূর্বাচল মেরিন সিটিতে সাশ্রয়ী মূল্যে প্লট ক্রয় করে বাড়ী নির্মাণের সুবর্ণ সুযোগ

মানচিত্রে প্রকল্পের অবস্থান

যোগাযোগঃ ATM Salah Uddin , Cell: 929-462-2170, Md Mofizur Rahman, Cell: 929-395-3945
Address : 37-18-73rd st. Suite 501, Jackson Heights, NY 11372

PEOPLE N TECH
A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005

EARN 100K TO 200K PER YEAR

- Selenium Automation Testing
- SQL Server Database Administration
- Business Analyst

PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS. 100% JOB PLACEMENT RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.

Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu

Washington University of Science and Technology

Authorized Employment Agency by: NYC Consumer and Worker Protection

Certified Training Institute by:

If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:
info@piit.us 1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448) www.piit.us

US BANGLA TAX & MULTISERVICES INC.
US BANGLA TECHNOLOGY & SUPPLIES INC.
US BANGLA DEVELOPER & PROPERTY INC.

Chandan Gupta
President
347-239-3408

Mostafezur Rahman
Vice President
646-361-0250

Authorized e-file Provider

One Stop Services
37-47 73rd Street, Suite #217
Jackson Heights, NY-11372
Tel :718-255-6783
Fax:718-255-6783
usbanglagroup@yahoo.com

Services : Individual & Business Tax Services, Immigration Services, Loan Modification, Real Estate Property Investment.

আপনার স্বপ্নের বাড়ীটি বেছে নিন

Dream Cottage Realty Inc

আমরাই আপনার এটর্নি, প্রি-অ্যাপ্রুভড লোন সহ সকল ব্যাবস্থা করে থাকি।

শত ভাগ গ্যারান্টি
সবচেয়ে কম রেটের মর্টগেজে
সহযোগীতা প্রদান করা হয়

Fazle Shohag Khan
Licensed Real Estate Sales
Cell: 1-917 770 1341
Office: 1-516 800 5160
e-mail: shohag.khan@hotmail.com

Video & Photo
PRODUCTION
SERVICES
DFC TV
DREAM FRAME CREATIVE
Brand Videos
Event Coverage
Product Demos
Corporate Videos
Video Editing
সোশ্যাল মিডিয়ার জন্য কনটেন্ট দরকার? আমাদের হাতে তৈরি করুন ফাস্ট ও স্মার্টলি!
আমাদের সেবাসমূহ: ইভেন্ট ফিল্মিং (বিয়ে, গায়ে হলুদ, জন্মদিন) কর্পোরেট ও প্রোমোশনাল ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়া ও ইউটিউব কনটেন্ট লাইভস্ট্রিমিং (Facebook, YouTube) ডকুমেন্টারি
ইভেন্ট কভারেজ থেকে কর্পোরেট ভিডিও —সবকিছু এক ছাতার নিচে!
Phone
(646) 457-6732
(929) 498-0979
Website
www.dfcreative.org
Location
Jamaica, NY 11432

We Speak বাংলা, English, हिन्दी العربية
ALAM MEDICAL
লং আইল্যান্ডে ডিয়ার পার্কে
আপনার পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা এখন হাতের নাগালে।
Dr. Rehana Alam
DO, DPM
Board certified family medicine physician
আমাদের সেবাসমূহ :
হেলথ চেকআপ।
দীর্ঘস্থায়ী (ক্রনিক) রোগ নির্ণয় ও ব্যবস্থাপনা (ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ ও অন্যান্য)।
রোগ প্রতিষেধক টিকা প্রদান।
শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্যসেবা।
নারীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও সেবা, যার মধ্যে রয়েছে জরায়ুর ক্যান্সার নির্ণয়ের জন্য প্যাপ স্মিয়ার, গর্ভধারণ পরামর্শ ও মেনোপজ ব্যবস্থাপনা সহায়তা।
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
Contact us 631-778-4048 1755 Deer Park Ave, Deer Park, NY 11729
www.alammedical.com

WIN ZONE Realty Inc.
WIN ZONE REALTY INC.
Licensed Real Estate Broker
Specialist on Residential & Commercial, Bank Own Properties, Short Sale, REO and Loan Modification.
Hard Money Loan Available.
রিয়েল স্টেট লাইসেন্স প্রাপ্ত আমেরিকাতে বাড়ি বেচা-কেনা ও লোন সংক্রান্ত বিষয়ে বহু বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বিশিষ্ট রিয়েল্টর
Somnath Ghosh (SAM)
Licensed Real Estate Agent
Tel: (Direct)
646-597-1760
Office : 81-15 Queens Blvd
2nd FL, Elmhurst, NY 11373
Tel: 718-899-7000
Fax: 516-407-5615
Email:sstreamline@ gmail.com

মর্টগেজ নিয়ে আপনি কি বাড়ী কিনতে চান?
Low Income, No Problem
MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS CORP.
Direct Lender
আমরা ফ্রি পরামর্শ দিয়ে থাকি
★ ট্যাক্সী ক্যাব এবং বিজনেস ওনারদের জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম
★ এক বছরের ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) দিয়ে বাড়ী কিনতে পারেন মাত্র ৫% ডাউন পেমেন্ট
646-920-4799
আপনাদের সেবাই আমাদের লক্ষ্য
ব্যক্তিগত পরামর্শ
ইন্টারেষ্ট রেট কম
ইনভেষ্টমেন্ট
ফ্রি এপ্রোভাল
ফাষ্ট ক্লোজিং
দ্রুত এবং বিশ্বস্ত
139-27 Queens Blvd, Jamaica, NY 11435
Akib Hussain

Empire Care Agency
LHCSA Licensed Home Health Care
PCA / HHA SERVICE
WHY CHOOSE US?
We Pay The Highest Rate
Our Experienced Nurse Will Advocate for your more Hours
হোম কেয়ার সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন
আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট দিয়ে থাকি
OUR SERVICES
Skilled Nursing
Home Health Aides
Medicaiton Remindrs
Meal Preparation
Personal Care
Light Housekeeping
$23
Per Hour Giver to PCA & HHA Care Giver
WE SPEAK BANGLA, HINDI, URDU, PUNJABI, SPANISH
NURUL AZIM
CEO
516-451-3748
119-40 Metropolitan Ave
Suite 101C, Kew Gardens
NY 11415
516-900-7860
Fax: 212-381-0649
Empirehcam@gmail.com

ঈদ উপলক্ষে
10%
DISCOUNT
DUO NEST
REAL ESTATE TUTORING CENTER
নিউ ইয়র্কে আপনার রিয়েল এস্টেট ক্যারিয়ার শুরু করুন
কোন অভিজ্ঞতার প্রয়োজন নেই!
DUO NEST REAL ESTATE TUTORING- এ, আমরা আপনার লাইসেন্স পাওয়ার প্রক্রিয়া সহজ এবং ঝামেলামুক্ত করে তুলি
কেন রিয়েল এস্টেট লাইসেন্স নেবেন?
দ্রুত একটি নির্ভরযোগ্য আয় উপার্জন করুন।
নিউ ইয়র্কের ক্রমবর্ধমান রিয়েল এস্টেট বাজারে একটি সম্মানিত ক্যারিয়ার তৈরি করুন।
স্বাধীনভাবে বা নেতৃস্থানীয় রিয়েল এস্টেট সংস্থাগুলির সাথে কাজ করুন।
ধাপে ধাপে আর্থিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করুন।
আপনার সাফল্যের মাধ্যমে আপনার পরিবারকে গর্বিত করুন।
শক্তিশালী ইংরেজি দক্ষতা নেই? কাজের অভিজ্ঞতা নেই?
কোন চিন্তা নেই আমরা আপনাকে প্রতিটি ধাপে গাইড করার জন্য এখানে আছি।
আমাদের সুযোগ ও সুবিধা
এককালীন পেমেন্ট, কোন এক্সট্রা ফি নেই।
আপনি পাশ করে লাইসেন্স পাওয়া না পর্যন্ত অগণিত ক্লাস।
দ্রুত শেখার জন্য ব্যক্তিগত ১-অন-১ কোচিং
পরীক্ষায় আত্মবিশ্বাস বাড়াতে প্র্যাকটিস এক্সাম
সময় অনুযায়ী অনলাইন বা সরাসরি ক্লাস আপনার সুবিধামতো সময়ে
পরিষ্কার, সহজবোধ্য ইংরেজি ব্যাখ্যা
রিয়েল এস্টেট সম্পর্কিত শব্দ ও নিয়মাবলী সহজ বাংলায় ব্যাখ্যা
Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903
CALL US TODAY TO START YOUR REAL ESTATE CAREER
929-414-7746
929-608-6206
646-508-2434
duonest03@gmail.com
169-24 Hillside Ave, FL 2
Jamaica, NY 11432
www.duonest.us

BANGLADESH SOCIETY INC, NY

Election 2026

আসন্ন বাংলাদেশ সোসাইটি নির্বাচনে আমি স্বতন্ত্র প্রসিডেন্ট পদপ্রার্থী
আপনাদের দোয়া ও সর্মথন প্রার্থী

Independent

President Candidate

Osman A. Chowdhury

নিম্নে বর্নিত এজেন্ডা বাস্তবায়নে ওসমান চৌধুরীর লক্ষ্য

★ বোর্ড অব ট্রাষ্টির চেয়ারম্যান পদে ২ মেয়াদ করতে হবে,
শপথ গ্রহনের সময় পবিত্র ধর্মগ্রন্থ নিয়ে শপথ গ্রহন করতে হবে।

- ✓ নমিনেশন ফি কমানো।
- ✓ বোর্ড অব ট্রাস্টি অবশ্যই জেনারেল মেম্বার দ্বারা নির্বাচিত হতে হবে।
- ✓ এক্সিকিউটিভ কমিটি ২ বছর ট্রাম লিমিট করতে হবে।
- ✓ স্থায়ী শহীদ মিনার প্রতিষ্ঠা করা।
- ✓ লিগ্যাল সার্ভিসের ব্যবস্থা (ইমিগ্রেশন ও বিবিধ)
- ✓ মূলধারার সাথে বাংলাদেশীদের সুসম্পর্ক জোরদার করা।
- ✓ সোসাইটির নেতৃত্বে বাংলাদেশ ডে-প্যারেড এর জন্য আয়োজন করা।
- ✓ সদস্য সংগ্রহ পদ্ধতি পরিবর্তন করা।
- ✓ মেধাবী এবং নতুন প্রজন্মদের সোসাইটির নেতৃত্ব সম্পৃক্তকরণ।
- ✓ ফোন হট লাইন চালু করা।

Please Visit

www.osmanchowdhury.com

Ph: 347-624-9931

f osman chowdhury

g osman chowdhury taxi

US President Bill Clinton

US State Secretary Hillary Clinton

House Speaker Nancy Pelosi

USA 83 Atttorney |Genarel

NY State Governor

USA Senator

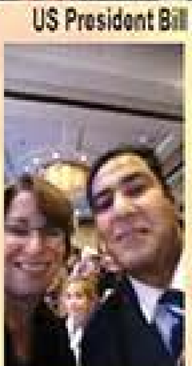
USA Senator

USA Senator

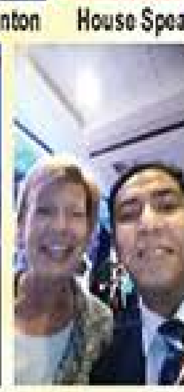
USA Senator

USA Senator

NYS Attotney Genarel

Queens DA

NYC Mayor

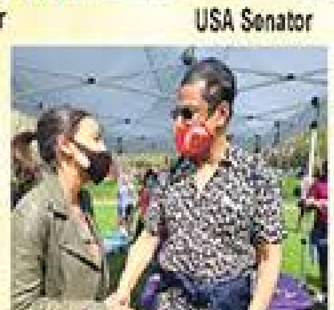
Congress Women

High Official

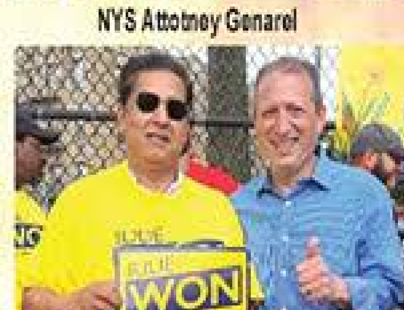

NYC Comptroller

Queens Boro President

NYS Sentor

NYC City Council Member

NYC City Council Member

TLC Chairperson & Mayer Representative

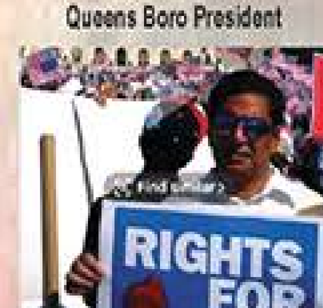

Capital Hill DC

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

জামালপুর জেলা সমিতি অব নর্থ আমেরিকা ইনক

বার্ষিক বনভোজন ২০২৬

VENUE

Kingsland Point Park
Tarrytown Light Kingsland Point Path,
Sleepy Hollow, NY 10591

DATE

9th AUGUST 2026 SUNDAY

বার্ষিক বনভোজন-২০২৬ উদযাপন কমিটি

বেলাল আহমেদ
আহবায়ক
ফোনঃ ৬৪৬ ৬৬২ ৯৩৫৩

মোঃ সাইফুল ইসলাম
সদস্য সচিব
ফোনঃ ৬৪৬ ২৫৮ ৯২৯০

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান
প্রধান সমন্বয়কারী
ফোনঃ ৯২৯ ৩২৮ ৯১৯২

সদস্য
১। মোঃ আতিকুল্লাহ আতিক
২। মোঃ এনামুল ইসলাম খান (বিপ্লব)
৩। মোঃ মশিউর রহমান (সোহেল)
৪। মোঃ হক জনি
৫। শাকিল মাহমুদ (খোকন)
৬। মাহিদ জিয়ান

ধন্যবাদান্তে

মো. আশরাফ হোসেন
সভাপতি
Cell. 646 717 7898

মো. তারেক খান
সাধারণ সম্পাদক
Cell. 347 657 4953

প্রচারেঃ মো. মনিরুজ্জামান

ইসলামে রুজি-রোজগারের বিধান

২৫ পৃষ্ঠার পর

চলতে পারে না। তবে সম্পদের আসক্তি নিষিদ্ধ।' (খুতুবাতে হাকিমুল উম্মত : ৮/১৯৭)।

রিজিক অন্বেষণে করণীয় : রিজিক অন্বেষণে ছয়টি নির্দেশনা মেনে চলা আবশ্যক। যথা-

১. নিয়ত শুদ্ধ রাখা : নিয়ত বিশুদ্ধ হলে সাধারণ কাজও অসাধারণ হয়ে ওঠে। ঠান্ডা পানি পান করার প্রয়োজন। রাসুল (সা.) ঠান্ডা পানি পছন্দ করতেন, তাই পান করছি। এমন সামান্য কয়েক সেকেন্ডের নিয়ত সাধারণ পানি পানকে অসাধারণ করে তুলবে। তেমনি ব্যবসা বা চাকরির ক্ষেত্রে নিয়ত করা, আমার ওপর আমার ও আমার অধীনস্থদের যে হক রয়েছে, তা পূরণের জন্য ও আমার কাজের মাধ্যমে মানুষকে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সর্বোপরি এসব কাজের মাধ্যমে রাসুল (সা.)-এর সুন্নত ও রিজিক অন্বেষণের ফরজ আমল আদায়ের নিয়তে ব্যবসা বা চাকরি করছি। এ নিয়তের পর কোনো আয় না হলেও পরকালের রোজগার হয়ে যাবে।

২. ইসলামের বিধানমতে রিজিক অন্বেষণ করা : রিজিক অন্বেষণ করতে হবে ইসলামের নির্দেশনা অনুযায়ী। সুতরাং সম্পদ ও উপার্জন সংক্রান্ত ইসলামের যেসব নির্দেশনা রয়েছে, সেসব অনুসরণ করতে হবে। সম্পদের জাকাত ও সদকা আদায় করতে হবে। উপার্জন করতে হবে হালাল পন্থায়। হারাম থেকে বেঁচে থাকতে হবে। এরইমধ্যে হারাম উপার্জনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে থাকলে, সত্বর হালাল চাকরি বা উপার্জনের পথ খুঁজে নিতে হবে। বেকার লোকের চাকরি খোঁজার মতো চাকরি খুঁজতে হবে। চলনসই কোনো উপার্জনের ব্যবস্থা হলেই হারাম চাকরি ত্যাগ করতে হবে। চাকরি বা ব্যবসা যদিও হালাল, তবে এতে নিজের অজান্তেই অনেক লুকায়িত হারাম উপার্জন থেকে যায়। এসব লুকায়িত হারাম থেকেও বেঁচে থাকতে হবে। মুফতি মুহাম্মদ তাকি উসমানি বলেন, 'যদি কেউ সর্বদা চিন্তা করে, তার উপার্জনে যেন এক টাকাও হারাম না ঢোকে। তাহলে বিশ্বাস রাখুন, ওই লোক যদি জীবনে কোনো নফল নামাজও না পড়ে, নিয়মিত জিকির-তাসবিও আদায় না করে, বরং নিজেকে হারাম উপার্জন থেকে রক্ষা করে কবর পর্যন্ত চলে যায়, তাহলে ইনশাআল্লাহ সে সোজা জান্নাতে যাবে। আর যদি এমন হয়, হালাল-হারামের কোনো ফিকির নেই। তবে তাহাজ্জুদ মিস হয় না। জিকির-তাসবি নিয়মিত হয়, তাহলে এসব নফল ইবাদত তাকে হারাম উপার্জনের শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারবে না।' (ইসলাহি খুতুবাত : ১০/১৭৪)।

৩. হালাল পেশাকে গুরুত্ব প্রদান : হালাল রিজিক আল্লাহর বিশেষ দান। তাই এর প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করা যাবে না। যখন কারও রিজিক কোনো হালাল পেশার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়, তখন সেটি গুরুত্ব দেওয়া উচিত। চাই সে পেশা যে রকমই হোক না কেনো। নিজ পেশাকে কখনও ছোট করে দেখা যাবে না। আল্লাহর দানকে বিনা কারণে ত্যাগ করা ঠিক নয়। তবে যদি নিজ থেকেই ওই পেশা বন্ধ না হয়ে যায় বা তা বহাল রাখা বিভিন্ন পেরেশানির কারণ হয় বা শরিয়তসম্মত কোনো কারণ থাকে, তবে সে ক্ষেত্রে পেশা পরিবর্তন করা যাবে। বিনা কারণে পরিবর্তন বা পেশার ব্যাপারে গাফেল থাকা ঠিক নয়। রাসুল (সা.) বলেন, 'যাকে কোনো বস্তুর মাধ্যমে রিজিক প্রদান করা হয়, সে যেন তা আঁকড়ে ধরে রাখে।' (কানজুল উম্মাল : ৯২৮৬)।

৪. নিজের প্রাপ্তির ওপর সন্তুষ্ট থাকা : আল্লাহতায়ালা আমাদের জন্য যে রিজিক বরাদ্দ রেখেছেন, তাতে সন্তুষ্ট থাকা। রাসুল (সা.) বলেন, 'কে আমার থেকে ৫টি বিশেষ নসিহত গ্রহণ করবে, এরপর সে অনুযায়ী নিজে আমল করবে বা যে আমল করবে, তাকে শেখাবে?' আবু হুরায়রা (রা.) বললেন, 'আমি প্রস্তুত হে আল্লাহর রাসুল (সা.)!' রাসুল (সা.) আবু হুরায়রা (রা.)-এর হাত ধরে গুণে গুণে ৫টি উপদেশ দিলেন। এর অন্যতম একটি হলো, 'তুমি হারাম বিষয়গুলো থেকে বেঁচে থাকো, তাহলে তুমি মানুষের মধ্যে সবচেয়ে অধিক ইবাদতগোজার বান্দা হয়ে যাবে। আল্লাহ তোমার ভাগ্যে যে রিজিক রেখেছেন, তাতে সন্তুষ্ট থাকো, তাহলে তুমি সবার মধ্যে সবচেয়ে অধিক ধনী হয়ে যাবে।' (তিরমিজি : ২৩০৫)। মূলত ধনী সে-ই, যে অন্যের প্রতি মুখাপেক্ষী হয় না। যার প্রচুর সম্পদ থাকে, সে অন্যের প্রতি মুখাপেক্ষী হয় না। তাই তাকে ধনী বলা হয়। এটি তখনই অর্জন হয়, যখন আমার কাছে যা আছে, তাতেই সন্তুষ্ট থাকার গুণ অর্জন হবে। হাদিসের ভাষায় একে 'কানাআত' বলা হয়। যখন এ গুণ অর্জন হবে, তখনই সে ধনী। সুতরাং কারও কাছে যদি অঢেল সম্পদ থাকে, তারপরও সে অন্যের সম্পদের প্রতি তাকিয়ে থাকে, অমুখাপেক্ষী হয় না, তাহলে সে ধনী নয়। পক্ষান্তরে যার অর্থ-কড়ি কম। তবে নিজের প্রাপ্তির ওপর সন্তুষ্ট থাকে। কারও কাছে হাত পাতে না। তাহলে সে প্রকৃত ধনী। রাসুল (সা.) এ গুণ অর্জনের জন্য দোয়া শিখিয়েছেন, 'হে আল্লাহ! তুমি আমাকে যে রিজিক দান করেছো, এর ওপর আমাকে সন্তুষ্ট ও তৃপ্ত করে দাও। এতে বরকত নসিব করো। আমি যা পাইনি বা হারিয়ে ফেলেছি, এমন সব কিছুর পরিবর্তে আমার জন্য যা কল্যাণকর, তা দান করো।' (মুস্তাদরাকে হাকিম : ১/৪৫৫)।

৫. আল্লাহর সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া : আল্লাহতায়ালা আমার জন্য যে মানের রিজিকের ব্যবস্থা করেছেন, তাতে সন্তুষ্ট থাকা। তাঁর সিদ্ধান্ত সন্তুষ্ট মনে মেনে নেওয়া। অন্যেরটা দেখে কষ্ট না পাওয়া। দুনিয়াতে কারোরই সব আকাঙ্ক্ষা-বাসনা পূরণ হয় না। যত বড় ধনী হোক, তারও কিছু অপূর্ণতা থেকে যায়। তাহলে এখন পথ দুটি- হয় সারা জীবন আফসোস করতে হবে, কেনো অমুক শখটি পূর্ণ হলো না; নয়তো আল্লাহর সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। তবে চেষ্টা না করে তাকদিরকে দোষ দেওয়া যাবে না। চেষ্টা করতে হবে। তারপরও না মিললে সেটার ব্যাপারেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। রাসুল (সা.) বলেন, 'কোনো বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত মোমিন হবে না, যতক্ষণ সে আল্লাহর তাকদির ও ফয়সালার ওপর ঈমান আনবে। সে তাকদির ভালো হতে পারে, মন্দও হতে পারে। বিশ্বাস করতে হবে, যা সে পেয়েছে, তা হাত ছাড়া হওয়ার ছিল না। যা পায়নি, তা পাওয়ার ছিল না।' (তিরমিজি : ২১৪৪)।

৬. রিজিক অন্বেষণে ভারসাম্যতা বজায় রাখা : বৈধ পন্থায় রিজিক অন্বেষণ করা ইসলামে নিষিদ্ধ নয়। এমনকি ব্যবসার পরিধিও বৃদ্ধি করাও নিষিদ্ধ নয়। নিজের প্রাপ্তির ওপর সন্তুষ্ট থাকার অর্থ এই নয়, সম্পদ বৃদ্ধির জন্য কোনো চেষ্টা করা ঠিক নয়; বরং যা আছে, তার ওপরই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। বরং এর আসল অর্থ হলো, যত ইচ্ছে ব্যবসার পরিধি বৃদ্ধি করা যাবে। সম্পদ যত খুশি উপার্জন করা যাবে। তবে পূর্বোক্ত নির্দেশনাগুলো অনুসরণের পাশাপাশি এটিও খেয়াল রাখা জরুরি, তা যেন ভারসাম্য পন্থায় হয়। এমন যেন না হয়, দুনিয়া কামানো নিজের ওপর সওয়ার হয়ে গেছে। এখন দিনরাত শুধু ব্যবসার চিন্তা। পরিবারের হক আদায় করারও সুযোগ হয় না। এত বেশি ব্যতিব্যস্ত যে, কোনো দ্বীনি মাহফিল বা হালকায় যাওয়ারও সুযোগ হয় না। ঘুমেও স্বপ্ন দেখে, আকাশের তারারা একে অপরের সঙ্গে ব্যবসা করছে। নামাজেও ব্যবসার চিন্তা পেয়ে বসে। রিজিক অন্বেষণের এমন চেষ্টা কাম্য নয়। যদিও তা হালাল পথে হোক না কেনো।

রাষ্ট্রীয় জীবনে ইসলামি নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা

২৫ পৃষ্ঠার পর

ইসলাম জিন্দা হোতা হে হর কারবালা কে বাদ।
হোসাইন নিহত হওয়া মূলত এজিদের মরণ
ইসলাম প্রাণ ফিরে পায় প্রতিটি কারবালার পরে।

ইসলামের ইতিহাসে কোনো বিপর্যয় নেই, প্রতিটি বিপর্যয়ের পরেই ইসলামের নতুন প্রাণ শক্তির সঞ্চার হয়েছে, মুসলমানরা ঘুরে দাঁড়িয়েছে। এখন দেখার বিষয়, ইমাম হোসাইন কেন সত্য ও ন্যায়ের জন্য সপরিবারে শহিদ হয়েছেন কিংবা কোন ধরনের ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য তাকে শাহাদতের নজরানা পেশ করতে হয়েছিল। তখন তো নামাজ ঠিকমতই পড়া হতো, রমজানের রোজা সবাই পালন করত, হজও যথানিয়মে অনুষ্ঠিত হতো। মক্কা, মদিনা, কুফা নামেতে তো প্রচলিত ইসলামের বিরুদ্ধে বড় কোনো কিছু হয়নি। এরপরও ইমাম হোসাইনকে প্রথমে মদিনা ছেড়ে মক্কায়, তারপর কুফার উপকণ্ঠে কারবালায় যেতে হলো কেন। তার বিখণ্ডিত মাথা মোবারক কেন অপমানজনকভাবে দামেস্কে ইবনে জিয়াদের সামনে মাটিতে আবার দামেস্কে এজিদের দরবারে রাখা হলো? সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার জন্য কিংবা দ্বীন ইসলামকে জীবিত রাখার জন্য ইমাম হোসাইন শহিদ হয়েছেন বলে যারা বয়ান দেন, তারা এ প্রশ্নটি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করেছেন কিনা জানি না। ইমাম হোসাইন (রা.) ইসলাম, ইসলামি রাষ্ট্র, খেলাফত ও উম্মাহর ভবিষ্যত নিয়ে চিন্তিত ছিলেন, যে বিপদের ঘনঘটা তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন, অন্যরা তা দেখতে পাননি। ইমামের সেই উৎকণ্ঠা ছিল খেলাফতের সর্বোচ্চ আসন, উম্মাহর জাতীয় নেতৃত্ব এমন কোনো পাপাচারী, অযোগ্য স্বৈরাচারির হাতে ন্যস্ত হওয়ার ঝুঁকি, যে আল্লাহ ও রাসুল নির্ধারিত হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল গণ্য করার ব্যাপারে বেপরোয়া ছিল। এজিদের মতো অযোগ্য পাপাচারি লোক খেলাফতের মসনদ দখল করবে আর রাসুলের নাতি তার হাতে হাত রেখে আনুগত্যের শপথ নেবে তা হতে পারে না। খাজা মুঈন উদ্দীন চিশতি (রহ.) ঠিকই বলেছেন-

সর দাদ ন দাদ দস্ত দর দস্তে এজিদ
হক্কা কে বেনায়ে লা ইলাহাস্ত হোসাইন।
তিনি মাথা দিয়ে দিয়েছেন তবু এজিদের হাতে হাত দেননি
সত্যিই হোসাইন হলেন ইসলামের ভিত্তি মাপকাঠি।

বস্তুত ইমাম হোসাইনের লক্ষ্য ছিল, সমাজের সর্বোচ্চ স্তরে ইসলামি নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা। রাষ্ট্রপ্রধান হতে হবে ইসলামের নীতিকথার অনুসারী, নচেত তাকে মান্য করা যাবে না, তার প্রতি সমর্থন, আনুগত্যের হাত বাড়ানো যাবে না। এই বার্তা ইমাম হোসাইন দিয়ে গেছেন আশুরা আন্দোলনে কারবালা প্রান্তরে নিষ্ঠুরভাবে শাহাদতের নজরানা পেশ করে। আল্লাহ বলেন, 'হে মোমিনরা, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো এবং রাসুলের আনুগত্য করো আর তোমাদের মধ্যে যারা উলুল আমর (নৈতিক কর্তৃত্বের অধিকারী) তাদের আনুগত্য করো।' (সুরা নিসা : ৫৯)। আল্লাহ ও রাসুলের আদেশ নিষেধ পালনের উদ্দেশ্যে যিনি রাষ্ট্রক্ষমতা বা জাতীয় জীবনের সবকিছু নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব নেবেন তিনিই উলুল আমর। বর্তমানে উলুল আমরের আনুগত্যের চেতনা আমরা নিছক ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক পর্যায়ে নামিয়ে এনেছি। অথচ তা ইসলামের আদর্শিক কর্মপন্থার পরিপন্থি।

জাতীয় জীবনে একজন ধর্মপ্রাণ নেতার গুরুত্ব কতটুকু, তা সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহে আবার প্রমাণিত হয়েছে। আমেরিকা তার দোসর ইসরায়েলকে নিয়ে ইরানের ওপর হামলা করে গত মাসে। প্রথম দিনেই ইরানের প্রথমস্তরের অন্তত ৬০ জন সামরিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতা এ হামলায় নিহত হয়। কিন্তু ইরানের ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ খামেনির ডাকে ইরানিরা আবার ঘুরে দাঁড়ায়। একদারে পতনের দ্বারপ্রান্তে উপনীত ইরান ১২ দিনের যুদ্ধে ইসরায়েলকে পর্যুদস্ত করে, তেলআবিব ও হাইফা তছনছ করে দেয়। কাতার, সিরিয়া, ইরাকের মার্কিন ঘাটিতে হামলা চালিয়ে আমেরিকার গালে চপেটাঘাত লাগায় এবং আগ্রাসী শক্তিকে পরাজয়ের তিক্ত স্বাদ আস্বাদন করতে বাধ্য করে।

ইসলামের প্রচার প্রতিষ্ঠা ও মুসলিমজাতির ইহ-পরকালীন জীবনে নেতৃত্বের এই গুরুত্ব অনুধাবনের জন্য একটি আয়াতের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আল্লাহ বলেন, 'স্মরণ করো, যেদিন আমি প্রত্যেক মানুষকে তার নেতাসহ আহ্বান করব।' (সুরা বনি ইসরাইল : ৭১)। তার সংক্ষিপ্ত ও সরল অর্থ হলো, যে লোক দুনিয়ার জীবনে যাকে নেতা হিসেবে মান্য করে চলবে, কিয়ামতের দিন সেই নেতার সঙ্গেই তার হাশর হবে। এখন চিন্তা করুন, আমরা দুনিয়ার জীবনে কাকে নেতা হিসেবে মান্য করছি, কার অনুসৃত আদর্শ অনুসরণ করছি, কার সঙ্গে ভালোবাসার সম্পর্ক স্থাপন করছি? আখেরাতে তার যে পরিণতি হবে, সেই পরিণতি ভোগ করতে পারব কিনা।

মসজিদে নববিতে নবীজি (সা.) নামাজে আসছেন, মসজিদে অপেক্ষমাণ সবাই সচকিত। কিন্তু এক সাহাবি মাথা নিচু করে কী যেন ভাবছিল। নবীজি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কী নিয়ে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন তুমি। সাহাবি জবাব দিলেন, হে আল্লাহর রাসুল, 'কিয়ামত কখন হবে।' নবীজি এগিয়ে গেলেন, জামাত কায়েম হলো। নামাজ শেষে তিনি লোকটিকে ডাকলেন। ভয়ে তো তার পিলে চমকে যাওয়ার অবস্থা। এই প্রশ্নে কোনো বড় ভুল হয়ে গেল নাকি। নবীজি প্রশ্নটি আবার জিজ্ঞাসা করার পর পাল্টা প্রশ্ন করলেন, তুমি যে কেয়ামত কবে জানতে চেয়েছ, আমাকে বলো, এর জন্য তুমি কী কী প্রস্তুতি গ্রহণ করেছ। উৎসুক সাহাবিরা উৎকণ্ঠিত। সাহাবি বিনয়ের সঙ্গে আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসুল, কিয়ামতের প্রস্তুতি বলতে বেশি বেশি নামাজ রোজার কোনো সঞ্চয় আমার কাছে নেই। তবে একটি বিষয়ে আশায় বুক বেঁধে আছি। তা হলো, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে ভালোবাসি। সবাই নবীজির পবিত্র জবানের দিকে তাকিয়ে আছেন, কী উত্তর দেন। তিনি বললেন, 'তুমি যাকে ভালোবাস তার সঙ্গেই তোমার হাশর হবে।' (বোখারি)। হাদিসের বর্ণনাকারী আনাস (রা.) বলেন, 'সেদিন মদিনার ঘরে ঘরে, অলি-গলিতে ঈদের আনন্দের জোয়ার বয়ে যায়। কারণ, নবীজির উক্তিতে সুসংবাদ ছিল মদিনাবাসীর জন্য। তারা নবীজিকে প্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছেন। নবীজির জন্য যুদ্ধবিগ্রহ নানা হুমকি মাথায় পেতে নিয়েছেন। এখন এই ভালোবাসার প্রতিদানের নিশ্চয়তা পেলেন। তা হলো, মৃত্যুর পর পরকালেও তারা নবীজির সঙ্গে থাকতে পারবেন।

UCS Ultra Credit Solutions Inc.

CREDIT REPAIR
ক্রেডিট রিপেয়ার

আমাদের সেবাসমূহ:
পাবলিক রেকর্ড, কালেকশন একাউন্ট,
ব্যাংকক্রাপসি, ডেবট সেটেলমেন্ট,
লেট-পেমেন্ট, স্টুডেন্ট লোন,
মেডিক্যাল বিল ও কার রিপজিশানিং রিমুভাল।
(এটি একটি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান)

Public Record Removal, Collection Removal
Bankruptcy Removal, Debt Settlement, Debt Elimination

929-386-6426
929-386-4705

3716 73rd Street, Suite. 302-B (3RD FLOOR)
JACKSON HEIGHTS, NY 11372
34-18 Northern Blvd, Suite#5/14
Long Island City, NY 11101 (বাংলাদেশ কনস্যুলেট অফিসের উপর তলায়)
www.ultracreditsolutions.com

MITU DISABILITY CENTER

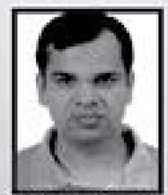
RONJAN (Consultant)
646-730-8416

JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET
$500-$2500 PER MONTH
State Disability (TANF) • Federal Disability (SSI, SSDI)
Citizenship Without Exam N-648 Waiver
Personal Injury • Divorce • Bankruptcy • Immigration
Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Loan Modification • Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন
* স্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।
এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমিগ্রেশনের বিষয়ে সাহায্য করা হয়।

37-47 73 St. #215, Jackson Heights NY 11372
TEL: 718-701-2666

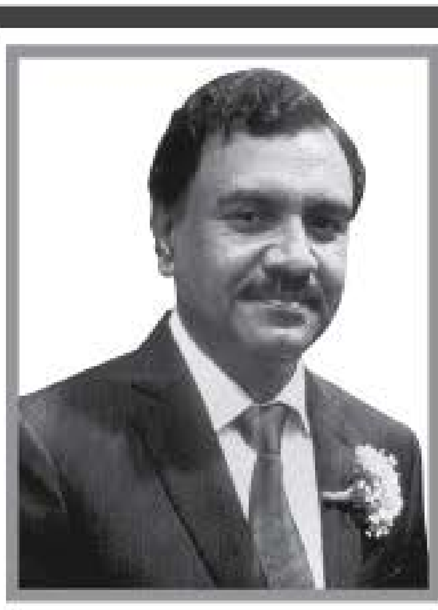

ডাঃ গোবিন্দ পাল
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Attending Physician
Wyckoff Heights
Medical Center

Gobinda Paul M.D., F.A.C.P.
Board Certified in Internal Medicine

- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য সুলভে পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারিরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের সম্ভাবনা সম্পর্কে জেনে নিন।
- বয়সভিত্তিক বিভিন্ন রোগের টিকা দিয়ে ভবিষ্যতে নিরাপদ থাকুন।

আমরা প্রায় সব ধরণের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি। অফিসে আসার পূর্বে অনুগ্রহ করে ফোন করুন।

GOBINDA PAUL PHYSICIAN P.C.
An Ideal Healthcare Unit for Curative and Preventive Medicine

Visiting Hours: Mon-Fri : 6PM-9PM
Sat or Sun : 9AM-2PM

87-38 168 Pl, Jamaica, NY 11432
P: 718-874-0076, F: 718-841-7499
E-mail : GobindaPaul.PC@outlook.com

মহিলা দাঁতের ডাক্তার
NAEEMA BHUIYA, D.D.S
নাঈমা ভূঁইয়া, ডি.ডি.এস
Program Director, Department of Dentistry, Lincoln Hospital

* রেফারেন্সের প্রয়োজন নেই। সরাসরি চলে আসুন
* আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করি
* স্বল্প মূল্যে দাঁতের সবধরনের চিকিৎসা করা হয়

87-48, 168 Street, Jamaica, NY 11432
Tel: 718-206-0601, Fax: 718-206-0603

রুমী ডেন্টাল ল্যাব

কোন প্রকার মেটাল বা মেটালিক তার ছাড়া আরামদায়ক ও উন্নতমানের দাঁত(Unbreakable, Flexi,Soft & Latest Denture) তৈরী করা হয়।

আবু হক
(সার্টিফাইড ডেন্টাল টেকনোলজিষ্ট)
২৫ বছরের অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

Princeton Court Building
35-06, 73rd St. #3H, Jackson Heights, NY 11372
(Bet. 35th & 37th Avenue)
Tel: 718-414-4760

USR BROKERAGE CORP.

আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স করে থাকি

★HOME ★BUSINESS ★AUTO ★WORKERS' COMPENSATION

MULTI-CARRIER ACCESS:
ALLOWS US TO COMPARE PRICES
FROM MULTIPLE CARRIERS.

MD ABDUR ROUF
President
Electrical and Computer Engineer NYIT, NY
Cybersecurity and Cyber Insurance Specialist
Licensed Property and Causality Insurance Broker

+1 (646) 270 4861, +1 (631) 565 4334
usrbrokerage.com | a.rouf@usrbrokerage.com, info@usrbrokerage.com
37- 21 72 Street, Suit # 2, Jackson Heights, New York 11372

Investors wanted

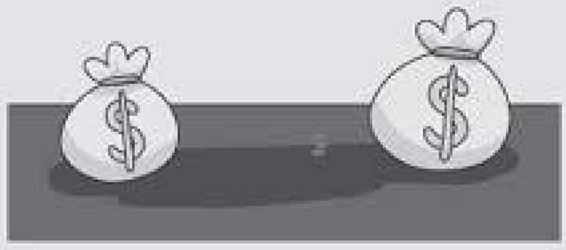

Entertainment Ventures
40% Returns on your Money in 9 Months

BAVLS Media Group

Please call for more information
(929) 900-9196

হোমিও চিকিৎসা

এস.কে.শর্মা
D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন। আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *এ্যাজমা *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন *premature Ejaculation *Low Libido * Impotence *পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা	আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal
72-08 Broadway, Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804
BUSINESS HOURS: MONDAY-SATURDAY 11:30AM-8PM, SUNDAY CLOSED

ঘরে বসে আয় করুন

আপনার কি বাবা, মা, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব কিংবা প্রতিবেশী অসুস্থ?

তাহলে এক্ষুনি আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে সর্বোচ্চ ইনকামের নিশ্চয়তা দিচ্ছি।

যোগাযোগ : ৯১৭ ৫১৯ ১১৫১

জাতিসংঘে বাংলাদেশের 'শান্তি ও সহাবস্থানের সংস্কৃতি' প্রস্তাব গ্রহণ

৩ পৃষ্ঠার পর

তিনি প্রস্তাবটি নিয়ে গঠনমূলক সম্পৃক্ততা ও ব্যাপক সমর্থনের জন্য সদস্য রাষ্ট্রগুলোর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং বিভাজনের পরিবর্তে সংলাপ, সংঘাতের পরিবর্তে সহযোগিতা এবং অসহিষ্ণুতার পরিবর্তে পারস্পরিক বোঝাপড়াকে এগিয়ে নিতে সম্মিলিত প্রচেষ্টা জোরদারের আহ্বান জানান।

বাংলাদেশের উদ্যোগে ১৯৯৯ সালে প্রথম গৃহীত এ প্রস্তাবটি গত প্রায় আড়াই দশক ধরে জাতিসংঘে 'শান্তি ও সহাবস্থানের সংস্কৃতি' এজেন্ডা এগিয়ে নেওয়ার অন্যতম প্রধান ভিত্তি হিসেবে কাজ করে আসছে। বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা, সহনশীলতা, সংহতি ও অহিংসার মূল্যবোধকে সমুন্নত রাখার পাশাপাশি এটি সংঘাত প্রতিরোধ, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিতকরণ এবং বহুপক্ষীয় সহযোগিতা জোরদারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

এস্টোরিয়া ফ্রেন্ডস সোসাইটির নতুন কমিটি গঠন

৩ পৃষ্ঠার পর

কমিশনার ও বিদায়ী সভাপতি আবুল বাশার মিলন 'আজহার-ফেরদৌস' প্যানেলকে (২০২৬-২০২৭) নির্বাচিত ঘোষণা করেন এবং নব নির্বাচিত কমিটির কর্মকর্তাদের উপস্থিত এস্টোরিয়া ফ্রেন্ডস সোসাইটির সদস্যদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। এসময় নির্বাচন কমিশনার টি মোল্লা ও মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ সেলিম উপস্থিত ছিলেন।

নির্বাচন অনুষ্ঠানের পূর্বে সংগঠনের বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সংগঠনের বিদায়ী সভাপতি আবুল বাশার মিলন সভাপতিত্ব করেন এবং সাধারণ সম্পাদক ফেরদৌস আলম ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এম এম জিল্লাহ সাধারণ সভা পরিচালনা ও বিগত কমিটির ২০২৫-২০২৬ সালের আর্থিক হিসাব প্রদান করেন।

এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা আবু তালেব চৌধুরী চান্দু, উপদেষ্টা টি মোল্লা, সিনিয়র সহসভাপতি মনিরুল ইসলাম, মামুন বেপারী, আহসানুল ইসলাম শিমুল, মোমেন সরকার, মাহমুদুল হাসান, নজিবুল ইসলাম, মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ সেলিম, ইরশাদ আলি, মির জাকির, আনোয়ার হোসেন, শফিকুল ইসলাম, সাবেক শিক্ষক নেতা আবুল কাশেম, জিয়াউল হক বিপুল, আবিদুর রহমান সেন্টু, মুমনা আহমেদ, তাহমিনা নুপুর, সোনিয়া হক ও শারমিন আহমেদ সহ এস্টোরিয়া ফ্রেন্ডস সোসাইটির নেতৃবৃন্দ ও এস্টোরিয়ার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

নবনির্বাচিত সভাপতি আজহারুল ইসলাম খোকা ও সাধারণ সম্পাদক ফেরদৌস আলম ভূঁইয়া সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন ও সবার সহযোগিতায় এস্টোরিয়া ফ্রেন্ডস সোসাইটিকে গতিশীল, দায়বদ্ধতা, নিরপেক্ষ ও সততার সাথে পরিচালনা করার আশ্বাস দেন।

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকা সাটফিনের কাছে ১৪৪ স্ট্রিট ও Tuskegee Airmen Way ১ বেডরুম/ ২ বেডরুম জুলাই মাস থেকে ভাড়া দেয়া হবে

যোগাযোগ : (টেক্সট/ফোন)

৯২৯-৪৩৫-৭১৯৪

Air Train, E, J, Z ও LIRR ট্রেন স্টেশন থেকে ১৫ মিনিট ওয়াকিং ডিস্টেন্স। মসজিদ আল-কুবা থেকে ১ ব্লক আগে

জ্যাকসন হাইটসে বাংলাদেশীদের দ্বারা পরিচালিত ড্রাইভিং স্কুল

কেন সবাই আমাদের ড্রাইভিং স্কুলে শিখতে চায়

সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

- আমাদের ফি যুক্তিসঙ্গত এবং সেবা অতুলনীয়
- মহিলা পুরুষ ও বয়স্ক সবার প্রতি সমপরিমাণ যত্ন নিয়ে শিখিয়ে থাকি
- আমাদের সব প্রশিক্ষক NYS Instructor License প্রাপ্ত এবং খুবই ধৈর্যশীল।
- আমাদের স্কুলে পাশের হার সবচেয়ে বেশী
- প্রতি সপ্তাহের অধিকাংশ আমরা প্রাক্তন ছাত্র/ছাত্রীর রেফারেন্স থেকে পাই
- আপনি যদি আমাদের সেবায় সন্তুষ্ট হন তবে, অন্যজনকে বলুন আর যদি সন্তুষ্ট না হন তবে আমাদেরকে বলুন

অন্য ড্রাইভিং স্কুলের প্রচারণায় বিভ্রান্ত হবেন না। আমাদের প্যাকেজ টাকা একই মূল্যে পাচ্ছেন পাঁচ ঘন্টার ক্লাসের সার্টিফিকেট যা অন্যখানে পাচ্ছেন না।

৩৩০ ডলারে পাচ্ছেন

★ ৩টি রোড লেসন,
★ রোড টেস্টের দিন গাড়ী
★ পাঁচ ঘন্টার (5 Hours) ক্লাস
★ অতি অল্প মূল্যে গাড়ী ইন্সুরেন্স করে থাকি Defensive Driving Class দেয়া
★ নতুন অটোমেটিক গাড়ী (A/C) সহ

● অত্যন্ত সহজ উপায়ে পার্কিং শিক্ষা
● আপনার সময়ই আমাদের সময়

যোগাযোগ : অভিজ্ঞ ইনস্ট্রাক্টর রহমান 917-378-0353

Full Insured & Licensed by New York State

PUPIL DRIVING SCHOOL

37-16 73rd Street (Suit#201) 2nd Floor, Jackson Heights, NY 11372

JOY TECH ELECTRONICS & COMPUTER

সেলস এবং রিপেয়ার

Laptop এবং Desktop কম্পিউটার রিপেয়ার।
Cellphone, TAB, iPad রিপেয়ার ও আনলক করা হয়।
GSM আনলক সেলফোন বিক্রয়।
সবধরনের Accesories পাওয়া যায়
সিম কার্ড এক্টিভেশন / সব ফোন বিল পে করা হয়।

ultra mobile | h2o | T··Mobile· | univision mobile | Lycamobile

Ph : (347) 730-5984 | Cell: (646) 707-7733

37-22 73RD ST, SUITE # 1D, JACKSON HEIGHTS, NY 11372

OPEN 24 HOURS

PANSHI NEVER SLEEP

আমরা সব ধরনের ক্যাটারিং করি

ভাল খাবার, সুন্দর পরিবেশ, ভাল সার্ভিস, কমদামে উপভোগ করুন।

$6.99 Midnight & Driver Special

PANSHI RESTAURANT & PARTY HALL

168-37/39 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432

Tel: 718-480-8516, Fax: 718-480-8531

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই যোগাযোগ করুন

আমাদের সার্ভিস

নিউ ইয়র্ক ফিল্ম একাডেমী থেকে প্রকাশিত
২০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কর্মী দ্বারা পরিচালিত

স্বল্প খরচে, দ্রুত ডেলিভারি

বিয়ে, জন্মদিন, বিসিনেস পার্টি, কালচারাল প্রোগ্রাম হাই কোয়ালিটি নিশ্চিত করা হয়

যোগাযোগ: আমাদের সার্ভিস
+১ (৯১৭) ৫১৯ - ১১৫১
amader.services@gmail.com

৩০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন DMV অনুমোদিত অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ইনস্ট্রাক্টরের কাছে ড্রাইভিং শিখুন

স্বদেশ ড্রাইভিং স্কুল

ঃ সেবা সমূহ ঃ

* রোড লেসন ০৫/১০/১৫ লেসনের প্যাকেজ ডিলস্
* DMV Quick রোড টেস্ট
* 5 Hour (Per- License Class) Certificate
* 6 Hour DDC (ডিফেন্সিভ ড্রাইভিং সার্টিফিকেট) for Insurance & Points
* High Way Lesson
* Available Schedule
* DMV Service

মহিলাদের জন্য অত্যন্ত ধৈর্য্যসহকারে অভিজ্ঞ মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শেখানো হয়।

যোগাযোগ

Swadesh Driving School
37-13 74th ST. FL-2
Jackson Heights NY-11372
Phone: 718 255 1231
Cell: 929 670 2871
E-mail: swadeshdrv@gmail.com

এ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া

ওজন পার্ক: তিন বেডরুম, বাথরুম, কিচেনরুম, লিভিংরুম এবং ডাইনিংসহ একটি প্রাইভেট হাউসের তৃতীয় তলায় অবস্থিত এ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে। ট্রেন স্টেশনের কাছে, লিবার্টি এ্যাভিনিউ ৮৪ স্ট্রিট। সেকশন-৮ এবং City FHEPS গ্রহন করা হয়।

Rent: $2500, 718-552-7242

এ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া

ব্রুকলিন: তিন বেডরুম, দুই বাথরুম, কিচেন, লিভিংরুম এবং ডাইনিংসহ একটি প্রাইভেট হাউসের প্রথম ও দ্বিতীয় তলায় অবস্থিত অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে। ট্রেন স্টেশনের কাছে, লিবার্টি এভিনিউ এবং পাওয়েল স্ট্রিট। সেকশন-৮ এবং City FHEPS গ্রহন করা হয়।

Contact: 718-552-7242

Urgent sell

1. One king size bed with mattress
2. One queen size bed with mattress
3. One twin size bed with mattress and storage drawers
4. Wooden dining table with 6 chairs+cushions
5. Wooden coffee table
6. Wooden TV stand with drawers
7. One 3 seater Sofa couch cum bed
8. 2 display tables/racks
9. Two chairs
10. Humidifier - 3
11. Study desk (White) for kids - Ikea
12. Shelf
13. Floor lamps

Electronics:
1. Coffee maker
2. Air fryer oven (has several functions including rotisserie chicken)
3. Braun hand held blender
4. Three set blender
5. Bullet blender
6. Mini waffle maker
7. Hamilton Beach confectionary mixer
8. 17" Monitor for computer with key board (cord less) not used

PICK UP LOCATION:
Roosevelt island New York City

CONTACT:
CELL: +1 (347) 294-9697

DRIVER WANTED

Yellow taxi
ford transit
for rent.

Contact : 917-691-7721

'আমাদের সকল গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই বাংলা নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা।'

JK Gain Multi

J. K. GAIN MULTISERVICES
জে.কে. গাইন মাল্টি সার্ভিসেস্

Notary Public

প্রতি রবিবার একমন্ডার ফ্রি কর্মশালা

LOW COST GUARANTEE

- TAX SERVICES — Authorized IRS e-file Provider
- INSURANCE
  - Life Insurance — MassMutual
  - Health • Auto • TLC
  - Home • Business
- Immigration Services
- DDC. (6 Hrs. Defensive Class)
- Private Service Bureau (DMV Approved)

Jaydeb Gain

Tel: 347-536-5107
Office: 917.396.4509
41-15 75th Street, Suite 2
Elmhurst, NY 11373
gain_jaydeb@yahoo.com
www.JKGainMulti.com

ভ্রমন সেবার জগতে একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

দীর্ঘ ২০ বছরের অভিজ্ঞতা

রহমানিয়া ট্রাভেল সার্ভিসেস
Rahmania Travel Services
Best Service is our Goal

৭ দিনই খোলা

Hajj & Umrah Specialist

Emirates · Biman Bangladesh Airlines · EgyptAir · Qatar · Etihad Airways · Kuwait Airways · Saudi Arabia

IATA Accredited Agent

বাংলাদেশসহ পৃথিবীর যেকোন দেশে ভ্রমণের জন্য আমরাই দিচ্ছি সর্বনিম্ন মূল্যে টিকিট বিক্রয়ের নিশ্চয়তা

Placid Express · small world · ria Money Transfer

দেশে যাওয়ার পথে অল্প খরচে পবিত্র ওমরাহ্ পালনের সুযোগ নিন

International/Domestic টিকিট ১০০% সীট কনফার্ম করার পর আমাদের অফিস থেকে ইস্যু করে থাকি।

আমাদের সার্ভিস সমূহ

Ticket:
International/Domestic
Visa Services
Umrah Package
5 Years Multiple
Bussiness Visa (SAUDI)
Money Transfer
6 Hours Defensive

718-205-3270
718-205-2677
646-322-1654

37-15 73rd Street, Suite 203 (Bangladesh Plaza)
Jackson Heights, NY 11372, Email: rahmaniatravel@yahoo.com

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES
basharlaw.com

সবধরনের ইমিগ্রেশন সমাধানে
KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES

Khairul Bashar
Attorney At Law
(MBA., LL.M.)

আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকি

* ফ্যামেলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
* অ্যাসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
* ওয়েভারস (I-601, I-601A & I-212)
* বর্ডারে গ্রেপ্তার, ডিটেনশন ও বন্ড
* আপিল ও রিট অব ম্যানডামাস
* U - ভিসা, VAWA & SIJS
* EB-1, EB-2 NIW & EB-3
* বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
* কনস্যুলার প্রসেসিং ও 221 (g) ভিসা রিফিউজাল

718-775-8509
212-464-8620
khairul@basharlaw.com

72-32 Broadway
Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372

1629 K Street NW, Suite 300
Washington, D. C. 20006
Tel: (888) 771- 4529

Admitted in Washington D.C. and Alabama State Bar
Practice Limited to U.S. Immigration & Nationality Law in all 50 States

ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন

যে কোন তথ্যের জন্য ফোন করুন
Tel: 646-267-7751, 917-519-1151
Email: ajkalnews@gmail.com
OFFICE 71-16 35th Ave Jackson Heights NY 11372.

বাসা-এপার্টমেন্ট-কন্ডো-বেসমেন্ট ভাড়া

House for Rent

Six bed rooms, 2 Full bathroom at 85-62 148th street, Jamaica, NY 11435, rent $5500.

Basement 1 bedroom, rent $1500+ $200 utilities.

Three bed rooms, 1 bath room at 2524 Maclay Ave, Bronx, NY 10461, Rent $3100.

Two bedrooms basement at 2226 Newbold Ave, Bronx,NY 10462, Rent $1800, utilities included.

আমরা CityPHEPS, Section-8 সহ সরকারি প্রোগ্রাম গ্রহণ করি। বাড়ি ভাড়া দিতে বা নিতে আজই যোগাযোগ করুন ।

347-465-3220

কামরুজ্জামান বাচ্চু, রিয়েল্টর আইল্যান্ড অ্যাডভ্যান্টেজ রিয়েলটি

(০১/১০/০০/০৭/পি)

বেসমেন্ট ভাড়া

বঙ্কসের পার্কচেস্টোরে ২০১০ গ্রিসন এভিনিউয়ে ওয়াকইন বেসমেন্টে দুই বেডরুম ভাড়া দেওয়া হবে। শুধুমাত্র ব্যাচেলরের জন্য।

ফোন : 347-281-9633

(০৭/৩১/০৪/০১)

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকায় ইয়র্ক কলেজের কাছে প্রাইভেট হাউজের ফার্স্ট ফ্লোরে ৩ বেডরুম, বড় লিভিং রুম, ১ বাথরুম, কিচেন ও ডাইনিংসহ বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। 146-13 105th Ave Jamaica, NY 11435. বাসার নিকটে 'ই' ট্রেন সাবওয়ে, মসজিদ, গ্রোসারি ও ইলিমেন্টারি স্কুল। যে কোন সময় উঠা যাবে। ভাড়া ইউটিলিটিসহ ৩০০০ ডলার।

ফোন : 929-471-5429.

(০৭/৩১/০২/০৮)

এপার্টমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা হিলসাইডের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত প্রশস্ত ২ বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্ট, সাথে স্টুডিও কিচেন, ফুল বাথরুম ভাড়া দেওয়া হবে। সম্পূর্ণ আলাদা প্রাইভেট প্রবেশপথ। বাসস্টপ থেকে ২০ সেকেন্ড। সাবওয়ে থেকে ৭ মিনিট। ১ আগস্ট থেকে ভাড়া হবে। আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন।

ফোন: 347-836-2171, 347-935-7043

(০৭/৩১/০২/২১)

বাসা ভাড়া

জামাইকা ১০৯ এভিনিউ ১৫৩ স্ট্রিটে ২ রুম, ১ লিভিং কাম ডাইনিং রুম, কিচেন, ১ ফুল বাথরুমের বাসা ভাড়া হবে। বাসষ্টপ, মসজিদ গ্রোসারী, লংআইল্যান্ড রেলরোড, ই, জে, জি ট্রেন নিকটে।

ফোন : 917-832-3931

(০৭/৩১/০১/১৭)

এপার্টমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকায় তিন বেড ও দুই বাথরুমের এপার্টমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। Address : 92 42 173rd street jamaica NY 11433

ফোন : Md hossain 347-654-6878.

(০৭/৩১/০২/০৯)

বেসমেন্ট ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে হলিস এভিনিউতে প্রাইভেট হাউজে রেনোভেটেড এক বেডরুমের বেসমেন্ট আগস্ট মাস থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। শুধুমাত্র ফ্যামিলি। কিউ ২ বাস ও কিউ ৭৭ বাস এক ব্লকের মধ্যে ।

ফোন : 347-248-0779, 347-247-9207

(০৭/৩১/০২/১২)

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকায় ১৭১ স্ট্রিট সাবওয়ে ও হিলসাইড এভিনিউর কাছে দুই বেডরুম ও দুইবাথরুমের বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। যে কোন সময় উঠা যাবে।

ফোন : 718-820-2227, 646-945-9439

(০৭/৩১/০২/১৪)

বেসমেন্ট ভাড়া

১০৯ এভিনিউ, ১৫৩ স্ট্রিটে ১ বেডরুম, কিচেন কাম লিভিং রুম, ১ বাথরুম সহ বেসমেন্ট ভাড়া হবে। বাসস্টপ, মসজিদ গ্রোসারী নিকটে।

ফোন : 917-832-3931

(০৭/৩১/০২/১৬)

আজকালে বিজ্ঞাপন দিতে আজই কল করুন **646-267-7751**। ফোনেও বিজ্ঞাপন নেয়া হয়। চাইলে এই নাম্বারে টেক্সট ম্যাসেজ করতে পারেন। একই নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপেও বিজ্ঞাপন দেয়া যায়। এছাড়া ইমেইলেও বিজ্ঞাপন পাঠানো যায়। ইমেইলের সাবজেক্টে লিখুন 'Classified'. ajkalnews@gmail.com

House Rent

90 Ave, Jamaica 176 st, 2nd floor and Atic for rent from July 1st. Close to the F train subway, Bus stops, School, Mosque. Nice Location. Make sure good Credit Score.

Contract : 914-303-1199, 929-312-6717

(07/17/02/13)

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা মিরিক বুলেভার্ড ও লিবার্টি এভিনিউ কর্নারে প্রাইভেট বাসায় এক বেডরুমের বেসমেন্ট ভাড়া। ইয়র্ক কলেজের পিছনে। বাসার সামনে বাস স্টপ।

ফোন : 347-283-9556, 310-295-8392

(০৫/২৯/০০/১৩)ই

বেসমেন্ট ভাড়া

১০৯-১১ ২০৮ স্ট্রিট কুইন্স ভিলেজে ১ বেডরুম, ১ লিভিং ও রান্নাঘর একসাথে এবং স্ট্যান্ডিং শাওয়ার যুক্ত ১টি বাথরুম একজন অথবা দুইজন ব্যাচেলর এর নিকট ভাড়া দেয়া হবে। সম্পূর্ণ আলাদা প্রবেশ পথ। Q2 ও Q77 বাস 1\2 ব্লকের কাছে। ২ ব্লক পরে মসজিদ। যেকোন সময় উঠা যাবে।

যোগাযোগ: 347-357-5686

(০৭/৩১/০২/১৯)

বেসমেন্ট ভাড়া

হলিসে প্রাইভেট বাসায় দুই রুম, বাথরুম, কিচেনের বেসমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। কিউ-৭৭ ও কিউ ২ বাস বাসার কাছেই। 109-25-205 Place, Hollis Ave, 11412. Ready to Move.

ফোন : 929-701-9886

(০৭/২৪/০২/০৩)

বেসমেন্ট ভাড়া

সহজ যাতায়াত ব্যবস্থাসহ জ্যামাইকায় ১ বেডরুম, বাথরুম, কিচেন, পৃথক প্রবেশপথ, ছোট পরিবার বা কর্মজীবি মহিলা বা স্টুডেন্টের কাছে ভাড়া দেওয়া হবে।

ফোন : 917-832-3972, 718-803-3423, 347-884-3136

(০৭/২৪/০১/১০)

বাসা ভাড়া

কুইন্সের বেলরোজে ২ বেডরুমের বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। মাসিক ভাড়া বিলসহ ১৮০০ ডলার।

ফোন : 718-781-5810

(০৭/২৪/০২/১২)

বাসা ভাড়া

ব্রঙ্কসের ১ ও হাফ বেডরুমের ওয়াকিং এপার্টমেন্টে ফুললি রেনোভেটেড বাসা ভাড়া হবে। পেলহাম বে ৬ ট্রেন ও বাস ও সবকিছুর নিকটে।

ফোন : 917-995-7846

(০৭/২৪/০০/১৩)এআর/সি/

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

হলিসে হিলসাইড এভিনিউ সংলগ্ন ১৯৬ স্ট্রিটে সম্পূর্ণ রেনোভেটেড সেমিবেসমেন্টে ২ বেডরুম (কিচেন ও বাথরুমসহ) স্বামী-স্ত্রীর কাছে আগস্ট থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। বাস স্টপ ও ট্রেন স্টেশন সংলগ্ন।

ফোন : 646-258-8449, 646-258-8543

(০৭/২৪/০২/১৪)

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

কুইন্স ভিলেজের হিলসাইড এভিনিউ থেকে এক ব্লকের মধ্যে ২০৯ স্ট্রিট এবং ৮৯ এভিনিউতে ২ বেডরুম, লিভিং, কিচেন, আলাদা বাথরুমসহ নতুন কাজ করা সেমিবেসমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। এক ব্লকের মধ্যে কিউ-১, কিউ-৮৩, কিউ-৩৬, কিউ-৭৭ টু এফ ট্রেন। স্কুল ও মসজিদ কাছেই।

ফোন : 718-541-0225

(০৭/২৪/০২/১৬)

বেসমেন্ট ভাড়া

Sutphin blvd এবং Linden blvd সংলগ্ন সাউথ জ্যামাইকায় আলাদা বাথরুম, কিচেন, এন্ট্রান্স সহ একটি নুতন বেইজমেন্ট ছোট পরিবার অথবা এক/দুই জন কর্মজীবীর নিকট নিকট ভাড়া দেওয়া হবে।

ফোন: 347-459-7661, 646-797-1139 (বিকেল ৩ টার পর)

(০৭/২৪/০২/২০)

বেসমেন্ট ভাড়া

বেসমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে, Woodhaven & Atlantic কর্নারে, নুতন রেনভেটেড, ৩ বেড রুম, ভাড়া হবে। মসজিদ এবং সুপার মার্কেট খুব কাছে।

Call Amin 646-287-9314

(০৭/২৪/০২/১৯)

বেসমেন্ট ভাড়া

95-27 239 street, Floral Park এ প্রাইভেট হাউজে ৩ বেডরুমের বেসমেন্ট আগামী ১ আগস্ট ভাড়া হবে। ১ minute walkway to LIIR. 3 minute walkway to bus to E train.

ফোন : 347-456-3548

(০৭/১৭/০৩/০৪)

কানেকটিকাটে বিসনেস সেল/অপরচুনিটি

কানেকটিকাটের প্রাইম লোকেশনে ব্যাঙ্কুয়েট ফ্যাসিলিটিসহ পাকিস্তানি, বাংলাদেশি ও ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট বিক্রি হবে। ক্যাপাসিটি ২০০ পিপল। রানিং বিজনেস। গুড অপরচুনিটি।

ফোন : 917-560-5204

Buy-Sell-Rent-Invest

Are you thinking of selling your house for the highest price? Do you know that this is the right time to sell with maximum profit?
I can explain to you about all the tricks about selling house with top dollars. I also wrote a book about it, just call me and I will send you a free copy of my book.
My name is Jannat Rahman, Realtor with more than 10 years of experience working with Exit Realty Prime. My number is....

917-582-2582.

Please call today.

অত্যন্ত যত্ন সহকারে ড্রাইভিং শিকানো হয়

* Free Pick up and drop off
* 100% পাশের নিশ্চয়তা
* 5hr Certificate
* 6hr Certificate

যোগাযোগ:

914-343-2629 (Nuri)

রুম ভাড়া

জ্যাকসন হাইটস-এর এপার্টমেন্ট বিল্ডিং এ বড় একটি রুম ভাড়া হবে, বড় কিচেন এবং ড্রয়িং রুম শেয়ার, শুধু মাত্র কর্মজীবি দুইটি মেয়ে কাছে ভাড়া হবে

বিস্তারিত জানতে কল করুন **+1 (347) 832-6930**

পাত্রী চাই

আমেরিকার নিউইয়র্কে বসবাসরত প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়িক পাত্রের জন্য একজন শিক্ষিত ২১ থেকে ২৩ বছরের পাত্রী চাই

যোগাযোগ - **516-770-0607**

ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন

যে কোন তথ্যের জন্য ফোন করুন
Tel: 646-267-7751, 917-519-1151
Email: ajkalnews@gmail.com
OFFICE
71-16 35th Ave
Jackson Heights
NY 11372.

রুম ভাড়া

রুম ভাড়া
জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার, টেলিপার্ক, মান্নান গ্রোসারি এবং এফ ট্রেনের সাবওয়ের সন্নিকটে একটি রুম শেয়ারে থাকার জন্য ভাড়া দেওয়া হবে। কর্মজীবি স্বামী-স্ত্রী অথবা মহিলা অগ্রাধিকার।
ফোন : 419-408-1764, 347-255-4846
(০৭/৩১/০২/০৪)

রুম ভাড়া
১ সেপ্টেম্বর থেকে জ্যাকসন হাইটস আপনা বাজারের নিকট ৭১-১৫, ৩৭ এভিনিউতে এপার্টমেন্ট বাসার একটি রুম ভাড়া দেওয়া হবে। চাকরীজীবি মহিলা/স্বামী-স্ত্রী/মেয়ে স্টুডেন্ট আবশ্যক। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে।
ফোন : 929-540-9163
(০৭/৩১/০১/১০)

রুম ভাড়া
86th Street & 35th Avenue, Jackson Heights, NY এ একটি পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন অ্যাপার্টমেন্টে একজন কর্মজীবী মহিলা বা কর্মজীবী ছাত্রীর জন্য একটি রুম সেপ্টেম্বর মাস থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। বাসার সামনে থেকেই Q49 বাস পাওয়া যায়, যা সরাসরি Jackson Heights পর্যন্ত যায়। সুবিধাজনক লোকেশন ও যাতায়াত ব্যবস্থা।
যোগাযোগ: 929-225-0991.
(০৭/১৭/০০/১২)ই

রুম ভাড়া
জ্যামাইকার হিলসাইডে পারসন বুলেভার্ড ও হিলসাইড এভিনিউর প্রাইভেট হাউজের তৃতীয় তালায় একটি আলাদা রুম ও একটি শেয়ার রুম ভাড়া হবে। নতুন রেনোভেটেড, সবকিছু পরিপাটি। ফিমেল স্টুডেন্ট অথবা কর্মজীবি নারী। যে কোন সময় উঠা যাবে।
ফোন : 929-781-4451
(০৭/৩১/০২/১৮)

রুম ভাড়া
৪৬ স্ট্রিট সানিসাইড ও ৪৬ বিলস স্ট্রিট সাবওয়ের হতে এক ব্লকের মধ্যে, মসজিদ, গ্রোসারির নিকটে এপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ের দ্বিতীয় তলায় মাস্টার বেডরুম স্বামী-স্ত্রী অথবা দুইজন ব্যাচেলরের নিকট ভাড়া দেওয়া হবে।
ফোন : 917-306-7352, 347-646-4110
(০৭/৩১/০১/২০)

রুম ভাড়া
জ্যামাইকা সেন্টার হতে ৫-১০ মিনিট দূরত্বে পরিবারের সঙ্গে সকল সুযোগ সুবিধাসহ একটি রুম একজনের নিকট ভাড়া দেওয়া হবে।
ফোন : 646-651-6487
(০৭/২৪/০২/১১)

রুম ভাড়া
নর্দান বুলেভার্ড ও ৭৯ স্ট্রিট এলাকায় প্রাইভেট বাসায় একটি রুম শুধুমাত্র কর্মজীবি মহিলার কাছে ভাড়া দেওয়া হবে।
ফোন : 917-607-6263
(০৭/১৭/০০/০০)এএনএস

রুম ভাড়া
নর্দান বুলেভার্ডের সামনে এম ও আর ট্রেন সাবওয়ে সংলগ্ন একটি কার্নিসড রুম ব্যাচেলর চাকুরীজীবির নিকট ভাড়া দেওয়া হবে। জুলাই মাস থেকে।
ফোন : 929-467-4600, 347-261-7467
(০৭/২৪/০৩/০৪)

রুম ভাড়া
আগস্ট মাস থেকে এপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ে একটি রুম ভাড়া হবে। স্বামী-স্ত্রী অথবা একজন ব্যক্তি। ধুমপায়ী হতে হবে। 31-16 68th St, Wood Side সাবওয়ে থেকে কাছে।
ফোন : 646-662-6071
(০৭/২৪/০২/০২)

রুম ভাড়া
ওজোন পার্কের কাছে মার্টেল ও ক্রেসপন্ড এভিনিউতে ব্যাচেলরের জন্য একটি রুম ভাড়া দেওয়া হবে। এম ট্রেনের সাবওয়ের কাছে। বাথরুম কিচেন শেয়ার করতে হবে। সবকিছু সহ ভাড়া ৫০০ ডলার।
ফোন : 929-462-3643, 347-384-2954
(০৭/২৪/০২/০৬)

রুম ভাড়া
১ সেপ্টেম্বর থেকে জ্যাকসন হাইটস আপনা বাজারের নিকট ৭১-১৫, ৩৭ এভিনিউতে এপার্টমেন্ট বাসায় একটি রুম ভাড়া দেওয়া হবে। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে।
ফোন : 929-540-9163
(০৭/২৪/০১/০৯)

সামারে মাছ ধরতে এবং ঘুরতে যেতে ইচ্ছুক?

লং আইল্যান্ডে মাছ ধরতে এবং সামারে কোথাও ঘুরতে যেতে চাইলে আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। মাছ ধরার সব উপকরণের ব্যবস্থা আছে।
মিলু 917-754-5625 (ফোন/টেক্সট)
Founder of my own business.

ঢাকার বসুন্ধরায় বাড়ি বিক্রি

বাংলাদেশে রাজধানি ঢাকার অভিজাত এলাকা বসুন্ধরা বারিধারায় জি ব্লকে ৩ বেডরুম, ৪ বাথরুমের নতুন একটি এপার্টমেন্ট বিক্রি করা হবে।
ফোন : 917-442-0429

হাওয়ার্ড বিচে লাক্সারি বাড়ি বিক্রি

জেএফকে এয়ারপোর্টের কাছে হাওয়ার্ড বিচ কুইন্সের কাছে আসবাব-পত্রসহ একটি লাক্সারি হাউজ বিক্রি হবে।
-: যোগাযোগ:-
ব্রোকার : 917-741-5308

Co-Ops for Sale

Co-Ops for sale at 4167 Judge street, Elmhurst NY-11373, Appartment -4N, Newly renoveted, Asking 3,75,000. Sale by Owner.
646-407-6481 (Call 2pm-11pm)

রুমমেট আবশ্যক

রুমমেট আবশ্যক
33-09-31st Ave, এস্টোরিয়ার মনোরম পরিবেশে একটি রুমে রুমমেট আবশ্যক। পাঁচ মিনিটের দূরত্বে এন ও ডব্লিউ ট্রেন সাবওয়ে।
ফোন : 716-222-7150, 929-632-5210
(০৭/২৪/০৩/০৫)

রুমমেট আবশ্যক
জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে আন্নাত ফার্মেসির উপরে ফ্ল্যাটে একজন ভদ্র, মার্জিত, এবং চাকুরীজীবি/ছাত্র ব্যাচেলর পুরুষ রুমমেট প্রয়োজন। অবশ্যই ধুমপানমুক্ত, পরিচ্ছন্ন এবং বন্ধুত্বপূর্ণ হতে হবে। ঠিকানা : ৩৪-৫৭, ৭২ স্ট্রিট, জ্যাকসন হাইটস, মিনা বাজারের পাশে। সপ্তাহে একদিন পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার মন-মানসিকতা থাকতে হবে।
ফোন : ৭১৮-৪০৭-৯২৫৮, ৭১৮-৯০৫-০৭৫২ (5pm-11pm)
(০৭/১০/০০/১৮)ই

রুমমেট আবশ্যক ও রুম ভাড়া
জ্যাকসন হাইটস এলাকায় নিরি-বিলি পরিবেশে রুমমেট আবশ্যক। একটি সিঙ্গেল রুমও ভাড়া দেওয়া হবে।
ফোন : 646-515-2094
(০৭/৩১/০২/১১)

রুমমেট আবশ্যক
জ্যাকসন হাইটসের কাছে রোজভেল্ট ও ৭২ স্ট্রিটে এপার্টমেন্ট বিল্ডিং এর দ্বিতীয় তলায় দুইজন রুমমেট আবশ্যক। এক আগস্ট থেকে।
ফোন : 516-540-0808
(০৭/২৪/০০/১৭)ই/এস

রুমমেট আবশ্যক
জ্যাকসন হাইটসে ৩৭ এভিনিউ ও ৭২ স্ট্রিটে একটি এপার্টমেন্টে ২ জন রুমমেট আবশ্যক। কোন সময় উঠতে পারবে।
ফোন : (Text or Call) 347-300-6833, 929-599-0535,
(০৭/২৪/০৩/০৭)

ইয়েলো ট্যাক্সি ভাড়া

ফোর্ড ট্রানজিট ২০২৩ ইয়োলো ট্যাক্সি ভাড়া দেওয়া হবে। লং-আইল্যান্ড ও কুইন্স অগ্রাধিকার।
ফোন : 646-436-7586

ইয়েলো ট্যাক্সি ভাড়া

টয়োটা র‍্যাভ-৪ হাইব্রিড ইয়েলো ট্যাক্সি ভাড়া দেওয়া হবে। ফুল টাইম ১ অথবা দুইজন ড্রাইভার, দিন ও রাত। জ্যাকসন হাইটস, উডসাইড অথবা যে কোন এলাকা।
ফোন : 917-945-9133

ইয়েলো ভাড়া

2021 Rav-4 ইয়োলো ক্যাবে জন্য এক জন বা দুইজন driver অবশ্যক।
-: যোগাযোগ :-
347-233-6227

House Sale

House / Condo Sale
Renoveted, Bricks, 2 Family, attached 5 bed-rooms, 3 bathrooms, 2 Car Parking at 2144 Lacombe Ave, Bronx, NY 10473, asking $999,000.
Legal 4 Fimily + 2 Units in basement 6 rental income at 1715 Saint Peters Ave, Bronx NY 10461, asking $1,550,000.

আমাদের কাছে ব্রুকস, কুইন্স, ব্রুকলিন ও লং আইল্যান্ডে ১০০+ ব্যাংকের বাড়ি আছে। বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য কল করুন।
আপনার বাড়ি বিক্রি করতে বা স্বপ্নের বাড়ি ক্রয় করতে অভিজ্ঞ রিয়েলটরের সহায়তা নিন।
347-465-3220
কামরুজ্জামান বাচ্চু, রিয়েলটর, আইল্যান্ড অ্যাডভান্টেজ রিয়েলটি।

দোকান ও বাড়ীর কনস্ট্রাকশন এর কাজ করা হয়

(নতুন ও পুরাতন)

টাইলস, সিলিং, ক্যাশ কাউন্টার, ইলেক্ট্রিক প্লাম্বিং, কেন্ডি রেক, বেসমেন্ট ফিক্সিং এবং দোকান ও বাড়ীর সম্পূর্ণ কনস্ট্রাকশনের কাজ করা হয়।

সাইন বোর্ড, লাইট বক্স, এল ই ডি, চ্যানেল লেটার মেনু বোর্ড, ব্যানার, স্টোর ফ্রন্ট, মিরর গ্লাস, এলোমোনিয়াম ফ্রেমিং এর কাজ করা হয়।

NOVA INTERIOR DECORATION & SIGN
NOVA CONSTRUCTION & RAKA SIGN INC.
7034 Broadway, Jackson Heights, NY 11372, Email: nrnova@yahoo.com
Tel: 646-920-7788

ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন

যে কোন তথ্যের জন্য ফোন করুন

Tel: 646-267-7751, 917-519-1151
Email: ajkalnews@gmail.com
OFFICE 71-16 35th Ave Jackson Heights NY 11372.

লোক আবশ্যক

ব্রুকলিনে ফটোফ্রেমিং স্টোরে কাজের জন্য একজন ইংরেজি জানা পুরুষ লোক আবশ্যক। কাজ শিখিয়ে নেয়া হবে। বয়স ৪৫ বছরের কম হতে হবে।

646-287-8203 (10am to 7pm)

মিশিগানে বেবিসিটার আবশ্যক

মিশিগানের একটি পরিবারের ১৫ মাসের শিশুকে বাসায় থেকে দেখাশোনা করার জন্য একজন ন্যানী (বেবিসিটার) আবশ্যক। আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন।

ফোন : **646-617-9994**

অফিস সহায়ক আবশ্যক

PR EXPRESS SERVICE
153-27 Hillside Ave, Jamaica NY-11432

অফিস সহকারি আবশ্যক, বেতন আলোচনা সাপেক্ষে।

যোগাযোগ : **917-264-6008**

লোক আবশ্যক

কনি আইল্যান্ড Broollyn Fried Chicken এর দোকানে (First Food) একজন যুবক লোক প্রয়োজন। শুধুমাত্র আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন।

নজরুল **917-488-8712** (দুপুর ২ টার পর)

বেগেল স্টোরে মহিলা কর্মী আবশ্যক

ম্যানহাটনে অবস্থিত স্বনামধন্য Begel Store 'Boradnosh Begel' এর বিভিন্ন লোকেশনে ক্যাশিয়ার পদে কাজ করা অভিজ্ঞতা সম্পন্ন মহিলা কর্মী আবশ্যক।

ফোন : কল অথবা টেক্সট **718-600-0923**

পাত্র/পাত্রী চাই

পাত্রী চাই

পাত্র সিটিজেন, ব্যাচেলর সম্পন্ন, কেয়ার ম্যানেজমেন্ট এন্ড মার্কেটিং পদে কর্মরত। পাত্রের বয়স ৩০ বছর, উচ্চতা ৫ফিট ৮ ইঞ্চি, ইউএসএতে বড় হয়েছে। আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন।

-: ফোন :-
917-244-9861
(০৭/৩১/০১/০৭)

হোম কেয়ার এইড আবশ্যক

৩২-৫৬-৮৬ স্ট্রিট জ্যাকসন হাইটসে হোম কেয়ারে কাজের জন্য একজন লোক নেওয়া হবে। কাজ সকাল ৮টা থেকে ৪টা পর্যন্ত। বেতন আলোচনা সাপেক্ষে।

---: ফোন :---
347-617-3433
347-484-6385
(বিকেল ৪টা থেকে রাত ৯ টা)

Live-In Help Needed in Virginia

Looking for Live in help for 85 year old sister bed ridden in Springfield Virginia. For further details please Call

203-544-3181

পাত্র চাই

আমেরিকান সিটিজেন পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। পাত্রী একটু অসুস্থ। এখানে যারা একা থাকেন তাদের জন্য। পাত্রীর বয়স ২৫ বছর।

-: ফোন :-
929-401-7536

পাত্র চাই

নিউইয়র্কে জন্ম MD কোর্সে অধ্যয়নরত সুন্দরী তরুণীর জন্য, সমমানের পাত্র চাই।

ফোন : **516-441-5818**

পাত্র চাই

USA GeenCard Holder I UK Raised Citizen 27+ বয়সী সুন্দরী, লম্বা, শিক্ষিত পাত্রী জন্য আর্জেন্ট পাত্র চাই।
Should be looking good, Smart and good family back ground.

ফোন : **347-583-2331,**
msultana2005@gmail.com

গ্রোসারি অপারেটর আবশ্যক

আমেরিকার সবচেয়ে পরিচিত হালাল গ্রোসারি ব্র্যান্ড ChefsRHere-এ একজন পরিশ্রমী, সৎ ও দায়িত্বশীল গ্রোসারি অপারেটর নিয়োগ দেওয়া হবে। কর্মস্থল: Flatbush, Brooklyn। পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকলে ভালো, তবে বাধ্যতামূলক নয়। উদ্যমী ও শেখার আগ্রহ থাকলে আজই আবেদন করুন।

469-888-3853, 817-323-5812

ব্যাথার যন্ত্রনায় ভুগছেন ? আর কোন চিন্তা নয়!

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রেই আছে ২০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ফিজিক্যাল থেরাপির বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান!

প্লাস ফিজিক্যাল থেরাপি পিসি
PLUS PHYSICAL THERAPY PC

74-09 37th Ave, #201 Jackson Heights, NY 11372

আমরা অভিজ্ঞ মহিলা থেরাপিস্ট দ্বারা যত্নসহকারে মহিলা এবং পুরুষ রোগীদের ১০০ শতাংশ সেবা দিয়ে থাকি।

যে কোন ধরনের ব্যাথা নিরাময়ের জন্য আমাদের এখানে এসে সম্পূর্ণ সুস্থ ও নিরাময় বোধ করুন।

বিস্তারিত জানতে কল করুন

তাহেরা রহমান : ৬৪৬-৮৭২-৯৭৬৮

3 Bedroom Apartment for Rent

Jamaica, Queens (147 St & Hillside Ave)
Individual room: $1,000 + bills
Shared room (2 persons): $600 each+bills

Please call or text

929-427-4760, 718-790-1385

ড্রাইভিং শিখুন

স্বল্প খরচে যত্ন সহকারে ড্রাইভিং শিখানো হয়

আপনাদের সময় অনুযায়ী ড্রাইভিং শিখানো হয়

লাস্ট লেসন ফ্রি
Free pick up drop
৫, ১০, ১৫ ও স্পেশাল প্যাকেজ
৩০ লেসন, ৩টি রোড টেস্ট

D.D.C. 6 Hours Class
10% Save all insurance
রোড টেস্টের জন্য গাড়ি

মহিলাদের জন্য
মহিলা ইন্সট্রাক্টার

হাইওয়ে Individual
আরলী রোড টেস্ট

যোগাযোগ: **646-991-9653**

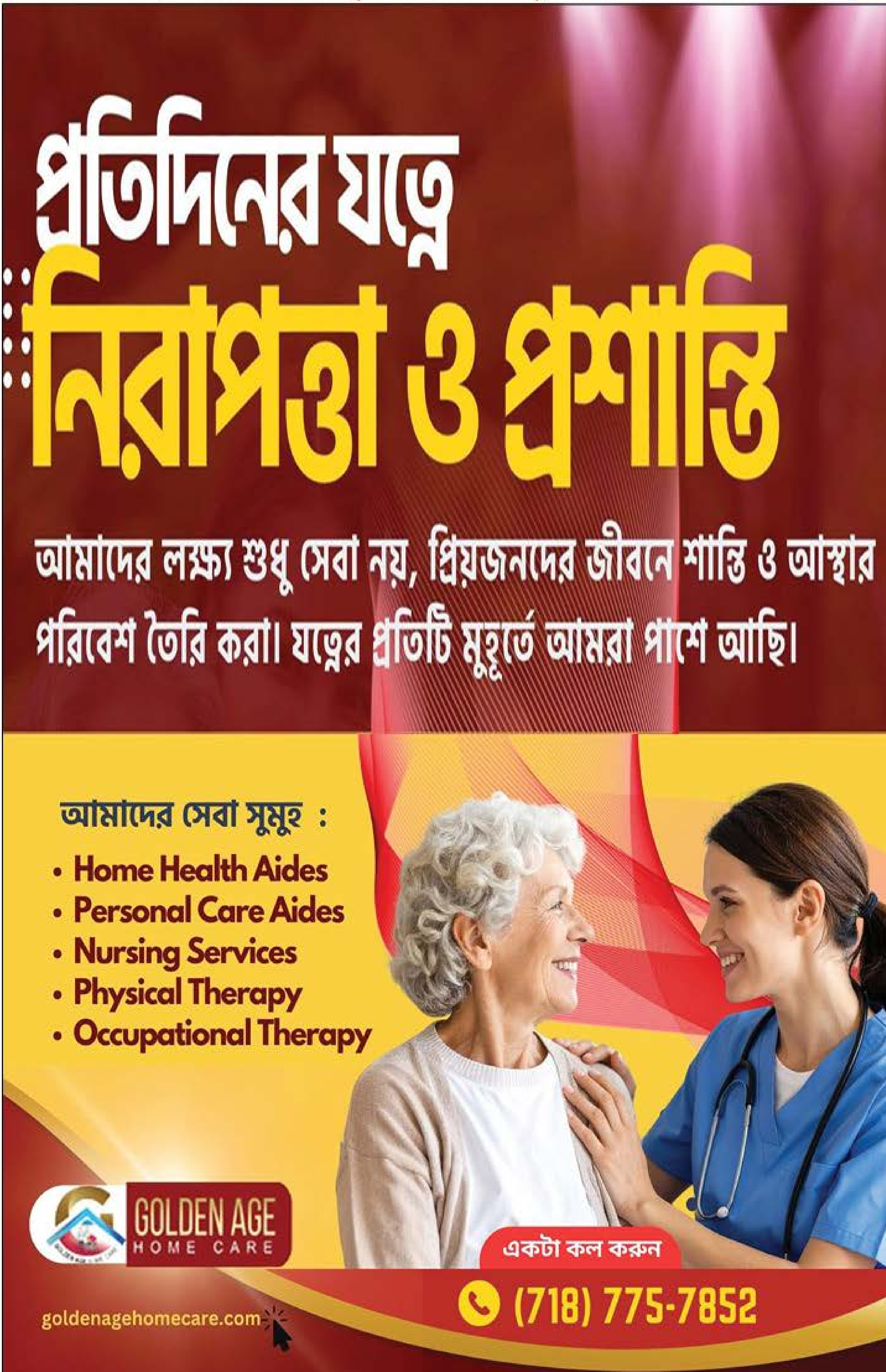
প্রতিদিনের যত্নে
নিরাপত্তা ও প্রশান্তি
আমাদের লক্ষ্য শুধু সেবা নয়, প্রিয়জনদের জীবনে শান্তি ও আস্থার
পরিবেশ তৈরি করা। যত্নের প্রতিটি মুহূর্তে আমরা পাশে আছি।
আমাদের সেবা সুমুহ :
• Home Health Aides
• Personal Care Aides
• Nursing Services
• Physical Therapy
• Occupational Therapy
GOLDEN AGE
HOME CARE
একটা কল করুন
(718) 775-7852
goldenagehomecare.com

ড. মাহবুব উল্লাহ্-এর কলাম
দেশীয় পুঁজি বিদেশমুখী: দেশীয় বিনিয়োগের ভবিষ্যৎ কী
১২ পৃষ্ঠায়

মনজুরুল ইসলাম-এর কলাম
সরকারি প্রতিষ্ঠানে বিএনপির লোকদের 'আত্মঘাতী' নিয়োগ
০৬ পৃষ্ঠায়

নিয়াজ মাহমুদ-এর কলাম অদৃশ্য বিষের থাবায় বাংলাদেশ: তেল, চিনি, টুথপেস্টের পর আর কী?
০৫ পৃষ্ঠায়

ভয়াবহ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ছে সৌদি আরব

আজকাল রিপোর্ট

আঞ্চলিক সংঘাতে জড়িয়ে পড়া এড়াতে গত পাঁচ মাস ধরে সতর্ক কূটনৈতিক ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করেছে সৌদি আরব। এমনকি ইরানি ড্রোন দেশটির তেল স্থাপনাগুলোকে লক্ষ্যবস্তু করার পরও তেহরানের সঙ্গে যোগাযোগের পথ খোলা রেখেছিল রিয়াদ। কিন্তু এখন সৌদি আরব নিজেকে তিন দিক থেকে হুমকির মুখে দেখতে পাচ্ছে। একদিকে ইরান, অন্যদিকে ইরান সমর্থিত ইরাকি মিলিশিয়া এবং ইয়েমেনের হুতি বিদ্রোহীরা। গত এক সপ্তাহে ইয়েমেনের হুতিদের ক্ষেপণাস্ত্র হামলা, ইরাকের ইরানপন্থী মিলিশিয়াদের ড্রোন হামলা এবং তেহরানের নতুন হুমকির মুখে পড়েছে সৌদি আরব। সর্বশেষ, রিয়াদের স্থানীয় সময় মঙ্গলবার ভোরে পরিস্থিতি নতুন মোড় নেয়। যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধবিমানের সঙ্গে সমন্বয় করে পূর্ব ইরাকে ইরান-সমর্থিত সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর ওপর বিমান হামলা চালিয়েছে সৌদি। বিশ্লেষকদের মতে, সৌদির এই সামরিক পদক্ষেপের ঝুঁকি কম নয়। গত এক দশকে সৌদি বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ এবং মধ্যপ্রাচ্যের প্রধান অর্থনৈতিক শক্তিতে পরিণত হওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে আসছে। সেই কৌশলের অংশ হিসেবেই যুদ্ধ শুরুর অনেক আগে ইরানের সঙ্গে উত্তেজনা কমানোর নীতি গ্রহণ করে রিয়াদ। এর ফল হিসেবে ২০২৩ সালে চীনের মধ্যস্থতায় দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক পুনঃস্থাপনের এরপর ৩৮ পৃষ্ঠায়

যুক্তরাষ্ট্রের নতুন গোয়েন্দা প্রধান জে ক্লেটন

আজকাল রিপোর্ট

যুক্তরাষ্ট্রের নতুন গোয়েন্দা প্রধান হিসেবে অনুমোদন পেয়েছেন জে ক্লেটন। সিনেটে ভোটাভুটির মাধ্যমে তার এই পদ নিশ্চিত হয়। এর মাধ্যমে দেশটির গোয়েন্দা সংস্থাগুলো একজন স্থায়ী পরিচালক পেল। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্প তার নাম চূড়ান্ত করতে বেশ কিছুদিন বিলম্ব করেছিলেন। নিউ ইয়র্কের সাউদার্ন ডিস্ট্রিক্টের সাবেক ইউএস অ্যাটর্নি ও সিকিউরিটিজ এরপর ২৭ পৃষ্ঠায়

ট্রাম্পের বিশেষ দূত সার্জিও গোরের ঢাকা সফরে ৫ বিষয়ে জোর

আজকাল রিপোর্ট

বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক জোরদারের লক্ষ্যে প্রথমবারের মতো ঢাকা সফর করছেন প্রেসিডেন্টের ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়াবিষয়ক বিশেষ দূত সার্জিও গোর। ৩০ জুলাই, বৃহস্পতিবার স্থানীয় সময় দুপুরে তিনি ঢাকায় পৌঁছান।

তিন দিনের এই সফরে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ, শুল্কনীতি, চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক, রোহিঙ্গা সংকট এবং আঞ্চলিক নিরাপত্তাসহ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনায় স্থান পেতে পারে। এরপর ২৬ পৃষ্ঠায়

ইরানকে ফের কঠোর হুঁশিয়ারি দিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্পের

আজকাল রিপোর্ট

জর্ডানে অবস্থিত মার্কিন সামরিক ঘাঁটিকে লক্ষ্য করে ইরানের ছোড়া একাধিক ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র সফলভাবে প্রতিহত করা হয়েছে বলে দাবি করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সেই সঙ্গে তিনি তেহরানকে কঠোর জবাব দেয়ার হুঁশিয়ারি এরপর ২৭ পৃষ্ঠায়

ব্রুকলিনে গুলিবিদ্ধ বাংলাদেশি ট্যাক্সি চালক নাসির

আজকাল রিপোর্ট

নিউইয়র্কে ব্রুকলিনে গুলিবিদ্ধ হয়েছেন বাংলাদেশি ট্যাক্সি চালক রুহুল আমিন নাসির। গত ২৪ জুলাই ভোর ৪ টার দিকে ব্রুকলিনের অ্যাবার্ন প্লাস ও ফোর্ট গ্রিনের কাছে নর্থ পোর্টল্যান্ড অ্যাভেনিউয়ে এ এরপর ৪০ পৃষ্ঠায়

উল্লাপাড়া সোসাইটি'র বনভোজন অনুষ্ঠিত

আজকাল রিপোর্ট

বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যদিয়ে উল্লাপাড়া সোসাইটি অব ইউএসএ'র বার্ষিক বনভোজন অনুষ্ঠিত হলো। গত ২৬ জুলাই রোববার ওয়েস্টচেস্টারের নয়নাভিরাম গ্লেন আইল্যান্ড পার্কে এ বনভোজন অনুষ্ঠিত। প্রবাসী উল্লাপাড়াবাসী সহ কমিউনিটির বিভিন্ন স্তরের নেতৃবৃন্দ এতে অংশ নেন। সকালে বেলুন উড়িয়ে বনভোজন উদ্বোধন করেন রাকিবুজ্জামান খান তনু। তিনি বলেন, আমি এই সংগঠনের এরপর ৪৬ পৃষ্ঠায়

গভর্নর্স আইল্যান্ডে বাংলাদেশি আমেরিকান আর্টিস্ট ফোরামের বর্ণাঢ্য আর্টক্যাম্প

আজকাল রিপোর্ট

নিউইয়র্কের ঐতিহাসিক গভর্নর্স আইল্যান্ড যেন দুই দিনের জন্য রূপ নিয়েছিল রঙ, শিল্প আর সংস্কৃতির এক প্রাণবন্ত মিলনমেলায়। বাংলাদেশি আমেরিকান আর্টিস্ট ফোরামের উদ্যোগে ২৫ ও ২৬ জুলাই অনুষ্ঠিত হয় বর্ণাঢ্য আর্টক্যাম্প, যেখানে শতাধিক চিত্রশিল্পী, সংস্কৃতিকর্মী, শিশু এবং বিভিন্ন দেশের দর্শনার্থীদের উপস্থিতিতে মুখর হয়ে ওঠে পুরো আয়োজন।

হাডসন ও ইস্ট রিভারের মিলনস্থলে অবস্থিত গভর্নর্স আইল্যান্ডের নোলান পার্কের ১৬ নম্বর ঐতিহাসিক ভবনকে কেন্দ্র করে এরপর ৪০ পৃষ্ঠায়

LIBERTY BROKERAGE
GET YOUR INSURANCE
FROM US WITH THE BEST RATE
Our Services
TLC Insurance
Private Auto Ins.
Commercial Auto Ins.
Home & Business Ins.
DMV Express Service
TLC Plate Rent
TLC Base (Black & Green Cab)
Defensive Driving Course Certificate
Business Insurance
NYC Office:
41-05 69th Street,Woodside, NY-11377
Phone: 718-567-5600
www.libertybkg.com

DMV EXPRESS SERVICE
NEW REGISTRATION & PLATE
REGISTRATION RENEWAL
DUPLICATE TITLE
CUSTOM PLATES
VEHICLE TRANSFER
SURRENDER PLATES
TLC NEW APPLICATION
TLC PLATE RENEWAL
NEW YORK
ABC-1234
NEW YORK
T000000C
T&LC
CONTACT US
+1 718-504-7300
extchallenger@gmail.com
Our Location :
41-05 69th Street
Woodside, NY 11377

সাপ্তাহিক আজকাল
The Weekly Ajkal | Vol.18, Issue 933 | 31 July 2026

সাহিত্য পাতায় সুফিয়ান আহমদ চৌধুরী-এর কবিতা বৃষ্টি ঝরে বৃষ্টি নামে
>> ১৭ পাতায়

খালেদা জিয়াকে প্রধানমন্ত্রী করতে চেয়েছিল এরশাদ

নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপি'র মতবিনিময় সভায় গিয়াস

আজকাল রিপোর্ট

সাবেক সেনা শাসক হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদ দেশনেত্রী খালেদা জিয়াকে প্রধানমন্ত্রীর করে নিজে রাষ্ট্রপতি হওয়ার প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু বেগম জিয়া আপোষ করেননি বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির নেতা গিয়াস আহমেদ। তিনি স্বৈরাচারি এরশাদের প্রস্তাব প্রত্যাখান করেছিলেন। বরং স্বৈরশাসক এরশাদকে হটাতে জীবন বাজী রেখে রাজপথে আন্দোলন করেছেন। গত ২৮ জুলাই কুমিল্লা-২ আসনের সংসদ সদস্য অধ্যক্ষ মো. সেলিম ভূঁইয়ার নিউইয়র্ক আগমন উপলক্ষে নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপি'র মতবিনিময় সভায় তিনি এ মন্তব্য করেন।

এরপর ৩৯ পৃষ্ঠায়

ট্যাক্সি ও উবার ড্রাইভারদের উপর হামলা থামছেই না

আজকাল রিপোর্ট

নিউইয়র্ক সিটিতে ট্যাক্সি ও উবার ড্রাইভারদের উপর হামলা থামছেই না। প্রায়শই খেটে খাওয়া এই পেশাজীবি ড্রাইভারদের ওপর হামলার খবর পাওয়া যায়। প্রতিদিন তারা 'জান' হাতে নিয়ে কাজে বের হন। কাজ শেষে ভালোভাবে তারা ঘরে ফিরবেন কিনা তা নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকেন পরিবারের সদস্যরা। এক্সিডেন্ট, হামলা কিংবা বড় ধরনের টিকেটের ঝামেলা নিয়ে তাদের ঘরে ফিরতে হয়। অথচ তারাই লাখো নিউইয়র্কারদের নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছে দেবার কাজটি করেন। গেল কয়েক সপ্তাহেই একাধিক ড্রাইভার হামলার শিকার হয়েছেন। ব্রুকলিনে গুলিবিদ্ধ হয়েছেন একজন বাংলাদেশি রাইডশেয়ার ও ট্যাক্সিচালক। জীবিকার সন্ধানে রাতভর নগরীর সড়কে থাকা চালকদের নিরাপত্তা, গাড়িতে ক্যামেরার ব্যবহার এবং হামলার পর দ্রুত অপরাধী শনাক্ত করার সক্ষমতা নিয়ে নতুন করে গুরুতর প্রশ্ন উঠেছে।।

২৪ জুলাই গুলিবিদ্ধ বাংলাদেশি ড্রাইভারের নাম রুহুল আমিন নাসির। কমিউনিটিতে তিনি মোহাম্মদ আমিন বা 'এমডি আমিন' নামেও পরিচিত বলে জানা গেছে। স্থানীয় সংবাদমাধ্যম ও নিউইয়র্ক স্টেট ফেডারেশন অব ট্যাক্সি ড্রাইভার্স তাকে ৫০ বছর বয়সী 'এমডি আমিন' হিসেবে শনাক্ত করেছে। তিনি কুইন্সে বসবাস করেন এবং প্রায় ১৬ বছর ধরে নিউইয়র্কে গাড়ি চালিয়ে স্ত্রী ও সন্তানদের ভরণপোষণ করছেন। ঘটনাটি ঘটে শুক্রবার, ২৪ জুলাই ২০২৬, ভোর

এরপর ৩৯ পৃষ্ঠায়

রাজবাড়ী ডিস্ট্রিক্ট এসোসিয়েশনের বনভোজন সম্পন্ন

আজকাল রিপোর্ট

অত্যন্ত জাকজমক ও বিপুল সংখক রাজবাড়ীবাসীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে রাজবাড়ী ডিস্ট্রিক্ট ওয়েল ফেয়ার এসোসিয়েশন ইউএসএ্র বার্ষিক বনভোজন ২০২৬। ভি,ই, ম্যাসি পার্ক এ গত ২৬ জুলাই অনুষ্ঠিত উক্ত বনভোজনে সকাল থেকেই প্রবাসী রাজবাড়ীবাসী ও মেহমানদের উপস্থিতিতে সরগরম হয়ে উঠে। যথা সময়ে সকালের নাস্তা পরিবেশনের পর শুরু হয় বনভোজনের আনুষ্ঠানিকতা। পবিত্র

এরপর ৩৫ পৃষ্ঠায়

মঈন চৌধুরী ডিস্ট্রিক্ট লিডার পদে পুনঃনির্বাচিত নির্বাচিত

আজকাল রিপোর্ট

কুইন্স ডেমোক্রেটিক পার্টির ডিস্ট্রিক্ট লিডার অ্যাট লার্জ পদে ষষ্ঠবারের মতো পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন বাংলাদেশি আমেরিকান অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী। কুইন্স কাউন্টির

এরপর ৩৯ পৃষ্ঠায়

ব্রংকসের পার্কচেস্টারের ফার্মাসীগুলোতে আতংক

আজকাল রিপোর্ট

ব্রংকসের পার্কচেস্টারের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ডাকাতি ও চুরির ঘটনা বাড়ছেই। প্রতিমাসেই কোন না কোন দোকানে চুরির ঘটনা ঘটছে।স্থানীয় ফার্মাসীগুলোতে এই ঘটনার হার বেশি। এর আগে স্টারলিং ও ম্যাকগ্রো ফার্মাসীতে চুরির ঘটনা ঘটেছে। সাটার ভেংগে চুরির ঘটনা ঘটেছিল সুন্দরবন হালাল মিট এন্ড গ্রোসারীতে। গত ২৮ জুলাই রাতে স্টারলিং এভিনিউস্থ পারকেয়ার ফার্মাসীতে দুধর্ষ ডাকাতি ঘটে। বহু মুলবান ঔষধ ও ক্যাশ ডলার নিয়ে যায়।

কমিউনিটি একটিভিস্ট জাকির চৌধুরী সিপিএ সবাইকে আরও সতর্ক হবার আহবান জানিয়েছেন। তিনি প্রতিবেদককে বলেন, কমিউনিটির নেতৃবৃন্দকে চোর ডাকাতের উপদ্রপ রুখতে এগিয়ে আসতে হবে। যোগাযোগ

এরপর ৩৯ পৃষ্ঠায়

প্রকৃতির ছায়ায় একখন্ড সিরাজগঞ্জ

আজকাল রিপোর্ট

আপনজনের সান্নিধ্য, বন্ধুদের মিলনমেলা ও প্রকৃতির কোলে ফিরে নেবার আয়োজনটি করেছিল প্রবাসী সিরাজগঞ্জ

এরপর ৩৫ পৃষ্ঠায়

সাংবাদিক তামান্না মৌ'র স্বামীর অকাল মৃত্যু

আজকাল রিপোর্ট

নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সদস্য, সাংবাদিক ও টিভি উপস্থাপিকা তামান্না

এরপর ৩৯ পৃষ্ঠায়

Published by SHAH NAWAZ PUBLICATION INC. 71-16 35th Ave, Jackson Heights, NY 11372. Tel: 646-267-7751, 917-519-1151 Email: ajkalnews@gmail.com